



আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

বিষয়ের বিন্যাসধারা

- সূচিপত্র

প্রাক-অনুশীলন

- পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে
- লেখক/কবি পরিচিতি
- পাঠসংক্ষেপ
- বানান সতর্কতা

অনুশীলন

- অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর
- পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

দক্ষতা যাচাই (নমুনা প্রশ্ন)

- অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন
- বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন

মানবগ্টন

• সঠিক উত্তর লিখন	: ১৫টি হতে ১০টি	১০
• শব্দার্থ লিখন	: ১৫টি হতে ১০টি	১০
• কবির নামসহ কবিতা মুখ্যস্থ লিখন (৮ লাইন)	: ২টি হতে ১টি	১০
• কবিতার সারমর্ম লিখন	: ২টি হতে ১টি	১০
• গদ্যের রচনামূলক/বর্ণনামূলক প্রশ্ন	: ৪টি হতে ২টি	২০
• পদ্যের রচনামূলক/বর্ণনামূলক প্রশ্ন	: ৪টি হতে ২টি	২০
• বাক্য গঠন	: ৮টি হতে ৫টি	১০
• শূন্যস্থান পূরণ/ডান-বাম মিলকরণ	: ৫টি হতে ৫টি	১০

সর্বমোট = ১০০



সংগীত পত্র

পাঠ

১	বাংলাদেশের প্রকৃতি	১৩৫
২	পালকির গান	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৭
৩	বড়ো রাজা ছোটো রাজা	১৩৯
৪	বাংলার খোকা	মহতাজউদ্দীন আহমদ	১৪২
৫	মুজিব মানে মুক্তি	নির্মলেন্দু গুণ	১৪৫
৬	আজকে আমার ছুটি চাই	১৪৮
৭	বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা	১৫০
৮	মহীয়সী রোকেয়া	১৫৩
৯	নেমন্তন্ত্র	অবনদাশঙ্কর রায়	১৫৫
১০	মোবাইল ফোন	১৫৮
১১	আবোল-ভাবোল	সুরুমাৰ রায়	১৬১
১২	হাত ধূয়ে নাও	১৬৩
১৩	মোদের বাংলা ভাষা	সুফিয়া কামাল	১৬৫
১৪	বাওয়ালিদের গন্ধ	১৬৮
১৫	পাখির জগৎ	১৭১
১৬	কাজলা দিদি	যতীন্দ্রমোহন বাগচী	১৭৩
১৭	পাঠান মুলুকে	সৈয়দ মুজতবা আলী	১৭৬
১৮	যা	কাজী নজরুল ইসলাম	১৭৮
১৯	ঘুরে আসি সোনারগাঁও	১৮০
২০	বীরপুরুষ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৩
২১	পাহাড়পুর	১৮৬
২২	লিপির গন্ধ	১৮৮
২৩	খলিফা হ্যুরেত উমর (রা)	১৯০
	• অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন	১৯৩
	• বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন	১৯৫



বাংলাদেশের প্রকৃতি

প্রাক-অনুশীলন

বশ্বুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

১ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- বাংলাদেশের অপর্যুপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
- বিভিন্ন ঝাড়ুতে বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা
- বাংলাদেশের প্রকৃতির বারো মাস ও ছয় ঝাড়ুর পরিচয়
- বিভিন্ন ঝাড়ুর ফুল ও ফসল।

২ পাঠসংক্ষেপ

ষড়ঝাড়ুর দেশ আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের দেশে প্রতি দুই মাসে হয় একটি ঝাড়ু। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল। এভাবে পর্যায়ক্রমে আসে বর্ষাকাল, শরৎকাল, হেমন্তকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল। প্রত্যেক ঝাড়ুতে প্রকৃতি আলাদা আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। গ্রীষ্মের প্রচড় দাবদাহের পর প্রকৃতিতে শীতলতা নিয়ে আগমন ঘটে বর্ষার। নীল আকাশকে সঙ্গী করে, বর্ষাকে বিদায় জানিয়ে আসে শরৎ। এই ধারাবাহিকতায় হেমন্তের আগমনে প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য আসে। হেমন্তের বিদায়ে শুরু হয় হাড় কাঁপানো শীত। প্রকৃতিতে প্রাপ্তের স্পন্দন নিয়ে আগমন ঘটে ঝাড়ুরাজ বসন্তের। বসন্তের মাতাল করা বাতাসে সবার মন খুশিতে ভরে ওঠে। কত বৈচিত্র্যময় আমাদের বাংলাদেশের প্রকৃতি।

৩ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : প্রকৃতি, শ্রাবণ, ষড়ঝাড়ু, বৃষ্টি, মুষলধারে, ইলশেগুড়ি, জ্যৈষ্ঠ, হৃড়মুড়, গ্রীষ্ম, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, প্রচড়, নবান্ন, উত্তুরে, অসহ্য।

শিয় বশ্বুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



১. শব্দগুলো পাঠ থেকে ঝুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ইলশেগুড়ি, মুষলধারে, পেঁজা তুলো, ষড়ঝাড়ু, বর্ষাকাল, অসহ্য, গ্রীষ্ম, তাপ, পাঢ়, বিচিত্র, নবান্ন।

উত্তর :

ইলশেগুড়ি — হালকা ঝিরবিরে বৃষ্টি। ইলশেগুড়ি বৃষ্টিতে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়ে।

মুষলধারে — খুব বড় বড় ফোঁটায়। বর্ষাকালে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে।

পেঁজা তুলো — তুলা ধুনে বা টেনে আঁশ বের করা তুলো। শরৎকালে আকাশে সাদা মেঘ পেঁজা তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়।

ষড়ঝাড়ু — ছয়টি ঝাড়ু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বাংলাদেশ ষড়ঝাড়ুর দেশ।

বর্ষাকাল — বৃষ্টির কাল বা বৃষ্টির সময়। বর্ষাকালে নদী-নালা পানিতে থই-থই করে।

অসহ্য — যা সহ্য করা বা সওয়া যায় না। গ্রীষ্মে রৌদ্রের তাপ অসহ্য।

গ্রীষ্ম

তাপ

পাঢ়

বিচিত্র

নবান্ন

— গরমকাল, বাংলা ছয়টি ঝাড়ুর প্রথম ঝাড়ু। গ্রীষ্মকে মধুমাস বলা হয়।

— উক্ষতা, গরম। গ্রীষ্মের তাপ সহ্য করা যায় না।

— কিনারা। নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে গেছে।

— নানা বর্ণবিশিষ্ট, বিস্ময়কর। বাংলাদেশের রূপ সুন্দর ও বিচিত্র।

— নতুন ধান কাটার পরে অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত একটি উৎসব। নবান্নের উৎসব ঘরে ঘরে আনন্দ দেয়।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

প্রশ্ন : কী বাংলাদেশে বছরে কয়টি ঝাড়ু আসে-যায়?

উত্তর : বাংলার প্রকৃতিতে ছয়টি ঝাড়ু অপর্যুপ সাজে ফিরে আসে। এ সময় কখনো অবর ধারায় বৃষ্টি পড়ে। কখনো প্রচড় তাপে অস্থির করে ফেলে মানুষের জীবন। আবার কখনও কনকনে শীত তুঠক্ক করে অনুশীলনকে কাঁপায়। এভাবে বাংলাদেশে বছরে

ছয়টি ঝুতু আসে-যায়। ঝুতুগুলো হলো- ১. গ্রীষ্মকাল, ২. বর্ষাকাল, ৩. শরৎকাল, ৪. হেমন্তকাল, ৫. শীতকাল ও ৬. বসন্তকাল।

■ প্রশ্নঃ ৪. বছরের বারো মাসের নাম বলি এবং লিখি।

উত্তর : বছরের বারো মাসের নাম হলো- ১. বৈশাখ, ২. জ্যৈষ্ঠ, ৩. আষাঢ়, ৪. শ্রাবণ, ৫. ভাদ্র, ৬. আশ্বিন, ৭. কার্তিক, ৮. অগ্রহায়ণ, ৯. পৌষ, ১০. মাঘ, ১১. ফাল্গুন ও ১২. চৈত্র।

■ প্রশ্নঃ ৫. কোন কোন মাস নিয়ে কোন কোন ঝুতু হয়? বলি এবং লিখি।

উত্তর : যেসব মাস নিয়ে যে ঝুতু গঠিত হয় তা নিচে দেখানো হলো :

ঝুতুর নাম	মাসের নাম
গ্রীষ্মকাল	বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ
বর্ষাকাল	আষাঢ় ও শ্রাবণ
শরৎকাল	ভাদ্র ও আশ্বিন
হেমন্তকাল	কার্তিক ও অগ্রহায়ণ
শীতকাল	পৌষ ও মাঘ
বসন্তকাল	ফাল্গুন ও চৈত্র

■ প্রশ্নঃ ৬. আমার দেখা বর্ষা ও শীত ঝুতুর তুলনা করি।

উত্তর : আমার দেখা বর্ষা ও শীত ঝুতুর তুলনা নিচে উপস্থাপন করা হলো-

বর্ষাকাল : আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। বর্ষার আকাশে নানা রকম মেঘের ছোটাছুটি দেখা যায়। এ সময় প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানিতে নদী-নালা, খাল-বিল ভরে যায়। বৃষ্টির দিনগুলোতে প্রায় সারাদিন সূর্যের আলো দেখা যায় না। এ সময় কদম, কেঁয়া ও আরও নানা ফুল ফোটে।

শীতকাল : পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীতকাল। শীতকালে হাড়কাঁপানো শীত পড়ে। শীতকালের আকাশ শান্ত থাকে। এ সময় বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। নদী-নালা, খাল-বিলের পানি একেবারে কমে যায়। সকালবেলা চারদিক কুয়াশায় ঢেকে যায়। শীতের সকালে পিঠা ও মুড়ি খাওয়ার ধূম পড়ে। সুতরাং ঝুতুর এই বাংলাদেশের বর্ষা ও শীতের চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা।

■ প্রশ্নঃ ৭. কোন ঝুতু আমার বেশি পছন্দ? পছন্দের কারণ কী? লিখে জানাই।

উত্তর : পছন্দের ঝুতু : বসন্ত ঝুতু আমার বেশি পছন্দ।

পছন্দের কারণ : হাড়কাঁপানো শীতকে বিদায় জানিয়ে আগমন ঘটে ঝুতুরাজ বসন্তের। শীতের জড়তা ভেঙে প্রকৃতিতে জেগে ওঠে প্রাণের স্পন্দন। বসন্তে নানা রঙের ফুল ফোটে। গাছে গাছে দেখা যায় নতুন সবুজ কচিপাতা। বসন্তে কেবল প্রকৃতিতেই নয়, মানুষের মধ্যেও শুরু হয় চঞ্চলতা। এই সময় কোকিলের ডাক সবার মনকে নাড়া দেয়। দখিনা বাতাসের পরশে মন খুশিতে ভরে যায়। বসন্ত ঝুতুতে প্রকৃতি নতুনরূপে সাজে। তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে আমার মন আনন্দে ভরে যায়।

৮. ডান দিক থেকে টিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

ক. আমাদের দেশ দেশ।

খ. গ্রীষ্মকে বলা হয়।

সোনালি ধানের

উত্তরঃ

গ. বর্ষায় ফোটে নানা ফুল।

ঘ. হেমন্ত ঝুতু।

ঙ. শীতকালে হাওয়া বয়।

ঝড়ঝুতুর

কদম, কেঁয়া ও আরও

মধুমাস

উত্তর :

ক. আমাদের দেশ ঝড়ঝুতুর দেশ।

খ. গ্রীষ্মকে বলা হয় মধুমাস।

গ. বর্ষায় ফোটে কদম, কেঁয়া ও আরও নানা ফুল।

ঘ. হেমন্ত সোনালি ধানের ঝুতু।

ঙ. শীতকালে উত্তরে হাওয়া বয়।

৯. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মেলাই।

উত্তর :

যাওয়া ফুরফুরে বাতাস

যাওয়া আসা

খেজুরের আসা

খেজুরের রস

বসন্তকাল ফুরফুরে বাতাস

বসন্তকাল

পিঠা রস

পিঠা পুলি

গ্রীষ্ম প্রচড় পরম

গ্রীষ্ম প্রচড় পরম

১০. নিচের ছকের খালি ঘরে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঝুতুর নাম লিখি।

বৈশিষ্ট্য	ঝুতুর নাম
আকাশ তখন কালো ঘন মেঘে ছেয়ে যায়।	বর্ষা
নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে যায়।	শরৎ
রৌদ্রের অসহ্য তাপ।	গ্রীষ্ম
এই ঝুতুতে খেজুরের রস দিয়ে তৈরি হয় নানা পিঠাপুলি।	শীত
এ সময়ে কৃষকের ঘর সোনালি ফসলে ভরে ওঠে।	হেমন্ত
গাছে গাছে জেগে ওঠে নতুন সবুজ পাতা।	বসন্ত

উত্তর :

বৈশিষ্ট্য	ঝুতুর নাম
আকাশ তখন কালো ঘন মেঘে ছেয়ে যায়।	বর্ষা
নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে যায়।	শরৎ
রৌদ্রের অসহ্য তাপ।	গ্রীষ্ম
এই ঝুতুতে খেজুরের রস দিয়ে তৈরি হয় নানা পিঠাপুলি।	শীত
এ সময়ে কৃষকের ঘর সোনালি ফসলে ভরে ওঠে।	হেমন্ত
গাছে গাছে জেগে ওঠে নতুন সবুজ পাতা।	বসন্ত

১১. নিচের বাক্যটি পড়ি এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ সম্পর্কে জেনে নিই।

কোকিলের ডাক মিষ্টি।

ব্যক্তি, বস্তু, সময় বা স্থানের নাম হলৈই তা বিশেষ্য। উপরের বাক্যটিতে কোকিল হলো বিশেষ্য পদ। কিন্তু কোকিলের ডাক কেমন? মিষ্টি। এটি বিশেষণ পদ। যে শব্দ বিশেষ্য পদের কোনো গুণ বা চরিত্র প্রকার নয়, তাকে বিশেষণ পদ হচ্ছে মিষ্টি।

বিশেষ্য	বিশেষণ
কোকিল	মিষ্টি

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি। বিশেষ্য পদগুলোকে গোল (o) চিহ্ন দিয়ে ও বিশেষণ পদগুলোর নিচে দাগ চিহ্ন (-) দিয়ে চিহ্নিত করি।

উত্তর :

- | | |
|--|---|
| ক. তখন হাড় কাঁপানো শীত। | ক. (হাড়) কাঁপানো শীত) |
| খ. আকাশ হয়ে ওঠে ঘন মীল। | খ. (আকাশ) হয়ে ওঠে ঘন মীল) |
| গ. ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয়। | গ. ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয়। |
| ঘ. গ্রীষ্মে মিষ্টি ফল ঘ. গ্রীষ্মে মিষ্টি ফল পাওয়া পাওয়া যায়। | যায়। |

৭. ক্রম-অনুশীলন।

প্রশ্ন : আমার দেখা চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।
 উত্তর : আমার দেখা চারপাশের প্রকৃতি : আমি গ্রামের সন্তান। গ্রামের পরিবেশ, প্রকৃতি আমার অস্তিত্বের সাথে যিশে আছে। আমাদের বাড়ির চারপাশে নানা ধরনের গাছপালা রয়েছে। বাড়ির সামনে দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী, পেছনে সুবৃজ ঘাসের ঘাস। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নদীর পানিতে গোসল করে। মাঝিরা নৌকা বেঁয়ে চলে এবং সারিগান গায়। খাতুতে খাতুতে চারপাশের গাছে নানা রকম ফুল ফোটে। গ্রীষ্মকালে জারুল, বর্ষায় কদম, শরতে শিউলি আর শীতকালে গাঁদা ফোটে। শরতে কাশফুলে সাদা হয়ে ওঠে নদীর তীর। বসন্তে আমের মুকুলে ভরে যায় গাছ। কখনো বাতাবি লেবুর ফুল ফোটে। হেমন্তের পাকা ফসলের হাসিতে মানুষের মন ভরে যায়। সারা বছর নানা ধরনের পাখির কলরবে আমাদের ঘূম ভাঙে।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপ্রত্রে লিখি।

ক. বাংলাদেশে কয় মাসে একটি খাতু হয়?

- দুই মাস তিন মাস
 চার মাস পাঁচ মাস

উত্তর : দুই মাস।

খ. কোন কোন মাস নিয়ে বর্ষাকাল?

- ফাল্গুন-চৈত্র বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
 পৌষ-মাঘ আশাঢ়-শ্রাবণ

উত্তর : আশাঢ়-শ্রাবণ।

গ. গ্রীষ্মের পর কোন খাতু আসে?

- শীত বর্ষা শরৎ হেমন্ত
 উত্তর : বর্ষা।

ঘ. গ্রীষ্মকালে কাঁসের মতো মিষ্টি নানা ফল পাওয়া যায়?

- মিষ্টি মধু চিনি নবান্ন
 উত্তর : মধু।

ঙ. মুষলধারে বৃক্ষ বলতে বোঝায়-

- ঘায়বায় করে বৃক্ষ হওয়া ছেট ছেট ফেঁটায় বৃক্ষ হওয়া
 বড় বড় ফেঁটায় বৃক্ষ হওয়া হৃড়মুড় করে বৃক্ষ হওয়া
 উত্তর : বড় বড় ফেঁটায় বৃক্ষ হওয়া।

পালকির গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)



প্রাক-অনুশীলন

বশ্বরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- আলোচ্য কবিতা ও কবি-পরিচিতি
- বেহারাদের গানে চৈমান গ্রামবালার ফুটে ওঠা ছবি
- গ্রামের হাটের অবস্থা।

কবি পরিচিতি

নাম : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম : ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি, মিয়তা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

শিক্ষাজীবন : এন্ট্রাঙ্গ (এসএসসি), ১৮৯৯ খ্রি. সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা। এফ.এ (এইচএসসি), ১৯০১ খ্রি. জেনারেল অ্যাসেম্বলি। www.kalikota.com

কর্মজীবন/পেশা : প্রথমে পিতার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বেগ দেন, কিন্তু পরে ব্যবসায় ছেড়ে সাহিত্যসাধনা করেন। তিনি আরবি, ফারসি, ইংরেজিসহ অনেক ভাষার কবিতা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।

খ্যাতি : তিনি 'ছন্দের রাজা' ও 'ছন্দের যাদুকর' নামে সমাধিক পরিচিত।

জীবনাবসান : ২৫শে জুন, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ।

৪ পাঠসংক্ষেপ

দুপুরের ঝোদে গরমের মধ্যে বেহারারা পালকি নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। চলার পথে পা মেলাতে মেলাতে তারা তালে গান ধরে। তাদের গানের কথায় গ্রাম বাংলার চলমান ছবি ফুটে উঠে। অলস দুপুরে পাটায় বসে চুলতে থাকে ঘৰুয়া ও মুদি। হাটের শেষে বৃক্ষ পোশাকে বাঢ়ি ফিরে যায় হাটুরে। মাছি, গঙ্গা ফড়ি, কুকুর এসব প্রাণী তাদের আপন আপন কাজে ব্যস্ত থাকে। দিনের শেষে সূর্য পচিম দিকে চলে পড়ে। বেহারার শ্রান্ত-ত্বান্ত গা টলতে থাকে। ত্বান্ত শরীরে ভাবে গন্তব্য আর কতদূর, সওয়ারিকে নিয়ে গন্তব্যে তাদের পৌছাতেই হবে।

৫ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : সতেজন্মাথ দন্ত, গগন, জ্বলে, স্তর্থ, রৌদ্র, চক্ষ, টাছি, বুক্ষ, ত্বান্ত, ফড়ি, ধুকছে, সূর্য, অঙ্গ।

শ্রিয় বন্ধুর, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

১. জেনে নিই।

পালকির বেহারারা পালকি কাঁধে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান। চলার পথে পা মেলাতে তারা তালে গান ধরে। এই গানের কথায় গ্রামবাংলার চলমান জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গগন, আদুল, পাটা, ভনভনিয়ে, কষে, হাটুরে, ধুকছে, অঙ্গ, স্তর্থ, ধায়, শুষ্হে।

উত্তর :

গগন	আকাশ।
আদুল	খালি গায়ে বা জামাকাপড় ছাড়া।
পাটা	তন্তা, ফলক।
ভনভনিয়ে	ভনভন শব্দ করে।
কষে	জোরে।
হাটুরে	জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য যে হাটে যায়।
ধুকছে	হাঁপাচ্ছে।
অঙ্গ	দেহ, শরীরের অংশ।
স্তর্থ	নিষ্পন্দ, নিশ্চল।
ধায়	ছোট।
শুষ্হে	তরল পদার্থ টেনে নিচে।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পাটার	ময়রা	আদুল	হাটুরেরা
গগনে	দুধের টাছি	পালকি	

ক. সকালে পূর্ব সূর্য ওঠে।

খ. শিশুরা বাড়ির উঠানে গায়ে খেলা করছে।

গ. উপর বসে দোকানদার জিনিস বিক্রি করছেন।

ঘ. ঘনের আনন্দে মিষ্টি বানাচ্ছেন।

ঙ. হাটের শেষে বাঢ়ি ফিরছেন।

চ. খোকা খেতে ভালোবাসে।

ছ. চড়ে বট নাইওরে যান।

উত্তর :

ক. সকালে পূর্ব গগনে সূর্য ওঠে।

খ. শিশুরা বাড়ির উঠানে আদুল গায়ে খেলা করছে।

গ. পাটার উপর বসে দোকানদার জিনিস বিক্রি করছেন।

ঘ. ঘনের আনন্দে মিষ্টি বানাচ্ছেন।

ঙ. হাটের শেষে হাটুরেরা বাঢ়ি ফিরছেন।

চ. খোকা দুধের টাছি খেতে ভালোবাসে।

ছ. পালকিতে চড়ে বট নাইওরে যান।

৪. যুক্তবর্গগুলো দেখি। যুক্তবর্গ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

স্তর্থ	স্ত	স	ত	ব্যস্ত, সমস্ত
আ	ব	ধ	্য	লব্ধ, স্কুর্ধ
রৌদ্র	দ্ৰ	দ	্ৰ	(ৱ-ফলা) নিৰ্দা, তদ্ব
ত্বান্ত	ক্ৰ	ক	ল	ত্বাস, ত্বেশ
	ন্ত	ন	ত	শান্ত, পান্তা

৫. নিচের শব্দগুলো দেখি। এ ধরনের আরও কয়েকটি শব্দ লিখি।

ক. শনশন	খ. হনহন	গ. পিলপিল
ঘ.	ঙ.	চ.

উত্তর :

ঙ. ধমবাম চ. ছলছল



৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

৭. কবিতাটি না দেখে আব্স্তি করি।

প্রশ্নঃ ১) দুপুরের রোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে?
উত্তর : দুপুরের রোদে আর ক্লান্তিতে পালকির বেহারাদের শরীর কাপছে। তাদের শরীর থেকে অবিরাম ঘাম ঝরছে। উদোম গায়ে তারা এত ক্লান্ত যে, মনে হচ্ছে এখনি বুঝি চলে পড়ে যাবে।

প্রশ্নঃ ২) পাটায় বসে ময়রা কী করছেন?

উত্তর : পাটায় বসে ময়রা চোখ বুজে চুলছেন।

প্রশ্নঃ ৩) হাটুরে কোথায় যাচ্ছেন?

উত্তর : হাটুরে বেচাকেনা শেষ করেছেন। তাই তিনি বুক বেশে হনহন করে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন।

প্রশ্নঃ ৪) কুকুরগুলো ধূকছে কেন?

উত্তর : দুপুরের কাঠফাটা রোদে ক্লান্ত হয়ে কুকুরগুলো ধূকছে।

৫. বই দেখে ছন্দের তালে তালে কবিতাটি বারবার পড়ি।

উত্তর : শিক্ষকের সহায়তায় নিজে চেষ্টা কর।



৮. কবিতাটি না দেখে আব্স্তি করি।

উত্তর : কবিতাটি মুখস্থ করে নিজে চেষ্টা কর। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও।
৯. কর্ম-অনুশীলন।

"পালকির গান" কবিতার অনুকরণে আমি একটি ছাড়া বা কবিতা লেখার চেষ্টা করি।

উত্তর : ঘোড়ার গাড়ি

ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি

যাচ্ছ তুমি কই,

আমায় সঙ্গে নেবে নাকি?

আমি তোমার সই।

ঘোড়ার গাড়ি, চলছে রানি

যাবে দূরের গাঁও,

পথের ধারে সৈনিকেরা

তৈরি হয়ে যাও।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. 'পালকির গান' কবিতাটির কবির নাম কী?

- গু. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- বু. সুকুমার রায়
- দু. নির্মলেন্দু গুণ
- তু. সুফিয়া কামাল

উত্তর : **গু.** সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

খ. গগন তলে-

- গু. পালকি চলে বু. গাড়ি চলে
- বু. জাহাজ চলে দু. আগুন জলে

উত্তর : **বু.** আগুন জলে।

গ. ময়রা মুদি কোথায় বসে চুলছে?

- গু. পালকিতে
- বু. পথে
- দু. পাটায়
- তু. নৌকায়

উত্তর : **বু.** পাটায়।

ঘ. দুধের টাহি কে শুষ্কছে?

- গু. মাছি
- বু. বিড়াল
- দু. মুদি
- তু. হাটুরে

উত্তর : **গু.** মাছি।

ঙ. কখন হাটুরে ধায়?

- গু. সকালে
- বু. ঠিক দুপুরে
- দু. সম্ম্যায়
- তু. রাতে

উত্তর : **বু.** ঠিক দুপুরে।

২. 'পালকির গান' কবিতাটির সারমর্ম লিখি।

উত্তর : দুপুরের রোদে গরমের মধ্যে বেহারারা পালকি নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। চলার পথে পা মেলাতে মেলাতে তারা তালে তালে গান ধরে। তাদের গানের কথায় গ্রামবালুর চলমান ছবি ফুটে ওঠে। অলস দুপুরে পাটায় বসে চুলতে থাকে ময়রা ও মুদি। হাটের শেষে বুক পোশাকে বাড়ি ফিরে যায় হাটুরে। মাছি, গজা ফড়ি, কুকুর এসব প্রাণী তাদের আপন আপন কাজে ব্যস্ত থাকে। দিনের শেষে সূর্য পদ্মিম দিকে চলে পড়ে। বেহারার শ্বান্ত-ক্লান্ত গাঁটলতে থাকে। ক্লান্ত শরীরে ভাবে গন্তব্য আর কর্তৃদূর, সওয়ারিকে নিয়ে গন্তব্যে তাদের পৌছাতেই হবে।

বড়ো রাজা ছোটো রাজা



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

১. এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- বড়ো রাজা আর ছোটো রাজার পরিচয়
- শুধু শক্তি দিয়ে নয়, বৃদ্ধি দিয়ে রাজ্য জয় করতে হয়
- কেউ ছোটো হলেও তাকে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়

- বড়ো রাজার রাজ্যজয় সম্পর্কে
- বেশি কিছু না চেয়ে, অল্প কিছুতে সন্তুষ্টি সম্পর্কে
- অহঙ্কারের পরিগাম এবং প্রকৃত শক্তির পরিচয়।

গৱাটিতে বড়ো ও ছোটো রাজাৰ যুদ্ধেৰ কথা বলা হয়েছে। বড়ো রাজা ছিলেন দিগ্বিজয়ী মহাশক্তিশালী। তিনি প্রায় পুরো পৃথিবীই জয় কৰে ফেলেছেন। তিনি সবশেষে জয় কৰতে এলেন ছোটো রাজাৰ ছোটো রাজা। সে রাজ্য এই ছোটো যে চোখেই দেখা যায় না। অনেক ভাৰি ভাৰি অস্ত্র এবং সৈন্য ও সেনাপতি নিয়ে অনেক চেষ্টা কৰেও সে রাজ্য জয় কৰতে পাৱলেন না বড়ো রাজা। ছোটো রাজাৰ বুদ্ধি ও কৌশলেৰ কাছে নিৰ্বোধ লোভী বড়ো রাজা পৰাজিত হন।

✓ বানান সতৰ্কতা

শব্দগুলোৰ সঠিক বানান জনে নিই : দিগ্বিজয়, রাজত্ব, পুটলি, পৃথিবী, অন্যত্র, চক্ৰ, রথ-ৱৰ্থী, মন্ত্রণা, অণুবীক্ষণ, অস্ত্র, সম্বিধ, মন্ত্রী, টুটি।

■ প্ৰিয় বন্ধুৱা, এবাৰ আমৰা মূলপাঠেৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন ও উত্তৰ এবং পৰীক্ষাপ্ৰস্তুতিতে সহায়ক অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন ও উত্তৰ অনুশীলন কৰব।

অনুশীলন

অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন ও উত্তৰ



1. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বেৱ কৰি। অৰ্থ বলি।

দিগ্বিজয়, সেনাপতি, রাজত্ব, জয়চাক, চৰ, দৃত, অগোচৰ, খাপা, মন্ত্রণা, অণুবীক্ষণ, ফৌজ, অস্ত্র, সম্বিধ, রথ-ৱৰ্থী, বুপৰাপ, রাজ্য, মুঠো।

উত্তৰ :

- দিগ্বিজয় — চাৰদিকেৰ নানান জায়গা জয় কৰা।
- সেনাপতি — সেনাদলেৰ প্ৰধান, প্ৰধান সৈনিক।
- রাজত্ব — যেখানে রাজাৰ শাসন চালু আছে।
- জয়চাক — জয়ী হওয়াৰ পৰ যে ঢাক (এক ধৰনেৰ বাদ্য) বাজানো হয়।
- চৰ — গোপন খবৰ সংগ্ৰহ কৰে দেন যিনি। যুদ্ধেৰ কৌশল হিসেবে এই চৰ নিয়োগ কৰা হয়।
- দৃত — বাৰ্তাৰাহক।
- অগোচৰ — চোখেৰ আড়ালে থাকা।
- খাপা — ব্রাগান্তিত হওয়া।
- মন্ত্রণা — পৰামৰ্শ।
- অণুবীক্ষণ — মাইক্ৰোস্কোপ, এমন একটি যন্ত্ৰ যাৰ মাধ্যমে ছোটো জিনিসকে বড়ো দেখা যায়।
- ফৌজ — সৈনিক।
- অস্ত্র — হাতিয়াৰ।
- সম্বিধ — মিলন, কৌশল।
- ৱৰ্থ-ৱৰ্থী — বিশেষ ধৰনেৰ গাঢ়ি ও তাতে চড়ে যুদ্ধ কৰেন যিনি।
- বুপৰাপ — পতনেৰ শব্দ।
- রাজ্য — রাষ্ট্ৰ, যে দেশে পৃথক শাসনব্যবস্থা প্ৰতিষ্ঠিত আছে।
- মুঠো — মুষ্টি।

2. ঘৰেৱ ভিতৱ্বে শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈৰি কৰি।

ফাঁপৱে	অন্যত্র	আন্দাজ	জয়চাক
দিগ্বিজয়	রাজসিংহাসনে		

- ক. সমস্ত ছোটো রাজ্য জয় কৰে রাজা বসলেন।
- খ. রাজাৰ খামখেয়ালিতে মন্ত্রী পড়লেন।
- গ. রাজা কৰে এসেছেন।
- ঘ. শিকাৰেৰ খোজে রাজা যাচ্ছেন।

ঙ. রাজ্য জয়েৰ আনন্দে চাৰদিকে বাজছে।

চ. রাজা কৰলেন ছোটো রাজা পালিয়ে যেতে পাৱেন।
উত্তৰ :

ক. সমস্ত ছোটো রাজ্য জয় কৰে রাজা **রাজসিংহাসনে** বসলেন।

খ. রাজাৰ খামখেয়ালিতে মন্ত্রী **ফাঁপৱে** পড়লেন।

গ. রাজা **দিগ্বিজয়** কৰে এসেছেন।

ঘ. শিকাৰেৰ খোজে রাজা অন্যত্র যাচ্ছেন।

ঙ. রাজ্য জয়েৰ আনন্দে চাৰদিকে **জয়চাক** বাজছে।

চ. রাজা আন্দাজ কৰলেন ছোটো রাজা পালিয়ে যেতে পাৱেন।

3. যুক্তবৰ্ণনা দিয়ে যুক্তবৰ্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

মস্ত	স্ত	স	ত	আস্ত, গোস্ত
বন্দুক	বন্দ	বন	দ	বিন্দুক, বিন্দু
রাজ্য	জ্য	জ	্য	(য-ফলা) জ্যাকেট, জ্যামিতি
কুমে	ক্ৰ	ক	্ৰ	(ৱ-ফলা) কুকু, কুকু
খাপা	প্ৰ	প	্প	ধাপা, বেখাপা

4. বাক্য রচনা কৰি।

রাজ্য, চৰ, রথ, মুঠো, রাজসিংহাসন

উত্তৰ : শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা কৰা হলো—

রাজ্য রাজ্য জয়েৰ আনন্দে চাৰদিকে জয়চাক বাজছে।

চৰ এক দেশ অন্য দেশেৰ বিৱৰণে চৰ নিয়োগ কৰে।

ৱৰ্থ বড়ো রাজা ৱৰ্থ নিয়ে চললেন পৃথিবী কাঞ্চিয়ে।

মুঠো বড়ো রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি।

রাজসিংহাসন রাজা রাজ্য জয় কৰে রাজসিংহাসন দখল কৰে নিলেন।

5. বাম পাশেৰ বাক্যাংশেৰ সাথে ডান পাশেৰ ঠিক বাক্যাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বড়ো রাজা আৱ ছোটো রাজা সেখানে হাতি চলে না, মোড়া চলে না।

কুমে কুমে মস্ত বড়ো এই পৃথিবী চোল হয়ে উঠল।

ছোটো শহুৰ এটাটাই ছোটো যে বড়ো জিনিসকেই লক্ষ কৰে।

বড় রাজার আঙুল ফুলে
বড়ো বড়ো অস্ত্র

বড়ো রাজা জয় করে ফেললেন।
দিগ্বিজয় করতে চললেন।

উত্তর :

- বড়ো রাজা আর ছোটো রাজা দিগ্বিজয় করতে চললেন।
- ক্রমে ক্রমে মস্ত বড়ো এই পৃথিবী বড়ো রাজা জয় করে ফেললেন।
- ছোটো শহর এটাই ছোটো যে, সেখানে হাতি চলে না, ঘোড়া চলে না।
- বড়ো রাজার আঙুল ফুলে ঢোল হয়ে উঠল।
- বড়ো বড়ো অস্ত্র বড়ো জিনিসকেই লক্ষ করে।

৬. একই শব্দের ভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

চৰ	দৃত
চৰ	নদীর চৰ
চলা	পায়ে হাঁটা
চলা	চালিত হওয়া



উত্তর :

শব্দ	অর্থ	বাক্য
চৰ	দৃত	গোপন খবর সংগ্রহের জন্য রাজা চৰ নিয়োগ করেন।
চৰ	নদীর চৰ	নদীতে পলি জমে চৰ সৃষ্টি হয়।
চলা	পায়ে হাঁটা	মাটির দিকে তাকিয়ে চলা উচিত।
চলা	চালিত হওয়া/প্রচলিত	তামার টাকা এখন আর চলে না।

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন ॥ ক ॥ বড়ো রাজা কীভাবে রাজ্য জয় করতে বের হলেন?
উত্তর : বড়ো রাজার মস্ত বড়ো রাজত্ব। তবু তিনি আরও রাজ্য জয় করতে চান। তিনি বড়ো বড়ো হাতি, ঘোড়া, কামান, বন্দুক সাজিয়ে, মস্ত জয়টাক সিটিয়ে, বড়ো বড়ো সেনাপতি সঙ্গে নিয়ে রাজ্য জয় করতে বের হলেন।

■ প্রশ্ন ॥ খ ॥ বড়ো রাজা ছোটো রাজার উপর রেগে গেলেন কেন?
উত্তর : বড়ো রাজা যখন ছোটো রাজার সাথে যুদ্ধ করে সুবিধা করতে পারলেন না, তখন তিনি ছোটো রাজার সঙ্গে সম্মিলিত করতে চাইলেন। কিন্তু ছোটো রাজা বড়ো রাজার উপর রেগে গেলেন। তাই বড়ো রাজা ছোটো রাজার উপর রেগে গেলেন।

■ প্রশ্ন ॥ গ ॥ বড়ো রাজা কেন ছোটো রাজ্যকে জয় করতে পারলেন না?
উত্তর : বড়ো রাজার বিশাল সৈন্যবহর ও বড়ো বড়ো অনেক বুদ্ধিমত্তা ছিল। কিন্তু ছোটো রাজা ছিলেন খুবই ছোটো। এতটাই ছোটো যে, তিনি রাজার হাত গলে বের হয়ে যেতে পারলেন। ছোটো রাজার সৈন্যরা ক্ষুদ্রতার সুবিধা নিয়ে বড়ো রাজার সৈন্যদের

পায়ের তলা গলে বেরিয়ে যেত। বড়ো বড়ো অস্ত্র ছোটো রাজার সৈন্যদের ভেদ করতে পারত না। অপরদিকে বড়ো রাজার বড়ো বড়ো অস্ত্র ছোটো রাজার সৈন্য ও ছাউনির উপর পড়তে লাগল। এসব কারণে বড়ো রাজা ছোটো রাজ্যকে জয় করতে পারলেন না।

■ প্রশ্ন ॥ ঘ ॥ বড়ো রাজা কেন সম্মিলিত করতে চাইলেন?

উত্তর : বড়ো রাজা তার সমস্ত সৈন্য, সেনাপতি ও বড়ো বড়ো অস্ত্র নিয়ে ছোটো রাজার রাজ্য আক্রমণ করলেন। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারলেন না। তাই যুদ্ধে পরাজয় আসলু ভেবে, বড়ো রাজা নিরূপায় হয়ে ছোটো রাজার সাথে সম্মিলিত করতে চাইলেন।

■ প্রশ্ন ॥ ঙ ॥ বড়ো রাজা আর ছোটো রাজার মধ্যে তোমার কাকে বেশি পছন্দ? কেন?

উত্তর : আমার যাকে পছন্দ : বড়ো রাজা আর ছোটো রাজার মধ্যে ছোটো রাজাকে আমার বেশি পছন্দ।

পছন্দের কারণ : বড়ো রাজা লোভী, অহংকারী ও নির্বোধ। অন্যদিকে ছোটো রাজা লোভী নন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো চলতেন এবং নিজের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। ছোটো রাজার লোভ ছিল না এবং সে ছিল বুদ্ধিমান। তাই তাকে বেশি পছন্দ করি।

৮. অজ কথায় গল্পটা বলি।

উত্তর : 'বড়ো রাজা ছোটো রাজা' গল্পটিতে বড়ো রাজা ও ছোটো রাজার যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। দুই রাজা পৃথিবী জয় করতে চললেন। বড়ো রাজা ক্রমেই পুরো পৃথিবী জয় করে ফেললেন। সবশেষে ছোটো রাজার ছোটো রাজ্য জয় করতে এলেন। সে রাজ্য এতই ছোটো যে চোখেই দেখা যায় না। অনেক চেষ্টা করেও বড়ো রাজা সে রাজ্য জয় করতে পারলেন না। ছোটো রাজার বুদ্ধির কাছে তার সমস্ত শক্তির পরাজয় ঘটল।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি- বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

যেভাবে কাজটি করবে : প্রথমেই জেনে রাখ, বিতর্কে দুটি পক্ষ থাকে। একটি পক্ষ বিষয়ের পক্ষে কথা বলে, অপরপক্ষ বিষয়ের বিপক্ষে কথা বলে। তোমাদের শিক্ষকরা সহযোগিতার আশ্বাস দিলে শ্রেণি থেকে কমপক্ষে তিনজন করে দুটি দল গঠন করবে। তারপর একপক্ষ 'শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি'- এ কথাটি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। অন্যপক্ষ চেষ্টা করবে কথাটি মিথ্যে প্রমাণ করতে। উপস্থাপনা, সময় গণনা এগুলো তোমাদের মধ্য থেকেই কেউ করতে পার।

খ. বড়ো রাজা এবং ছোটো রাজার ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাই।

উত্তর : নিজেরা চেষ্টা কর। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. বড়ো রাজা আর ছোটো রাজা একদিন কী করতে চললেন?

ক) সম্মিলিত খ) যুদ্ধ

গ) দিগ্বিজয় ঘ) বন্ধুত্ব

উত্তর : গ) দিগ্বিজয়।

খ. বড়ো বড়ো হাতি ঘোড়া কামান বন্দুক সাজিয়ে রাজ্য জয় করতে চললেন-

ক) ছোটো রাজা

গ) সেনাপতি

ঘ) দৃত

উত্তর : ঘ) বড়ো রাজা।

গ. জয়ী হওয়ার পর যে ঢাক বাজানো হয় তাকে কেন্দ্রে

গু. মন্ত্রী

কু. জয়চাক

গু. চোল

উভয় : কু. জয়চাক।

ঘ. ছোটো রাজা কী নিয়ে সুন্ধে আছেন?

কু. বড়ো রাজ্য

গু. ঢাক

গু. বড়ো ঢাক

গু. প্রজা

উভয় : গু. ছোটো রাজ্য।

কু. মন্ত্রী

গু. প্রজা

উভয় : গু. চোল।

গু. চোল

গু. সেনাপতি

বাংলার খোকা

মমতাজউদ্দীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯)



প্রাক-অনুশীলন

বশ্বরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোবোধ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- বাংলাদেশের বৃপ্তির বঙ্গাবস্থা শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচয়
- মানুষের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের অক্তিম ভালোবাসা ও মমতবোধ
- বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গাবস্থার অবদান
- বঙ্গাবস্থার মাঝের উদারতা।

✓ লেখক-পরিচিতি



নাম : মমতাজউদ্দীন আহমদ

জন্ম : ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ।

পিতৃ-মাতৃ পরিচয় : পিতার নাম : কলিমউদ্দীন আহমদ। মাতার নাম : সখিনা খাতুন।

শিক্ষাজীবন : বিএ অনার্স ও এমএ (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

কর্মজীবন/পেশা

: অধ্যাপনা। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ও নির্দেশক।

সাহিত্যসাধনা

: নাটক : স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, সাত ঘাটের কানাকড়ি ইত্যাদি। ছোটগল : রগড় কাহিনি ও সরস গজ ইত্যাদি। উপন্যাস : সজল তোমার ঠিকানা, ওহে নূরুল ইসলাম ইত্যাদি।

পুরস্কার ও সম্মাননা

: বাংলা একাডেমি পুরস্কার, শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, মাহবুবটল্লাহ জেবুন্নেসা ট্রাস্ট স্বর্ণপদক, আলাওল

পুরস্কার, বঙ্গাবস্থা সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক (১৯৯৭) প্রভৃতি।

জীবনাবসান

: ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা।

✓ পাঠসংক্ষেপ

‘বাংলার খোকা’ নামক প্রবন্ধে বঙ্গাবস্থা শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলেবেলার সৃতিচারণ করা হয়েছে। রচনাটিতে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি বঙ্গাবস্থা শেখ মুজিবুর রহমানের ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন পরোপকারী এবং উদার মনের মানুষ। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে মনে মনে ব্যথিত হতেন তিনি। অন্যায়-অভ্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী এক কষ্ট ছিলেন তিনি। এ দেশকে তিনি ভালোবাসতেন। গরিব মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে খুব চিন্তা করতেন। তিনি বাংলার গরিব মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও বিদেশি শাসকের শোষণ থেকে তাদের মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর্জনে প্রধান ভূমিকা রাখেন। বিশ্বের মানচিত্রে সংযুক্ত হয় বাংলাদেশের নাম। তিনিই আমাদের জাতির পিতা।

✓ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : গোপালগঞ্জ, টুঙ্গিপাড়া, জম্ব, নিবিড়, পথ-প্রান্তর, জুড়িয়ে, বৃন্দ, কাপছিল, স্বাধীনতা, রাজনীতি, নিষ্ঠুপ, বাঁশি, জিজ্ঞেস, চৌকাঠ, বঙ্গাবস্থা।

প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলগুলোর অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিকে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. শব্দগুলো পাঠ থেকে ঝুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পথ-প্রান্তর, আবদার, উদারতা, মৃগ্ধ, দরদ, করুণ, হতাশ, জেলা, চৌকাঠ।

উত্তর :

পথ-প্রান্তর — পথের পাশ, রাস্তার শেষ সীমা।

আবদার — বায়না।

উদারতা — সরলতা।

মৃগ্ধ — আত্মহারা, বিত্তোর।

দরদ — ময়তা, টান।

করুণ — কাতর, বেদনাপূর্ণ।

হতাশ — আশাহীন, নিরাশ।

জেলা — প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাভিত্তিক স্তর। কয়েকটি উৎসজেলা নিয়ে একটি জেলা গঠিত হয়।

চৌকাঠ — দরজার চারদিকের কাঠের চারকোণ কাঠামো বা ফ্রেম।

2. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আবদার	নিবিড়	করুণ	উদারতা
হতাশ	জেলা	মৃগ্ধ	দরদ

ক. বন্ধুর সাথে সম্পর্ক হওয়াই ভালো।

খ. ছেলের শুনে মা হতবাক হয়ে গেলেন।

গ. মানুষকে মহান করে।

ঘ. নাটকটি দেখে আমি হয়েছি।

ঙ. ছেট বোনটির জন্য ভাইয়ের অনেক।

চ. বাস দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখে ঢোকে জল এসেছে।

ছ. সামান্য কারণেই হওয়া ঠিক নয়।

জ. আমাদের সব দিক থেকে সম্মুখ।

উত্তর :

ক. বন্ধুর সাথে সম্পর্ক নিবিড় হওয়াই ভালো।

খ. ছেলের আবদার শুনে মা হতবাক হয়ে গেলেন।

গ. উদারতা মানুষকে মহান করে।

ঘ. নাটকটি দেখে আমি মৃগ্ধ হয়েছি।

ঙ. ছেট বোনটির জন্য ভাইয়ের অনেক দরদ।

চ. বাস দুর্ঘটনার করুণ দৃশ্য দেখে ঢোকে জল এসেছে।

ছ. সামান্য কারণেই হতাশ হওয়া ঠিক নয়।

জ. আমাদের জেলা সব দিক থেকে সম্মুখ।

3. বাক্য গঠন করি।

আদর, সোনালি, কপাল, চাদর, গরিব, আনন্দ, রাজনীতি, পিতা।

উত্তর :

আদর — বাবা শেখ লুংফর রহমান আদর করে ছেলের নাম রাখলেন খোকা।

সোনালি — সোনালি ধানের খেত দেখে চাষির দুচোখ জুড়িয়ে যায়।

কপাল — মা খোকার কপালে আদর করে চুম্ব খান।

চাদর — বাবা খোকাকে একটি চাদর কিনে দেন।

গরিব — এক গরিব বৃন্দ মহিলা গাছের নিচে বসে শীতে কাঁপছিল।

আনন্দ — পরামীন মানুষের জীবনে কোনো আনন্দ থাকে না।

রাজনীতি — বড় হয়ে খোকা যুক্ত হন রাজনীতির সঙ্গে।

পিতা — আমাদের জাতির পিতা বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

4. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

প্রশ্ন ॥ ক ॥ কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়?

উত্তর : গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ খোকার জন্ম হয়।

প্রশ্ন ॥ খ ॥ বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কী আবদার করত?

উত্তর : খোকা দিন দিন যত বড় হতে থাকে তার বন্ধুর সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। ক্লাসের বন্ধুদের বাইরেও গায়ের অনেক ছেলের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা বন্ধুদের খাবার দেওয়ার জন্য মায়ের কাছে আবদার করত।

প্রশ্ন ॥ গ ॥ বৃন্দ মহিলা কোথায় শীতে কাঁপছিল? খোকা তাকে কীভাবে সাহায্য করে?

উত্তর : বৃন্দ মহিলা পথের ধারে গাছের নিচে বসে শীতে কাঁপছিল। খোকা নিজের চাদর বৃন্দ মহিলাটির গায়ে ডাকিয়ে দিয়ে তার শীত নিবারণে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ॥ ঘ ॥ খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফেরে কেন?

উত্তর : বর্ষাকালে খোকার বাবা খোকাকে একটি ছাতা, কল্পন দেন। খোকা ছাতা নিয়ে স্কুলে যায়। একদিন স্কুল ছুটির পঁচাতাহাতি মেজাজে সময় বৃষ্টি নামে। খোকার এক গরিব বন্ধু

ছিল, যার কোনো ছাতা ছিল না। বস্তুটি বৃক্ষিতে ভিজে ভিজে
বাড়ি থাবে ভেবে খোকা তার নিজের ছাতাটি তাকে দিয়ে দেয়।
তাই খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফেরে।

■ প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কে স্বাধীনতার ডাক দেন?

উত্তর : বাংলার মানুষকে পাকিস্তানের শাসন ও শোষণ থেকে
মুক্ত করার জন্য ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
স্বাধীনতার ডাক দেন।

৫. বিপরীত শব্দ বলি ও খাতায় লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
বন্ধু
আনন্দ
ভেঙ্গা
গরিব
নিচে
দুঃখ
স্বাধীনতা
উত্তর :

শব্দ	বিপরীত শব্দ
বন্ধু	শত্রু
আনন্দ	বেদনা
ভেঙ্গা	শুকলা
গরিব	ধনী

শব্দ	বিপরীত শব্দ
নিচে	উপরে
দুঃখ	সুখ
স্বাধীনতা	পরাধীনতা

**৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই
মানুষকে ভালোবাসতেন- এমন দৃষ্টি ঘটনার কথা
খাতায় লিখি।**

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই
মানুষকে ভালোবাসতেন। এমন দৃষ্টি ঘটনা নিচে দেওয়া হলো:-

১. বঙ্গবন্ধু যখন স্কুলে পড়তেন তখন তিনি সহপাঠীদের বন্ধু
করে নিতেন। স্কুলের বন্ধু ছাড়াও বাইরে তাঁর অনেক বন্ধু
ছিল। প্রায়ই তিনি বন্ধুদেরকে বাড়িতে এনে খাওয়াতেন।

বঙ্গবন্ধুর এক গরিব বন্ধু গোপাল। বঙ্গবন্ধু তাকে সাথে
করে বাড়ি নিয়ে আসেন এবং মাকে থেতে দিতে বলেন।
২. বর্ষাকালে স্কুলে আসা-যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর বাবা তাকে
একটি ছাতা কিনে দেন। একদিন স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার
সময় বৃক্ষ নামল। বঙ্গবন্ধুর সহপাঠী এক গরিব বন্ধু
ছিল। তার কোনো ছাতা ছিল না। গরিব বন্ধুটি বৃক্ষিতে
ভিজে বাড়ি থাবে ভেবে তিনি নিজের ছাতাটি বন্ধুকে দিয়ে
দিলেন। এরপর তিনি নিজে ভিজে বাড়িতে এলেন।

**৭. আগের পাঠে আমরা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ
শিখেছি। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ্য ও
বিশেষণ পদ চিহ্নিত করি এবং খাতায় লিখি।**

ঘর, সোমালি, স্কুল, ছাতা, বড়, চাদর, বাঁশি, গাছ, হতাশ,
উদার, মুখ, চোকাঠ, করুণ।

উত্তর :

বিশেষ্য	বিশেষণ
ঘর	সোমালি
স্কুল	বড়
ছাতা	হতাশ
চাদর	উদার

৮. কর্ম-অনুশীলন।

খোকা গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য এগিয়ে
এসেছিলেন, আমরা নিজেরা গরিব মানুষের জন্য কে কী করতে
পারি তা লিখি।

উত্তর : গরিব মানুষগুলো খুব কষ্ট করে। ঠিকমতো থেতে পার
না। আমরা কয়েকজন বন্ধু তাদের মুখে হাসি ফোটাতে নানা
ভাবে এগিয়ে আসতে আসি। যেমন- আমি টিফিনের পয়সা
জয়িয়ে তাদের খাবার কিনে দিতে পারি। আমার বন্ধু রাসেল
অতিরিক্ত পোশাক তাদের দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে চায়।
আবার রায়হান বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে তাদের দাওয়াত
দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে চায়। এ রকমভাবে আমরা
নিজেরা কম খেয়ে ও কম পরে তাদের সাহায্য করতে পারি।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. খোকার জন্ম হয় কত সালে?

- Ⓐ ১৯২০ সালে Ⓑ ১৯২১ সালে
Ⓒ ১৯২২ সালে Ⓑ ১৯২৩ সালে

উত্তর : Ⓑ ১৯২০ সালে।

ক. কে আদর করে শিশুর নাম রাখলেন খোকা?

- Ⓐ শেখ মুজিবুর রহমান Ⓑ মমতাজউদ্দীন রাহমান

Ⓐ বড় চাচা

উত্তর : Ⓑ শেখ সুফির রহমান।

গ. কাদের সাথে খোকার যোগাযোগ নিবিড় হয়েছিল?

Ⓐ শহরের বন্ধুদের সাথে

Ⓒ গাঁয়ের অনেক ছেলের সাথে

Ⓓ সহপাঠীদের সাথে

উত্তর : Ⓑ পাঁয়ের অনেক ছেলের সাথে।

৮. খোকা তার মাকে কাদের থেতে দিতে বলে?

- | | |
|----------------------|-----------------|
| কি আভীয়দের | ৩) গরিবদের |
| গ) বন্ধুদের | ৪) ধনীর ছেলেদের |
| উত্তর : ৩) বন্ধুদের। | |

৯. হাসিমুখ মুখকে এক কথায় প্রকাশ করলে হয়-

- | | |
|---------------------|---------------|
| কি হাসিমুখ | ৩) হাসির মুখ |
| গ) মুখের হাসি | ৪) হাসিতে মুখ |
| উত্তর : ৩) হাসিমুখ। | |

মুজিব মানে মুক্তি

নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-)



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- আলোচনা করিতার কবির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে
- বাঙালির স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে মুজিবের অবদান
- নেতৃত্বানন্দের গুণাবলি মুজিবের অন্যতম শক্তি
- বাংলাদেশের সবাই শেখ মুজিবের ভক্ত হওয়ার কারণ

- বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সম্পর্কে
- মুজিব ও বাংলাদেশের বাস্তু
- মুজিবের আদর্শ, চিন্তা ও চেতনা

✓ কবি পরিচিতি



নাম : নির্মলেন্দু গুণ; জন্মপরিচয় : ২১শে জুন, ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ, নেত্রকোণা জেলার কাশবন গ্রাম।

পিতৃমাতৃ পরিচয় : তাঁর পিতার নাম সুখেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী এবং মাতার নাম বীগাপাণি গুণ।

শিক্ষাজীবন : তিনি ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে বারহাট্টার সিকেপি ইনসিটিউশন থেকে মাধ্যমিক, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে নেত্রকোণা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করেন।

পেশা/কর্মজীবন : কর্মজীবনে তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন।

সাহিত্যসাধনা : কাব্যগ্রন্থ : ‘প্রেমাংশুর রক্ত চাই’, ‘না প্রেমিক না বিপ্লবী’, ‘চেত্রের ভালোবাসা’, ‘ও বন্ধু আমার’, ‘আনন্দকুসুম’, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’, ‘চাষাভূষার কাব্য’, ‘প্রথম দিনের সূর্য’, ‘পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ’ প্রভৃতি। উপন্যাস : ‘দেশান্তর’। ছোটগল : ‘আপন দলের মানুষ’। শিশুসাহিত্য : ‘কালোমেঘের ভেলা’, ‘সোনার কুঠার’, ‘বাবা যখন ছোট ছিলেন’। ভ্রমণকাহিনি : ‘ভলগার তীরে’, ‘গীনসবার্গের সঙ্গে’, ‘ভমি দেশে দেশে’ প্রভৃতি। জীবনী : ‘আমার ছেলেবেলা’, ‘আমার কষ্টস্বর’। অনুবাদ : ‘রক্ত আর ফুলগুলি’। কাব্য-সংকলন : ‘নির্বাচিতা’, ‘রাজনৈতিক কবিতা’, ‘প্রেমের কবিতা’, ‘কিশোর সমগ্র’, ‘মজাঘট’ প্রভৃতি।

পুরস্কার ও সম্মাননা : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ঝুমায়ুন কবির সৃতি পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, কবি আহসান হাবীব পুরস্কার, একুশে পদক, জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার প্রভৃতি।

✓ পাঠসংক্ষেপ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালি জাতিকে সংগঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ আজ মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। তাইতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের নিকট শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর আদর্শ, চিন্তা, চেতনা বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বাঙালির মুক্তি, শক্তি, উন্নত শির। তিনি বাঙালির রক্ত; তাই আমরা সবাই মুজিব ভক্ত।

✓ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : মুক্তি, সন্তান, পেষ চৰ্তা, উন্নত, শির, শক্তি, ভক্তি, রক্ত, সাহস।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূল্পাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষপ্রস্তুতিতে সহায়ক অভিনিষ্ঠ প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

১. কথাগুলো জেনে নিই এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মুজিব — জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নাম সংক্ষিপ্ত করে মুজিব বলা হয়েছে। তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”- যার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই গরিবদের জন্য মুজিবের খুব দরদ ছিল। তিনি গরিবদের দান করতেন।

মুক্তি — বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীন ছিল, অর্থাৎ পরাধীন ছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। সেজন্যই ‘মুজিব মানে মুক্তি’ বলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন।

প্রেম চৃষ্টি — বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই বাংলাদেশের জনগণ তথ্য সমগ্র বাঙালি জাতির সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক চির অঞ্চল, অর্থাৎ এই বন্ধন এত গভীর যে, কোনো ঘড়িয়েই এই সম্পর্ক নষ্ট করতে পারবে না। মুজিব ও বাংলাদেশের বন্ধন যেন অলিখিত এক প্রেম চৃষ্টি।

শক্তি — এখানে কবি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকেই শক্তি অর্থে ব্যবহার করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র জীবনকাল দেশ ও দশের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। তিনি ছিলেন বন্ধুবন্ধস্ল, পরোপকারী, জনদরদি ও অসাম্প্রদায়িক মানুষ। নেতৃত্বদারের গুণাবলি মুজিবের অন্যতম শক্তি।

উন্নত শির — কোনো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কাছে বঙ্গবন্ধু মাথা নত করেননি। তিনি লড়াই সংগ্রাম করেছেন, জেল থেটেছেন, তারপরেও কোনো কিছুর বিনিময়ে নিজের আদর্শকে বিসর্জন দেননি। তাঁর এই দৃঢ় মনোভাব বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে বাঙালিরা বিশ্বে শির উন্নত করে বসবাস করছে।

ভক্তি

— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালি জাতিকে সংগঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ আজ মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। তাইতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের নিকট শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের প্রেষ্ঠ বাঙালি। শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালিরা চিরকালই ভক্তি করবে।

রক্ত

— “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, চিন্তা, চেতনা সমগ্র বাঙালি জাতির জনগণের মধ্যে মিশে গেছে ‘যা মানুষকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে চলতে সহায়তা করে’। কবি এখানে রক্ত বলতে এ অর্থই বুঝিয়েছেন। ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

ভক্তি

— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীক। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর আদর্শ, চিন্তা, চেতনা বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সেজন্যই বাংলাদেশের সবাই শেখ মুজিবের ভক্তি। আমরা সবাই মুজিব ভক্তি।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || ক ► মুজিব কে ছিলেন?

উত্তর : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নাম সংক্ষিপ্ত করে মুজিব বলা হয়েছে। তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা।

■ প্রশ্ন || খ ► “মুজিব মানে মুক্তি” দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীন ছিল, অর্থাৎ পরাধীন ছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। সেজন্যই ‘মুজিব মানে মুক্তি’ বলা হয়েছে।

■ প্রশ্ন || গ ► “উন্নত শির বীর বাঙালির”- এখানে “উন্নত শির”的 কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কাছে বঙ্গবন্ধু মাথা নত করেননি। তিনি লড়াই সংগ্রাম করেছেন, জেল থেটেছেন, তারপরেও কোনো কিছুর বিনিময়ে নিজের আদর্শকে বিসর্জন দেননি। তাঁর এই দৃঢ় মনোভাব বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে বাঙালিরা বিশ্বে শির উন্নত করে বসবাস করছে।

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলালিরা বিশ্বে শির উন্নত করে বসবাস করছে।

প্রশ্ন ॥ ৪ “মুজিব মানে রক্ত”-এখানে ‘রক্ত’ দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, চিন্তা, চেতনা সমগ্র বাংলালি জাতির জনগণের মধ্যে মিশে গেছে যা মানুষকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে চলতে সহায়তা করে”। কবি এখানে রক্ত বলতে এ অর্থই বুঝিয়েছেন। ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ৫ “আমি মুজিব ভক্ত”-এখানে মুজিব ভক্ত কারা?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীক। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর আদর্শ, চিন্তা, চেতনা বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সেজন্যই বাংলাদেশের সবাই শেখ মুজিবের ভক্ত। আমরা সবাই মুজিব ভক্ত।

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই ও লিখি।

মৃত্তি	-	বন্ধন	চুক্তি	-	বাতিল
শক্তি	-	দুর্বলতা	ভক্তি	-	অভক্তি
সাহস	-	ভয়			

৪. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি লিখি।

- ক. পিতার সাথে
না লেখা।
খ. বীর বাংলালির
চিরকালের।
গ. মুজিব আমার
আমি ভক্ত।



পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. মুজিব মানে কী?

- মৃত্তি সম্প্রি
 পরাধীনতা যুদ্ধ

উত্তর : মৃত্তি।

খ. বাংলালি চিরকাল ভক্তি করবে কাকে?

- মুজিবকে নির্মলেন্দু গুণকে
 হানাদারদের অত্যাচারীদের

উত্তর : মুজিবকে।

গ. মুজিব আমার কী জোগায়?

- খাদ্যপানীয় ভয়
 শক্তি-সাহস শক্তি

উত্তর : শক্তি-সাহস।

উত্তর :

- ক. পিতার সাথে সন্তানের
না লেখা প্রেম চুক্তি।
খ. উন্নত শির বীর বাংলালির
চিরকালের ভক্তি।
গ. মুজিব আমার শক্তি-সাহস
আমি মুজিব ভক্ত।

৫. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

উত্তর : পাঠ্যবই দেখে মুখস্থ করে খাতায় লেখ।

৬. আমাদের প্রিয় মুজিব সম্পর্কে পৌঁছটি বাক্য লিখি।

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নাম
সংক্ষিপ্ত করে মুজিব বলা হয়।
২. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক
ভাষণ দেন।
৩. দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম করেছেন।
৪. তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।
৫. তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলালি।

৭. “মুজিবের নেতৃত্বেই বীর বাংলালির শির উন্নত
হয়”- সংক্ষেপে লিখি।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কাছে বঙ্গবন্ধু মাথা নত
করেননি। তিনি লড়ই সংগ্রাম করেছেন, জেল খেটেছেন,
তারপরেও কোনো কিছুর বিনিময়ে নিজের আদর্শকে বিসর্জন
দেননি। তাঁর এই দৃঢ় মনোভাব বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে
বাংলালিরা বিশ্বে শির উন্নত করে বসবাস করছে।

ঘ. পিতার সাথে সন্তানের না লেখা প্রেম চুক্তি কারো?

- ফজলুল হকের সোহরাওয়ার্দির
 মওলানা তাসামীর শেখ মুজিবের
উত্তর : শেখ মুজিবের।

২. ‘মুজিব মানে মৃত্তি’ কবিতার সারমর্ম লিখি।

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে
সমগ্র বাংলালি জাতিকে সংগঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও
নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে মৃত্যুদেহের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।
সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ আজ মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে বসবাস
করছে। তাইতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র বাংলাদেশের
মানুষের নিকট শুদ্ধেয় ব্যক্তি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলালি। তাঁর আদর্শ, চিন্তা, চেতনা
বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বাংলালির মৃত্তি, শক্তি,
সাহস প্রিয় তিনিই বাংলালির রক্ত; তাই আমরা সবাই মুজিব ভক্ত।

আজকে আমার ছুটি চাই



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- শাহীন যেভাবে চিঠি লিখেছিল
- চিঠি লেখার নিয়ম এবং চিঠি লেখার গুরুত্ব
- চিঠির বিভিন্ন অংশের নাম।
- বিভিন্ন রকমের চিঠির ধরন
- অন্যের কাছে চিঠি পাঠানোর নিয়ম

✓ পাঠসংক্ষেপ

শাহীন শান্ত একটি ছেলে। সে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবা-মায়ের কাজে সাহায্য করে। একদিন বাবা বাড়িতে নেই, ছেট বোন্টারও অসুখ করেছে। সে কারণে মাদরাসায় যেতে পারেনি শাহীন। তাই সে চিঠির আশ্রয় নেয়। সে দুটো চিঠি লিখে। একটা চিঠি তার বন্ধু আবিরের কাছে, অন্যটা তার শিক্ষককে। চিঠি-পত্র যে মানুষের যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শাহীনের চিঠির মাধ্যমে। আর শাহীন চিঠির মাধ্যমেই তার নিজের সমস্যার সমাধান করেছে।

✓ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : অবস্থা, বন্ধু, স্যার, সম্ম্যা, লাইব্রেরি, ভাজ, অসুস্থ, শ্রেণি, ক্রমিক, ব্যাপার, অভ্যাস।

- প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. জেনে নিই।

ক. চিঠি কয়েক রকম হতে পারে। যেমন— ব্যক্তিগত চিঠি, পরিবারিক চিঠি, নিম্নণ্ব পত্র, ব্যবসায়িক চিঠি, দাক্তরিক চিঠি, অনুরোধ পত্র বা আবেদন পত্র ইত্যাদি।

খ. চিঠির মধ্যে সাধারণত কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন—

১. যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম, ঠিকানা ও তারিখ
২. সংশোধন বা সম্ভাষণ
৩. মূল বক্তব্য (ভেতরে যে কথাগুলো থাকে)
৪. বিদ্যমান সম্ভাষণ (পত্রের ইতি টানা)
৫. প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) নাম ও ঠিকানা
৬. প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা

গ. চিঠি চলিত ভাষাতেই লেখা উচিত।

2. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || ক। শাহীন কেন চিঠি লিখেছিল?

উত্তর : শাহীন নিয়মিত মাদরাসায় যায়। কিন্তু আজ তার বাবা বাড়িতে নেই এবং তার ছেট বোন্টার খুব অসুস্থ। তাই

সে মাদরাসায় যেতে পারবে না। এ কারণে শাহীন ছুটির জন্য চিঠি লিখেছিল।

■ প্রশ্ন || খ। শাহীন কাকে কাকে চিঠি লিখেছিল?

উত্তর : শাহীন দু-জনের কাছে চিঠি লিখেছিল। একজন তার কাছের বন্ধু আবির। অন্যজন তার শ্রেণি-শিক্ষক জনাব লতিফ আহমদ খন্দকার।-

■ প্রশ্ন || গ। বন্ধু আবিরকে কেন শাহীন চিঠি লিখেছিল?

উত্তর : শাহীন তার চিঠিটা স্যারের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য এবং ওই দিনের সব পড়া ভালো করে লিখে আনার জন্য বন্ধু আবিরকে চিঠি লিখেছিল। কারণ বন্ধুর কাছ থেকে শাহীন ওই দিনের সব পড়া পরে বুঝে নিবে।

■ প্রশ্ন || ঘ। চিঠি লেখার ফলে শাহীনের কী লাভ হয়েছিল?

উত্তর : চিঠি লেখার ফলে শাহীন তার জরুরি কাজ সমাধান করতে পেরেছিল। অর্ধাং সে একদিনের ছুটি পেয়েছিল।

■ প্রশ্ন || ঙ। চিঠিতে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?

উত্তর : চিঠিতে সাধারণত ৬টি অংশ থাকে। যেমন—

১. যেখান থেকে পত্র লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম, ঠিকানা ও তারিখ।
৩. মূল বক্তব্য।

৪. বিদায় সম্ভাষণ।

৫. পত্রপ্রেরকের স্বাক্ষর।

৬. প্রেরক ও প্রাপকের নাম ও ঠিকানা বা শিরোনাম।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করি।

চিঠির প্রথম অংশ | দ্বিতীয় অংশ |

তৃতীয় অংশ | চতুর্থ অংশ |

পঞ্চম অংশ | ষষ্ঠ অংশ |

উত্তর : চিঠির প্রথম অংশ ঠিকানা ও তারিখ। দ্বিতীয় অংশ

সংযোধন বা সম্ভাষণ। তৃতীয় অংশ মূল বক্তব্য। চতুর্থ অংশ

বিদায় সম্ভাষণ। পঞ্চম অংশ পত্রপ্রেরকের স্বাক্ষর ও ঠিকানা।

ষষ্ঠ অংশ প্রেরক ও প্রাপকের নাম ও ঠিকানা।

৪. পত্র লিখি।

প্রশ্ন || ক। দাদুর কাছে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখি।

উত্তর :

মধুপুর, টাঙ্গাইল

২৬. ০১. ২০২...

শ্রদ্ধেয় দাদু,

আসসালামু আলাইকুম। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা
নেবেন। আশা করি আল্লাহর কৃপায় ভালো আছেন। আমিও
ভালো আছি। আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি।
আপনি লিখেছেন যে, আপনি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি আসবেন।
আসার সময় আপনি আমার জন্য দুটি গজের বই এবং একটি
নতুন ব্যাগ নিয়ে আসবেন। আপনি আসলে আমরা সবাই
মিলে বেড়াতে যাব। আবু আমাদের অনুমতি দিয়েছেন এবং
বলেছেন, তিনি নিজেও যাবেন। আশুর শহীর একটি খালাপ,
তাই গতকাল তাকে হাসপাতালে নিয়েছিলাম। ডাক্তার ওষুধ
দিয়েছেন এবং বলেছেন, দু-একদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে
যাবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসবেন।
আমরা আপনার প্রতীক্ষা করছি।

দাদিকে আমার স্মলাম ও ভালোবাসা জানাবেন।

৫. পত্রপ্রেরকের স্বাক্ষর।

আপনার মেহেরে

আবিদ রায়হান

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
নাম :	নাম :	
ডাকঘর :	ডাকঘর :	
উপজেলা :	উপজেলা :	
জেলা :	জেলা :	
পোস্টকোড :	পোস্টকোড :	

প্রশ্ন || খ। পাশের মাদরাসার সাথে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলা
দেখার জন্য চতুর্থ শ্রেণির পক্ষ থেকে ছুটি দেয়ে প্রধান শিক্ষকের
নিকট একটা আবেদন পত্র লিখি।

উত্তর : তারিখ : ২০.০১.২০২...

বরাবর

অধ্যক্ষ,

'ক' মাদরাসা, ঢাকা।

বিষয় : ফুটবল খেলা দেখার জন্য ছুটির আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার মাদরাসার চতুর্থ শ্রেণির
ছাত্র। আমাদের মাদরাসার সঙ্গে মিসবাহুল উলুম কামিল
মাদরাসার এক আকর্ষণীয় ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। খেলাটি শুরু
হবে আজ সকাল ১০.০০ টায়। খুবই প্রতিষ্ঠিতামূলক এই খেলাটি
আমরা সবাই সেখানে উপস্থিত থেকে উপভোগ করতে চাই।

অতএব আপনার প্রতি আকুল আবেদন, খেলাটি উপভোগের জন্য
আজ ছুটি মঙ্গল করে আমাদের বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ

পত্র লিখল, দেবে, করছে, দেখবে, আসব, পারছি, লিখব,
করলেন, জানতে— এগুলো সবই চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ, যার
দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায়।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. শাহীন নিয়মিত কী করে?

ক। কাজ করে মাদরাসায় যায়

দ। টেলিভিশন দেখে ফুটবল খেলে

উত্তর : মাদরাসায় যায়।

খ. শাহীন কার সাথে খেলাখুলা করে?

ক। ছোট বোন সেলিম

গ। বন্ধু ছোট ভাই

উত্তর : ছোট বোন।

গ. শাহীন কয়টি চিঠি লিখেছিল?

ক। একটি দুটি

দ। তিনটি চারটি

উত্তর : দুটি।

ঘ. 'বন্ধু' শব্দের স্থ-এ কী কী বর্ণ আছে?

ক। ন + ধ ন + দ ধ + ধ ম + ধ

উত্তর : ন + ধ।

ঙ. কে পরদিন সম্ম্যান আগে ফিরতে পারবে না?

ক। শাহীনের মা শাহীনের বাবা

গ। বন্ধু শাহীন

উত্তর : শাহীনের বাবা।

বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠদের অবদান সম্পর্কে
- রাষ্ট্র কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাননা প্রদান ও তাঁদের জীবনী
- বাংলার বীর সেনাদের আত্মাগের কথা ও আত্মাগের মহত্ব উপলব্ধির বিষয়

✓ পাঠসংক্ষেপ

'বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা' রচনাটিতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী কয়েকজন বীরত্তের কথা বলা হয়েছে। বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ে বাঙালিদের। এন্দের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করে যাঁরা লড়াই করেছিলেন তাঁরাই হলেন বীরশ্রেষ্ঠ। মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, মোস্তফা কামাল, হামিদুর রহমান, মোহম্মদ বুরুল আমিন, মতিউর রহমান, মুশী আবদুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ। তাঁদের মতো অনেকের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। তিনজন বীরশ্রেষ্ঠের বীরগাথা এ রচনাটি স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন উৎসর্গ করতে হয়- এ দৃষ্টান্তই স্থাপন করে গেছেন তাঁরা।

✓ বানান সতর্কতা

শঙ্খগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : বীরশ্রেষ্ঠ, অবিসরণীয়, শত্রু, বাঞ্ছার, বিখ্বস্ত, ক্ষিপ্তা, বুদ্ধিজীবী, অক্রমণ, লেফটেন্যান্ট, বিমানঘাটি, মুহূর্ত, আত্মাগ।

প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. শঙ্খগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

বীরশ্রেষ্ঠ, বাঞ্ছার, বীরগাথা, ধূলিসাং, রংগক্ষেত্র, মুক্তিবাহিনী, নিয়ন্ত্রণ, অতিক্রম, বিখ্বস্ত হওয়া, দৃঃসাহসিক, বিস্ফোরণ, মেশিনগান, অকুতোভয়, মরণপণ, আত্মাগ।

উত্তর :

বীরশ্রেষ্ঠ — মুক্তিযুদ্ধে বীরত্তের জন্য যারা সর্বশ্রেষ্ঠ।
বীরশ্রেষ্ঠরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

বাঞ্ছার — যুদ্ধের জন্য তৈরি করা মাটির গর্ত। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা এখানে আশ্রয় নিয়ে তাঁদের এলাকা পাহারা দেন ও যুদ্ধ করেন। শত্রুর বাঞ্ছার লক্ষ্য করে একটা গ্রনেড ছুঁড়ে দিল মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

বীরগাথা — বীরের গল্প। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেন একটি বীরগাথা।

ধূলিসাং — চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া।
মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাং হয়ে গেল বাঞ্ছারটি।

রংগক্ষেত্র — যুদ্ধের স্থান। সারা দেশ রংগক্ষেত্রে পরিণত হলো।

মুক্তিবাহিনী — বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের বাহিনী। মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিলেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

নিয়ন্ত্রণ — নিজের আয়তে আনা। মতিউর রহমান নিজেই বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিলেন।

অতিক্রম — কোনো কিছু পার হওয়া বা ছাড়িয়ে যাওয়া। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করতে হলো তাঁকে।

বিধস্ত হওয়া — ভেঙ্গে যাওয়া। ধর্স হওয়া। বিমানটি থাট্টায় বিধস্ত হলো।

দুঃশাস্তিক — অভ্যন্ত সাহসের কাজ। দুঃশাস্তিক এক যুদ্ধে জীবন দিয়েছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান।

বিষেফারণ — চৰ্ণ-বিচৰ্ণ হয়ে ফেটে পড়া। মাটিতে পেতে রাখা মাইনটি বিষেফারিত হলো।

মেশিনগান — যুদ্ধে ব্যবহৃত বন্দুকের মতো অস্ত্র। শত্রুর মেশিনগানের একটি গুলি এসে লাগল হামিদুরের গায়ে।

অকুতোভয় — ভয় নেই যার। হামিদুর রহমান ছিলেন অকুতোভয় বীর।

মরণপণ — প্রাণপণ। মুক্তিযোদ্ধারা মরণপণ যুদ্ধ করেছিল।

আত্মাত্যাগ — নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা। বীরশ্রেষ্ঠের স্বাধীনতার জন্য আত্মাত্যাগ করেন।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ **প্রশ্ন ॥ ক ॥** বীরশ্রেষ্ঠের কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন?

উত্তর : বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহন্তে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের ওপর বীভৎস ও ভয়ংকর হামলা চালায়। তাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য বীরশ্রেষ্ঠেরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন।

■ **প্রশ্ন ॥ খ ॥** ক্যাটেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন — বর্ণনা করি।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ক্যাটেন পদে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। তাই পরিকল্পনা অনুসারে তাঁরা চারজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানের দুর্গম-পাহড়ি এলাকা অভিক্রম করে ভারতে পৌছলেন। এভাবে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

■ **প্রশ্ন ॥ গ ॥** যুদ্ধবিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে মতিউরের কী ঘটেছিল?

উত্তর : পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মতিউর রহমান পাকিস্তানি বৈমানিক রশিদ মিনহাজের কাছ থেকে নিজেই বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইলেন। এ নিয়ে বিমানের মধ্যে মিনহাজের সঙ্গে মতিউরের ধস্তাধস্তি হয় এবং বিমানটি থাট্টায় বিধস্ত হয়। বিধস্ত এলাকাতেই ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল মতিউরের প্রাণহীন দেহ।

■ **প্রশ্ন ॥ ঘ ॥** বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান যে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তার বর্ণনা দিই।

উত্তর : মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়িটি দখল করার নেতৃত্বে ছিলেন সিপাহী হামিদুর রহমান। তিনি প্লাটুন সৈনিক নিয়ে তিনি রাতের আঁধারে ছিটিয়ে ছেতে

থাকলেন শত্রু শিবিরের দিকে। এ সময় মাটিতে পেতে রাখা একটা মাইন বিস্ফেরিত হলে পাকিস্তানিরা সতর্ক হয়ে যায়। হামিদুরের সাথে ছিল একটা রাইফেল ও দুটো গ্রনেড। প্রথম গ্রনেডটা ছুঁড়ে শত্রুর আক্রমণকে স্তৰ্ক করে দিলেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নিলেন ঐ ঘাঁটি। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রনেডটা ছোড়ার মুহূর্তে শত্রুর মেশিনগানের গুলি এসে লাগল তাঁর শরীরে। শহিদ হলেন এই অকুতোভয় বীর।

■ **প্রশ্ন ॥ ঙ ॥** এক মহান বীরগাথার রচয়িতা তাঁরা— ব্যাখ্যা করি।

উত্তর : পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অভ্যাচার-বিপীড়নের বিরুদ্ধে বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলালির বীর সেনানীরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে দীর্ঘ নয় মাস রক্তস্তরী যুদ্ধ করে তাঁরা এদেশকে স্বাধীন করেন। দেশকে শত্রুবুক্ত করতে গিয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদেরকে শান্তি জানাতে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে। যেমন— বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিজয়, বীরপ্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইত্যাদি। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি পান সাতজন। তাঁরা প্রত্যেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাঁর যাঁর জায়গা থেকে আলাদাভাবে যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছেন। তাঁদের মতো অনেক প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমাদের এ স্বাধীনতা তাঁদেরই দান। তাঁদের আত্মাগোই এক মহান বীরগাথা রচিত হয়েছে।

৩. তারিখবাচক শব্দ শিরি।

লেখাটিতে আছে ‘১৯৫৩ সালের ২ৱা ফেব্রুয়ারি’— এখানে ব্যবহৃত ‘২ৱা’ শব্দটি হলো তারিখবাচক শব্দ। এরকম ১০ পর্যন্ত বলতে ও লিখতে হয় এভাবে:

১লা (পহেলা)

৬ই (ছয়ই)

২রা (দোসরা)

৭ই (সাতই)

৩রা (তৃতীয়া)

৮ই (আটই)

৪ঠা (চৌতী)

৯ই (নয়ই)

৫ই (পাঁচই)

১০ই (দশই)

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দিই।

ক. বাংলাদেশের কোন মেতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন?

১. মওলানা আবদুল হামিদ খান তাসানী

✓ ২. বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩. তোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৪. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে যুদ্ধ করেছিল?

১. মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়েছিলেন

২. ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন

✓ ৩. পাকিস্তানি সেনাদের বাজ্জারে আক্রমণ চালিয়েছিলেন

৪. বিমানেরে আক্রমণ করেছিলেন

গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীরত্বের কথা?

- | | |
|--|---------------------------|
| ১. ৩ জন | ২. ৫ জন |
| ✓ ৩. ৭ জন | ৪. ৯ জন |
| ব. মতিউর রহমানের বিমানটি কোথায় বিহ্বস্ত হয়েছিল? | |
| ১. ভারতের শ্রীনগরে | ✓ ২. পাকিস্তানের থাট্টায় |
| ৩. বাংলাদেশের মেহেরপুরে | ৪. ভারতের প্রিপুরায় |
| গ. কমলগঞ্জ ধানার খন্ডই সীমান্ত ফাঁড়িটি দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে? | |
| ✓ ১. হামিদুর রহমান | ২. মতিউর রহমান |
| ৩. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর | ৪. মোস্তফা কামাল |

৫. বড়দের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানার চেষ্টা করি ও তা শুনে এসে বন্ধুদের কাছে বলি।

উত্তর : সেদিন আমার বন্ধু সেলিম, জীবন, মেহরাব, সুমন ও সৌরভকে বাবার কাছে শোনা মুক্তিযুদ্ধের একটা বীরত্বের ঘটনা বলেছিলাম। বাবার এক বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর ঘটনাটি শোনার পর আমি খুব আবেগ আপৃত হয়েছিলাম। তিনি দিনাঞ্চলে হিলি সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর সমস্যা ছিল তিনি কানে শুনতেন না। তিনি যে দলে ছিলেন সে দলের কমান্ডার বিভিন্ন ইশারার মাধ্যমে তাঁকে কথা বলা শিখিয়েছিলেন। কমান্ডারের প্রশিক্ষণ তিনি খুব ভালোভাবেই শিখেছিলেন। যেদিন তাঁদের শেষ অপারেশন ছিল সেদিনই বাবার বন্ধুটি শহিদ হন। তিনি বীরত্বের সঙ্গেই যুদ্ধ করে শহিদ হন। কমান্ডারের নির্দেশমতোই সীমান্তে হানাদার বাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ করার পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল। একটা খাল ছিল। খালের পানি নোংরা এবং তাতে সাপ, কাঁকড়ার বসবাস ছিল। বাবার বন্ধুর কাজ ছিল খালের ওপারের মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে গুলি পৌছে দেওয়া। কমান্ডারের ইশারা পেয়েই তিনি গুলি নিয়ে ছোটেন। কিন্তু হানাদার বাহিনী টের পেয়ে গুলি ছোড়ে। বাবার বন্ধুর পায়ে গুলি লাগে, তারপরও খাল পার হতে খুব বেশি দেরি হয়নি তাঁর। গুলি পৌছে দিয়ে আসার পথে হানাদার বাহিনীকে

খালের দলেত থালের ওপারে শক্ত অবস্থান ছিল হানাদারদের। খালের মধ্যেই ডুবে থাকতে হয় তাঁকে। কিন্তু গুলি লাগে পায়ের রক্তে খালের পানি লাল হলে হানাদাররা বুঝে ফেলে। খালের পানিতেই হানাদারদের লাগাতার গুলিতে বাবার বন্ধুর ন্যায় হয়। ঘটনাটি বলার সময় আমার বন্ধুদের জোখে পানি দেখতে পাই। ঠিক একইভাবে বাবাকেও তাঁর মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুর জন্য কাঁদতে দেখেছি।

৬. নিচের ছবিটি অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার ভাবনা লিখে জানাই।



উত্তর : উপরের ছবিটি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে তুলে ধরেছে। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্বাধীন দেশের আনন্দময় ক্ষণটি শুরু হয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে ঘিরে। আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবর্বোধ করি। আমি ভাবি, যদি সেই উত্তাল সময়ে জন্ম নিতাম তবে যুদ্ধে যেতাম। দেশের ইতিহাসে আমার স্থান হতো। আমাকে নিয়ে পরিবার যেমন গর্ব করতো, পাশাপাশি তেমনি দেশের মানুষও গর্বোধ করতো। মুক্তিযুদ্ধে আমি কোনো অপারেশনে গেলে তা সার্থকভাবে শেষ করার একটা মনোবল থাকত। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ঘাঁটিকে ধ্বংস করার জন্য আমি ও আমার দলের মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যেতাম। স্বাধীনতার জন্যই আমাদের ত্যাগ, তাই অন্তরে একটা শান্তি ধার্কত সবসময়। স্বাধীন দেশে আমি যদি নাও ফিরে আসতাম তবুও আমার সহযোগ্যারা উপরের ছবির মতোই বিজয়ের আনন্দে উল্লাস করতো। সেটি আমার জন্য সবচেয়ে গর্বের বিষয় হতো।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. সারা বাংলাদেশ তখন ছিল-

- | | |
|---------------|--------------|
| কি) রণক্ষেত্র | কি) টালমাটাল |
| গি) উত্তাল | গি) কম্পান |

উত্তর : কি) রণক্ষেত্র।

খ. কখন অবিসরণীয় সময়?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| কি) ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ | কি) ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ |
| গি) ২৭শে মার্চ, ১৯৭১ | গি) ২৮শে মার্চ, ১৯৭১ |

উত্তর : গি) ২৬শে মার্চ, ১৯৭১।

গ. কার আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল?

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| কি) মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর | গি) মোস্তফা কামাল |
| গি) বজাৰবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান | কি) হামিদুর রহমান |

উত্তর : গি) বজাৰবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ঘ. কারা স্বাধীনতার মুগ্ধণ্পণ যুদ্ধে বৌলিয়ে পড়ে?

- | | |
|------------------|--------------|
| কি) পাকিস্তানিরা | গি) বাঙালিরা |
| গি) নবীনরা | কি) প্ৰীণৱা |

উত্তর : গি) বাঙালিরা।

ঙ. জাতিধর্ম-বৰ্ণ নির্বিশেষে সব পেশার মানুষ যোগ দেয়-

- | | |
|------------------|--------------|
| কি) মুক্তিযুদ্ধে | গি) মিছিলে |
| গি) সংগ্রামে | কি) লড়াইয়ে |

টত্ত্ব: গি) মিছিলে।



মহীয়সী রোকেয়া



প্রাক-অনুশিলন

বস্তুরা, এসো আমরা প্রশ্নমেই এ পাঠের অনুশিলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ ভ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আবও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- বেগম রোকেয়ার পরিচয়
- রোকেয়ার জন্মের সময়ের সমাজের বাস্তবচিত্ত
- বেগম রোকেয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সাহসিকতা
- তৎকালীন মুসলিম সমাজের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা।

- তৎকালীন সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্য
- সমাজে প্রচলিত 'অবরোধ প্রথা'
- নারীমুক্তি আন্দেশে নেন্দৰ রোকেয়ার অপরিসীম অবদান

✓ পাঠসংক্ষেপ

বৃহস্পুরের পায়রাবন্দ গ্রামে বেগম রোকেয়ার জন্ম। তাঁর দুই বোন ও দুই ভাই। বাবা ছিলেন জমিদার। রোকেয়ার বাল্য জীবন কাটে করের চার দেয়ালের মাঝে। কারণ তখন এটাই ছিল মুসলিম সমাজের প্রথা। বেগম রোকেয়াকে স্কুলে যেতে দেওয়া হতো না। কিন্তু বাড়িতেই তিনি কুরআন পড়া ও উর্দু ভাষা শিখলেন। বড় বোন করিমুন্নেসার কাছে তিনি বাংলা শিখলেন। বড় ভাই সাবেরের কাছে প্রভীর রাত পর্যন্ত লুকিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়া শিখেছেন রোকেয়া। বিয়ের দশ বছর পর রোকেয়ার স্বামী মারা যান। এরপর তিনি কলকাতায় স্বামীর নামে একটি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বুবাতে পারেন, শিক্ষার অভাবেই মুসলমান মেয়েরা পিছিয়ে আছে। তিনিই প্রথম মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন। তিনি ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদৃত।

✓ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : মহীয়সী, সিডি, আত্মীয়, বন্দি, স্বাধীনতা, গড়ি, তৃক্ষার্ত, জ্ঞানার্জন, অগ্রদৃত, চিরস্মরণীয়, মৃত্যুবরণ।

■ প্রিয় বস্তুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশিলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশিলন করব।

অনুশিলন

অনুশিলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. শব্দগুলো পাঠ থেকে শুনে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

জমিদার, বন্দি, চিলেকোঠা, রেহ, স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা, লেখালেখি, উন্নতি, সমাজ, অধিকার, লড়াই, নারী জাগরণ, অগ্রদৃত, অহীয়সী, চিরস্মরণীয়।

উত্তর :

জমিদার — ধনী বাস্তি, যিনি বহু জমি ও বিষয় সম্পত্তির মলিক। রোকেয়ার বাবা ছিলেন একজন জমিদার।

বন্দি — আটক। চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি ছিলেন রোকেয়া।

চিলেকোঠা — বাড়ির ছাদে লাগোয়া ঘর। সিডিঘর। তাঁকে মাঝেমধ্যে চিলেকোঠায় লুকিয়ে থাকতে হতো।

রেহ — ভালোবাসা, প্রেম। রোকেয়ার বড় বোন তাঁকে খুব মেহ করতেন।

স্বাধীনতা — মুক্ত, নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারা। রোকেয়ার সময় মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল না।

প্রতিষ্ঠা

— তৈরি : রোকেয়া কলকাতায় স্বামীর নামে মেয়েদের একটা প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন।

লেখালেখি

— লেখা, রচনা। মনের কথা প্রকাশ করার জন্য রোকেয়া লেখালেখি শুরু করলেন।

উন্নতি

— কিছুটা খারাপ অবস্থা থেকে ভালো অবস্থায় যাওয়া। মেয়েদের পিছিয়ে রেখে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।

সমাজ

— আমাদের চারপাশের পরিবেশ, মানুষ। সমাজে নারীর ভূমিকা অনেক।

অধিকার

— দাবি, পাওনা জিনিসের ওপর দখল নেওয়া। রোকেয়াই প্রথম মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন।

লড়াই

— যুদ্ধ, সংগ্রাম। রোকেয়া তাঁর লড়াইয়ে সফল হয়েছিলেন।

নারী জাগরণ — অধিকার সম্পর্কে মেয়েদের সচেতনতা। নারী জাগরণের অগ্রদৃত ছিলেন বেগম রোকেয়া।

- অগ্রদূত — যিনি পথ দেখান, সবার আগে আগিয়ে আসে।
 নারী জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন বেগম রোকেয়া।
- মহীয়সী — অহন যে নারী। বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন মহীয়সী নারী।
- চিরস্মরণীয় — সব সময় মানুষ যাকে স্মরণ করে, মনে রাখে। সৎ কাজের মধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকা যায়।

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

অগ্রদূত, অধিকার, প্রতিষ্ঠা, অদম্য, অবরোধ।

উভর :

- অগ্রদূত — বেগম রোকেয়াকে বলা হয় নারী জাগরণের অগ্রদূত।
 অধিকার — ছেলেমেয়ে সবার সমান অধিকার থাকা উচিত।
 প্রতিষ্ঠা — বেগম রোকেয়াই প্রথম মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন।
 অদম্য — অদম্য আগ্রহ থাকলে সাফল্য নিশ্চিত।
 অবরোধ — নারীদের ঘরের মধ্যে অবরোধ করে রাখা উচিত নয়।

৩. এককথায় প্রকাশ করি।

এই লেখায় “রোকেয়ার পড়ালেখা করার কী অদম্য আগ্রহ!”— এরকম একটা বাক্য রয়েছে। এই বাক্যে ব্যবহৃত ‘অদম্য’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘যে কোনো কিছুতে দমে না।’ শব্দটি অনেকগুলো শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এরকম আরও কিছু শব্দ লিখি।

- অনেকের মধ্যে — অন্যতম।
 জানার ইচ্ছা — জিজ্ঞাসা।
 আকাশে যে চৰে — খেচের।
 বিদ্যা আছে যার — বিদ্বান।
 ভাতের অভাব যার — হাতাতে।
 মহান যে নারী — মহীয়সী।

৪. মুক্তবর্ণগুলো দেখি ও মুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

জ্ঞান **জ** **জ** **ও** জ্ঞান, বিজ্ঞান, অজ্ঞান।

উন্নতি **ন** **ন** **ন** অন্ন, ভিন্ন, নবান্ন।

৫. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক বাক্যাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে	মোলো বছর বয়সে।
অবরোধ মানে ব্যক্তির নির্দিষ্ট	মতিচূর, অবরোধবাসিনী ও পদ্মরাগ।
রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে	রোকেয়ার জন্ম।
রোকেয়ার বিয়ে হলো	নারী জাগরণের অগ্রদূত।
তাঁর লেখা বইগুলো হলো—	শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন।
মহীয়সী রোকেয়া	গভীর মধ্যে আটকে থাকা।

উত্তর :

- রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে রোকেয়ার জন্ম।
 অবরোধ মানে ব্যক্তির নির্দিষ্ট গভীর মধ্যে আটকে থাকা।
 রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন।
 রোকেয়ার বিয়ে হলো মোলো বছর বয়সে।
 তাঁর লেখা বইগুলো হলো— মতিচূর, অবরোধবাসিনী ও পদ্মরাগ।
 মহীয়সী রোকেয়া নারী জাগরণের অগ্রদূত।

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন ॥ ক ॥ বেগম রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : বেগম রোকেয়া রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

■ প্রশ্ন ॥ খ ॥ বাড়িতে লোক এলে রোকেয়া কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকতেন?

উত্তর : বাড়িতে লোক এলে রোকেয়া কখনো চিলেকোঠায়, কখনো সিঁড়ির নিচে, কখনো দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকতেন।

■ প্রশ্ন ॥ গ ॥ লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে কে কে সাহায্য করতেন?

উত্তর : লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে তাঁর বড় বোন করিমুল্লেসা ও বড় ভাই ইন্দুহিম সাবের সাহায্য করতেন।

■ প্রশ্ন ॥ ঘ ॥ রোকেয়া কখন পড়াশোনা করতেন? কীভাবে করতেন?

উত্তর : রোকেয়া গভীর রাতে পড়াশোনা করতেন। মা, বাবা ঘুমিয়ে গেলে গভীর রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে বড় ভাইয়ের কাছে তিনি পড়াশোনা করতেন।

■ প্রশ্ন ॥ ঙ ॥ সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর : বেগম রোকেয়ার সময়ে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সেকালে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল না, ছিল না লেখাপড়া করার সুযোগ। যা কিছু করার অধিকার সবই ছিল ছেলেদের জন্য। বাড়ির বাইরে-বেরে হওয়া তো দূরের কথা, বাড়িতে বেড়াতে আসা অতিথির সাথেও দেখা বা কথা বলতে পারত না মেয়েরা। কুরআন শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষা দেওয়া হতো না। অর্থ বয়সেই বিয়ে দিয়ে সংসারী বানানো হতো মেয়েদের।

■ প্রশ্ন ॥ চ ॥ রোকেয়াকে কেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?

উত্তর : সেকালে মেয়েদের ঘরে বন্দি করে রাখা হতো। পড়ালেখার সুযোগও ছিল না। বেগম রোকেয়াই প্রথম তথাকথিত সমাজব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে নিজে পড়াশোনা করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হন। তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং লেখালেখির মাধ্যমে নারীমুক্তি আন্দোলন করেন। এ কারণেই তাঁকে নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়।

■ প্রশ্ন ॥ ছ ॥ নারীশিক্ষা কেন প্রয়োজন- বুবিয়ে বলি।

উত্তর : দেশ, জাতি ও সমাজের উন্নতির জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজুন। দেশ গড়ার কাজে শুধু পুরুষই নয়, নারীও প্রয়োজন রয়েছে। বেগম রোকেয়া

কলেছেন, একটা গাড়ি চলতে হলে দুটি চাকাকেই পথ নির্দেশ দিতে পারে। একটি ছেট আরেকটি বড় হলে সেই গাড়ি চলবে না। তেমনি ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা যদি পিছিয়ে থাকে তবে সেই সমাজের কোনোদিন উন্নতি হতে পারে না। এছাড়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান ও লালন-পালনের জন্য মাকেও ব্যবহৰ শিক্ষিত হওয়া জরুরি। আর এ সবকিছুর জন্যই নারীশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

৭. স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া কী কী কাজ করতে শুরু করলেন তা সংক্ষেপে লিখি।

উত্তর : স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া নারীমুক্তির লক্ষ্যে নিয়মিতি কাজগুলো করতে শুরু করলেন—

১. কলকাতায় স্বামীর নামে মেয়েদের প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা।

২. নারীর অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন রচনা প্রকাশ।

৩. 'মতিচুর', 'অবরোধবাসিনী', 'পদ্মরাগ' গ্রন্থ প্রকাশ।

৪. মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই।

৮. রোকেয়ার জীবনী থেকে আমি কী শিখলাম তা সংক্ষেপে লিখি।

উত্তর : বেগম রোকেয়ার কঠোর অধ্যবসায় ও আদর্শ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি মনে করি, এই অধ্যবসায় ও আদর্শ আমার জীবনের উজ্জ্বল দিশারি হবে। এই আদর্শকে ধারণ করে সমাজের অস্থায়ী দূর করতে পারব। নারীর অধিকার আদায়ে সংগ্রামী হব। সর্বোপরি রোকেয়ার জীবনী থেকে আমি কঠোর পরিশ্রমী হতে শিখেছি।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. মুসলমান মেয়েদের তখন স্কুলে যেতে দিতেন না—

- | | |
|--------------|---------------|
| কি শিক্ষকেরা | গু সরকার |
| গু অভিভাবকরা | গু সাংবাদিকরা |

উত্তর : **গু** অভিভাবকরা।

খ. দমবার পাত্রী নন কে?

- | | |
|----------------|----------------|
| কি করিমুন্নেসা | গু রহিমুন্নেসা |
| গু সখিনা | গু রোকেয়া |

উত্তর : **গু** রোকেয়া।

গ. রোকেয়া কুরআন পড়া শিখেছিলেন কোথায়?

- | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|
| কি বাড়িতে | গু মাদরাসায় | গু মসজিদে | গু বিদ্যালয়ে |
|------------|--------------|-----------|---------------|

উত্তর : **কি** বাড়িতে।

ঘ. করিমুন্নেসা কার কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন?

- | | |
|---------|-------------------|
| কি মামা | গু ইব্রাহিম সাবের |
| গু মা | গু বাবা |

উত্তর : **গু** ইব্রাহিম সাবের।

ঙ. রোকেয়া কীভাবে পড়া শিখেছেন?

- | | |
|--------------------|-------------|
| কি লুকিয়ে লুকিয়ে | গু কষ্ট করে |
| গু ভয়ে ভয়ে | গু নীরবে |

উত্তর : **কি** লুকিয়ে লুকিয়ে।

নেম্নতন্ত্র

অনুদাশঙ্কর রায় (১৯০৫-২০০২)



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসে আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

এ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- মানুরে ভোজনশীলি ও ভজন গান সম্পর্কে
- নিম্নতন্ত্রে যাওয়ার জন্য মানুষের আচ্ছাদনের কথা

- বিভিন্ন ধরনের খাবারের কথা
- ভোজন রসিকতার আনন্দ উপভোগ সম্পর্কে।

ক কবি পরিচিতি



নাম : অনুদাশঙ্কর রায়

জন্ম : ১৯০৫ সালের ১৫ই মার্চ। ভারতের উত্তর প্রদেশের চেকনাল জেলা।

শিক্ষাজীবন : পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম প্রেমিতে প্রথম স্থান লাভ।

কর্মজীবন : ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে ১৯২৬ সালে পশ্চিমগঙ্গের জন্য বিলাত যান।

সাহিত্যকর্ম

: তিনি একজন বিখ্যাত ছড়াকার। প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'পথে প্রবাসে', 'বিনুর বই', 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'রাঙা ধানের বৈ' প্রভৃতি।

মৃত্যু

: ২০০২ সালের ২৮শে অক্টোবর, কলকাতা।

✓ পাঠসংক্ষেপ

অনন্দাশঙ্কর রায় তাঁর 'নেমন্টন' কবিতায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একটি লোকের সংকীর্ণ ও আত্মাবনার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ভজন গান শোনার জন্য এক লোক চাংড়িপোতা নামক জায়গায় যাচ্ছে। পথে দেখা এক বন্ধুর সাথে। বন্ধুর পন্থের জবাবে একের পর এক উত্তর দিচ্ছে সে। দেখা গেল, বন্ধুর বেশিরভাগ পশ্চাই খাবার সম্পর্কিত। নানা পদের খাবারের কথা শুনে লোভী হয়ে উঠে বন্ধুর মন। বন্ধু তার সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু বন্ধু গেলে লোকটির খাবার যদি কম হয়- এই ভয়ে বন্ধুকে নিতে চায় না সে। মূলত কবি লোকটির কাছে বন্ধুত্বের চেয়ে খাবারকে বড় করে দেখার মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

✓ বানান সর্তর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : অনন্দাশঙ্কর, চাংড়িপোতা, নেমন্টন, ভজন, ভোজন, ক্ষীর, প্রসাদ, রাবড়ি, পায়েস।

■ প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলগাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অভিযন্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

1. জেনে নিই।

এই ছড়াটিতে আসলে একটা হাসির গল্প বলা হয়েছে। একজন লোক ভজন গান শুনতে চাংড়িপোতা নামে একটা জায়গায় যাচ্ছে। পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধু একটার পর একটা প্রশ্ন করছে, আর সে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বোঝা গেল- ভজন গান শোনার চেয়ে তার অনেক বেশি লোভ ভোজনে, অর্থাৎ ভালো ভালো খাবার খাওয়ায়। তার বন্ধু সঙ্গে যেতে চাইলেও সে তাকে নেয় না। কারণ, বন্ধু সঙ্গে গেলে তার খাওয়া যদি কম হয়- এই ভয়।

2. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

ভজন, প্রসাদ, ভোজন, সাধ, সরপুরিয়া, আয়েস, রাবড়ি, ক্ষীর, কদলী, ফলার, ফজলি আম, সবরি কলা।

উত্তর :

- ভজন — দেব-দেবীর আরাধনা।— মধ্যযুগে ভজন গানের বেশ প্রচলন ছিল।
- প্রসাদ — দেবতাকে নিবেদিত খাদ্যসামগ্ৰী।— পূজার সময় প্রসাদ দেওয়া হয়।
- ভোজন — আহার, খাওয়া।— অৱ ভোজনে আয়ু বাড়ে।
- সাধ — ইচ্ছা।— পোলাও খেতে সবাই সাধ লাগে।
- সরপুরিয়া — দুধের সর দিয়ে তৈরি এক রকম মিষ্টি।— সরপুরিয়া খেতে বেশ সুস্বাদু।
- আয়েস — আরাম।— বৃক্ষর শীতের সময় লেপ-কাঁথা পায়ে দিয়ে বেশ আয়েস করে ঘুমান।
- রাবড়ি — খুবই মিষ্টি এক ধরনের খাবার।— লোকটি রাবড়ি খেতে খুব পছন্দ করে।

ক্ষীর

— দুধ দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন।— ক্ষীর অনেকেরই খুব প্রিয় খাবার।

কদলী

— কলা।— কদলী খাওয়া সাম্প্রত্যের পক্ষে খুবই উপকারী। ফলার

— কলা ও অন্যান্য ফলমূল দিয়ে তৈরি করা খাবার।— হিন্দুদের পূজার শেষে ফলার প্রসাদ দেওয়া হয়।

ফজলি আম — খুবই সুগন্ধি ও মিষ্টি সাদের আম।— ফজলি আম আমাদের দেশের খুব পরিচিত একটি আম।

সবরি কলা — এক রকম কলার নাম।— সবরি কলা খেতে খুবই মজাদার।

3. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || কি ▶ লোকটি কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে?

উত্তর : লোকটি চাংড়িপোতা যাচ্ছে। সে নেমন্টন পেয়ে ভালো ভালো খাবার খাওয়ার জন্য চাংড়িপোতা যাচ্ছে।

■ প্রশ্ন || খি ▶ এ কবিতায় কী কী খাবারের নাম উল্লেখ আছে?

উত্তর : 'নেমন্টন' কবিতায় নানা ধরনের খাবারের নাম উল্লেখ আছে। যেমন- ছানার পোলাও, সরপুরিয়া, রাবড়ি পায়েস, ক্ষীর, কদলী, সবরি কলা, ফলার, ফজলি আম ইত্যাদি।

■ প্রশ্ন || গি ▶ কোন খাবার সে আয়েস করে খেতে চায়?

উত্তর : রাবড়ি পায়েস সে আয়েস করে খেতে চায়।

■ প্রশ্ন || ঘি ▶ লোকটি কোন কোন ফল খেতে চায়?

উত্তর : লোকটি কদলী, সবরি কলা, ফজলি আম খেতে চায়।

■ প্রশ্ন || ঙি ▶ সে কোন আম খেতে চাইছে?

উত্তর : সে ফজলি আম খেতে চাইছে।

■ প্রশ্ন || চি ▶ ভজন আর ভোজনের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : ভজন আর ভোজনের মধ্যে পার্থক্য হলো- ভজন মানে দেব-দেবীর গান শোনা এবং ভোজনে গান। আর ভোজন মানে খা।



৪. লোকটি কী কী খাবার থেতে চাইছে তার তালিকা বানাই।

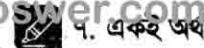
উত্তর : লোকটি ছানার পোলাও, সরপুরিয়া, রাবড়ি পায়েস, ক্ষীর, কদম্বী, সবরি কলা, ফজলি আম থেতে চাইছে।

৫. নেমন্টন্স সম্পর্কে নিজের কোনো মজার ঘটনা বলি।

উত্তর : নেমন্টন্স সম্পর্কে আমার মজার ঘটনা : 'নেমন্টন্স' নিয়ে আমার অনেক মজার ঘটনা আছে। তার মধ্যে একটা বলছি। আমার বন্ধু সাজিদের বড় বোনের বিয়ের 'নেমন্টন্স' থেতে বন্ধুরা মিলে মাইক্রোবাস নিয়ে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের অজ পাড়গাঁয়ে গিয়েছিলাম। আমরা যখন নারায়ণগঞ্জ পৌছলাম বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা, তখনই শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা যে একটা গোলকধূমৰ মধ্যে পড়ে যাচ্ছি তা জান ছিল না কারও। সাজিদের গ্রামে সেদিন আরও একটি বিয়ে হচ্ছিল এবং সেই বাড়িতেও সাজিদ নামের একজন ছিল। আমরা পাড়াপড়শিকে সাজিদের বাড়ির কথা বললে তারা অন্য যে সাজিদ আছে তাদের বাড়ি দেখিয়ে দেয়। আমরা ওখানে গেলে সাজিদের বন্ধু হিসেবে তারা আপ্যায়ন করে। সাজিদের ফোনটা বন্ধ পাছিলাম। সে কোনো কাজে বাড়ির বাইরে ছিল। সাজিদ বাড়ি ফিরে যখন ফোন করল তখন ভুল করে আসা বাড়িতে আমরা দুপুরের খাবার থেতে বসেছি। সব জানার পর আমাদের চোখ তো ছানাবড়। তারপর সাজিদ এল। ওকে দেখে হাসতে লাগলাম আমরা। তারপর ঐ বাড়ির স্বার কাছে বলা হলো আসল ঘটনা। তারাও সব শুনে আমাদের হসিমুখে বিদায় দিলেন। ঘটনাটা আমার আজীবন মনে থাকবে।

৬. আমার প্রিয় খাবারের নাম লিখি এবং কেন প্রিয় তা লিখি।

উত্তর : আমার প্রিয় খাবার দুধের পায়েস। মিষ্টি জাতীয় খাবার আমার খুবই প্রিয়। পায়েস দুধ ও চিনি দিয়ে তৈরি হয় বলে আমার প্রিয় খাবার।



৭. একই অর্থ হয় এমন শব্দগুলো জেনে নিই।

নেমন্টন্স — নিমন্ত্রণ, দাওয়াত।

সাধ — ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা।

বিয়ে — বিবাহ, পরিগণ, সাদি।

৮. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক.	লোকটি আয়েশ করে থেতে চায়	প্রসাদ ভোজন
খ.	লোকটি চাংড়িপোতা যাচ্ছে	সবরি কলার
গ.	শুধু ভজন নয়, সাথে আছে	রাবড়ি পায়েস
ঘ.	লোকটি থেতে চায়	ভজন শুনতে
ঙ.	বাঃ কী ফলার	ছানার পোলাও

উত্তর :

ক. লোকটি আয়েশ করে থেতে চায় রাবড়ি পায়েস।

খ. লোকটি চাংড়িপোতা যাচ্ছে ভজন শুনতে।

গ. শুধু ভজন নয়, সাথে আছে প্রসাদ ভোজন।

ঘ. লোকটি থেতে চায় ছানার পোলাও।

ঙ. বাঃ কী ফলার সবরি কলার।

৯. ছড়াটি আবৃত্তি করি।

উত্তর : পাঠ্যপুস্তক দের্ঘে নিজে চেষ্টা কর। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহযোগিতা নাও।

১০. ছড়াটি পড়ি ও ঠিকমতো বিরামচিহ্ন বসিয়ে লিখি।

উত্তর : পাঠ্যবই থেকে পড় ও বিরামচিহ্নসহ ছড়াটি খাতায় লেখ।

পরিকাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. লোকটি কীসের জন্য চাংড়িপোতা যাচ্ছে?

- | | |
|--------------|---------------------|
| কু ভজন শুনতে | ৩০ বিয়ের অনুষ্ঠানে |
| গু জন্মদিনে | ৩১ অনুপ্রাশনে |

উত্তর : কু ভজন শুনতে।

খ. 'কদম্বী' শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|---------|-----------|
| কু আম | ৩১ কলা |
| গু লিচু | ৩২ কাঁঠাল |

উত্তর : ৩১ কলা।

গ. লোকটি কী থেতে চায়?

- | | |
|----------------|----------|
| কু মণ্ডমিঠাই | ৩৩ হালিম |
| গু ছানার পোলাও | ৩৪ চটপটি |

উত্তর : গু ছানার পোলাও।

ঘ. লোকটির আর কী খাওয়ার ইচ্ছা?

- | | |
|-----------|--------------|
| কু ছানা | ৩৫ পোলাও |
| গু প্রসাদ | ৩৬ সরপুরিয়া |

উত্তর : ৩৬ সরপুরিয়া।

২. 'নেমন্টন্স' কবিতার সারমর্ম লিখি।

উত্তর : অনন্দশঙ্কর রায় তাঁর 'নেমন্টন্স' কবিতায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একটি লোকের সংকীর্ণ ও আত্মাবনার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ভজন গান শোনার জন্য এক লোক চাংড়িপোতা নামক জায়গায় যাচ্ছে। পথে দেখা এক বন্ধুর সাথে। বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে একের পর এক উত্তর দিচ্ছে সে। দেখা গেল, বন্ধুর বেশিরভাগ প্রশ্নই খাবার সম্পর্কিত। নানা পদের খাবারের কথা শুনে লোভী হয়ে ওঠে বন্ধুর মন। বন্ধু তাঁর সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু বন্ধু গেলে লোকটির খাবার যদি কম হয়- এই ভয়ে বন্ধুকে নিতে চায় না সে। মূলত কবি লোকটির কাছে বন্ধুত্বের ফুটিয়ে তুলেছেন।

মোবাইল ফোন



প্রাক-অনুশীলন



বস্তুরা, এসে আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক পুরুষসূর্য তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- মোবাইল ফোন আবিষ্কারের ইতিহাস
- আধুনিক যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম মোবাইল ফোনে কীভাবে যোগাযোগ করা হয় সে সম্পর্কে
- মোবাইল ফোনের নাম ধরনের সুবিধার পাশাপাশি অসুবিধার কথা
- ই-মেইল ও ইন্টারনেটের সুবিধা সম্পর্কে।

✓ পাঠসংক্ষেপ

আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনের নাম দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে আলোচ্য রচনাটিতে। এখনকার সময়ে কমবেশি সবাই নাম প্রয়োজনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকে। এই মোবাইল ফোন কেউ একজন আবিষ্কার করেননি। বিভীষণ বিশ্ববৃক্ষের সময় থেকেই এটার উত্তাবন কাজ শুরু করা হয়। মোবাইল ফোনের নয়না উত্তাবনের ফলেই তারিখীয়ন তরঙ্গের মাধ্যমে একটি মোবাইল ফোনের সঙ্গে অপ্র একটি মোবাইল ফোনের যোগাযোগ হয়। অনেক জায়গায় বসানো নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে সমন্বয় করে মোবাইল ফোনের পুরো ব্যাপারটির কাজ চলে। মোবাইল ফোনের অনেক সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। কেননা মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারে ঘাসের ক্ষতিও হতে পারে।

✓ বালন সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বালন জনে নিহি : আবিষ্কার, বিশ্ববৃক্ষ, উত্তাবন, বৃপ্তান্তরিত, নির্দিষ্ট, প্রাপ্ত, নিয়ন্ত্রণকক্ষ, মাস্তুল, নেটওয়ার্ক, অ্যানটেনা, মুহূর্ত, সমন্বয়, কার্যক্রম।

- প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলগাঠের অনুশীলনের প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



১. শব্দগুলো পাঠ থেকে ঝুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

তরঙ্গ, উত্তাবন, গবেষক, অদৃশ্য, অ্যানটেনা, বৃপ্তান্তরিত, এসএমএস, সমন্বয়।

উত্তর :

তরঙ্গ — কোনোকিছুর ঢেউ।

উত্তাবন — আবিষ্কার, আগে ছিল না এমন কিছু তৈরি করা।

গবেষক — যিনি গবেষণা করেন।

অদৃশ্য — যা চোখে দেখা যায় না, অগোচর।

অ্যানটেনা — কোনো বেতার যন্ত্রের সাথে লাগানো ভার বা অংশ, যা দিয়ে যন্ত্রটি তরঙ্গ ধরতে পারে।

বৃপ্তান্তরিত — এক রকম থেকে অন্য রকম করে হে়ে

এসএমএস — (Short Message Service) খুদেবার্তা।

সমন্বয় — স্মার্জস্য, মিলন।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গবেষক	অ্যানটেনা	উত্তাবন	তরঙ্গ	সমন্বয়
এসএমএস	বৃপ্তান্তরিত			

ক. মানুষ নিজের কাজের জন্য অনেক কিছু করেছে।

খ. নদীর চোখে দেখা যায়, কিন্তু বেতার তরঙ্গ দেখা যায় না।

গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন।

৷. রেডিও এবং মোবাইল ফোনের থাকে।

৪. পানি ফুটলে বাল্কে হয়।

৫. বাড়ি পৌছে আমাকে পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

৬. তোমাদের সবাইকে মোবাইল ফোনে কাজের
করতে হবে।

উত্তর :

ক. মানুষ নিজের কাজের জন্য অনেক কিছু উচ্চাবন করেছে।

খ. নদীর তরঙ্গ চাখে দেখা যায়, কিন্তু বেতার তরঙ্গ দেখা
যায় না।

গ. গবেষক সব সময় নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন।

ঘ. রেডিও এবং মোবাইল ফোনের অ্যান্টেনা থাকে।

ঙ. পানি ফুটলে বাল্কে রূপান্তরিত হয়।

চ. বাড়ি পৌছে আমাকে এসএমএস পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

ছ. তোমাদের সবাইকে মোবাইল ফোনে কাজের সমন্বয়
করতে হবে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্নঃ ১. মোবাইল ফোন আজকের দিনে কী কী কাজে লাগে?

উত্তর : মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আজকাল আমরা অনেক
কাজ করতে পারি। একে অপরের সাথে কথা বলতে, গান
শুনতে, ভিডিও চিত্র ধারণ করতে, ফটো তুলতে, টিভি
দেখতে ও কম্পিউটারের অনেক কাজ করতে আমরা মোবাইল
ফোন ব্যবহার করি।

■ প্রশ্নঃ ২. মোবাইল ফোন উচ্চাবনের জন্য কারা কারা
কাজ করেছেন?

উত্তর : মোবাইল ফোন উচ্চাবনের জন্য যারা যারা কাজ করেছেন
তারা হলেন— আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, টমাস অগাস্টাস
ওয়াটসন এবং মার্টিন কুপার।

■ প্রশ্নঃ ৩. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কীভাবে অন্য জনের
সাথে কথা হয়?

উত্তর : কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলার জন্য মোবাইল সেটে
তার নম্বর চেপে কল দিয়ে কথা বলা যায়। এসময় মোবাইল
সেটে থাকা অ্যান্টেনা তরঙ্গের মাধ্যমে যে টাওয়ারের সাথে যুক্ত
থাকে সেই টাওয়ার মুহূর্তের মধ্যে তার কাঞ্চিত নম্বরটিতে
পৌছে দেয় এবং হালো বলার সাথে সাথে বিনোদ গতিতে তা
তরঙ্গে পরিণত হয়। আর গ্রাহকের ফোন সেট প্রাপ্ত বেতার
তরঙ্গকে কথায় বা আওয়াজে রূপান্তরিত করে। এভাবে
মোবাইল সেট থেকে অন্য জনের সাথে কথা হয়।

■ প্রশ্নঃ ৪. মোবাইলে কথা বলার জন্য সব জায়গায় কী
বসাতে হয়?

উত্তর : মোবাইলে কথা বলার জন্য সব জায়গায় বেতার টাওয়ার
বসাতে হয়। এ বেতার টাওয়ারগুলো একটি অগ্রগতি সাথে

যোগাযোগের অনুশৃঙ্খ নেটওয়ার্ক তৈরি করে। প্রতি সেটে রয়েছে
একটি 'অ্যান্টেনা' যা টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখে।

■ প্রশ্নঃ ৫. এসএমএস কী এবং কখন কাজে লাগে?

উত্তর : এসএমএস : এসএমএস হলো খুদেবার্তা। খুব কম শব্দে
কিছু লিখে কাউকে কেন্দ্রে খবর পাঠানোকে এসএমএস বলে।

যখন কাজে লাগে : নেটওয়ার্কের জন্য কথা ভালো শোনা না
গেলে বা কথা বলতে না চাইলে তখন এসএমএস (SMS)
পাঠানো যায়। কথা বলার বিকল হিসেবে মোবাইল ফোনে টাইপ
করে একই বার্তা অনেককে এসএমএস করে পাঠানো যায়।

৪. মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পর্কে লিখি।

উত্তর : সব মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই কথা বলা এবং শোনা
যায়। তবে এমন মোবাইল ফোনও আছে যাতে ইন্টারনেট
সংযোগ থাকে, ছবি তোলা যায়, সিনেমা দেখা যায়। এসব
মোবাইলের মাধ্যমে বই পড়া যায়, গান শোনা যায়, এসএমএস
পাঠানো যায়। এমনকি টাকাও পাঠানো যায়। এছাড়া বাসায়
বসে মোবাইলে ছবি তুলে সেই ছবি পৃষ্ঠীর যেকোনো প্রান্তে
পাঠানো যায়।

৫. ডান দিকের সঙ্গে বাম দিকের শব্দ সাজাই।

উত্তর :

পরিবর্তন	সংযোগ	পরিবর্তন — উন্নয়ন
বিচিত্র	পর্যায়	বিচিত্র — ধরনের
গ্রাহাম	টাওয়ার	গ্রাহাম — বেল
ইন্টারনেট	মধ্যে	ইন্টারনেট — সংযোগ
সীমিত	ধরনের	সীমিত — পর্যায়
বেতার	বেল	বেতার — তরঙ্গ
শক্তিশালী	তরঙ্গ	শক্তিশালী — টাওয়ার
মুহূর্তের	উন্নয়ন	মুহূর্তের — মধ্যে

**৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ
বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।**

বেশি	কম	শুরু	শেষ	শক্তিশালী	দুর্বল
কাছে	দূরে	ভালো	মন্দ		

ক. সময় অল্প তাই বেশি যাওয়া উচিত নয়।

খ. মোবাইল ফোনের টাওয়ারগুলো খুব।

গ. যত..... লেখাপড়া করবে জীবনে তত ভালো ফল করবে।

ঘ. 'সবাই তোমার প্রশংসা করবে যদি তুমি.....কাজ কর।

ঙ. কল্পনা..... করে তারপর খেলতে যাব।

উত্তর :

- ক. সময় অল্প তাই বেশি দূরে যাওয়া উচিত নয়।
 খ. মোবাইল ফোনের টাওয়ারগুলো খুব শক্তিশালী।
 গ. যত বেশি লেখাপড়া করবে জীবনে তত ভালো ফল করবে।
 ঘ. সবাই তোমার প্রশংসন করবে যদি তুমি ভালো কাজ কর।
 ঙ. কাজ শেষ করে তারপর খেলতে যাব।

৭. সংখ্যাবাচক শব্দ লিখি।

এই লেখায় ‘প্রথম’, ‘দ্বিতীয়’ এরকম শব্দ রয়েছে। এগুলো হলো সংখ্যাবাচক বা ক্রমবাচক বিশেষণ। এভাবে আরও কয়েকটি শব্দ শিখি।

উত্তর :

সংখ্যাবাচক বিশেষণ	ক্রমবাচক বিশেষণ
এক	প্রথম
দুই	দ্বিতীয়
তিনি	তৃতীয়
চার	চতুর্থ
পাঁচ	পঞ্চম

৮. আমার পরিবার মোবাইল ফোনের সাহায্যে কী কী সুবিধা পাই তা লিখি।

উত্তর : আমার পরিবার মোবাইল ফোনের সাহায্যে যেসব সুবিধা পাই সেগুলো হলো-

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. কখন থেকে মোবাইল ফোনের উত্তাবন কাজ শুরু হয়?

কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে

কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে

কি বুশ বিপ্লব থেকে কি ১৯৭১ সাল থেকে

উত্তর : কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে।

খ. কে টেলিফোন আবিষ্কার করেন?

কি মার্টিন কুপার

কি আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

কি রিচার্ড এইচ. ফ্রাঙ্কিয়েল

কি জোয়েল এস. আঞ্জেল

উত্তর : কি আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।

- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।
- আত্ম-স্বজনদের খোঁজ-খবর রাখা সহজ হয়।
- মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা লেনদেনের সুবিধা হয়।
- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করা সহজ হয়।
- বাবার ব্যাবসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে মোবাইল ফোনে কথা বলার অভিনয় করি।

উত্তর : শ্রেণিশিক্ষকের সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে মোবাইল ফোনে কথা বলার অভিনয় করতে পার।

খ. দশটি ক্রমবাচক শব্দ ব্যবহার করে দশটি বাক্য লিখি।

উত্তর : নিচে দশটি ক্রমবাচক শব্দ ব্যবহার করে দশটি বাক্য লেখা হলো-

প্রথম — রহিম চতুর্থ শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে।

দ্বিতীয় — জুলাই মাসে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হবে।

তৃতীয় — বাংলা সনের তৃতীয় মাস আষাঢ়।

চতুর্থ — আমি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি।

পঞ্চম — আমার বড় বোন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে।

ষষ্ঠ — ইংরেজি সনের ষষ্ঠ মাস জুন।

সপ্তম — পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য জিনিসের মধ্যে তাজমহল একটি।

অষ্টম — আমার মামাতো ভাই অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।

নবম — বাংলা সনের নবম মাস পৌষ।

দশম — রফিক দশম শ্রেণির ছাত্র।

আবোল-তাবোল

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)



প্রাক-অনুশীলন

বশ্বরা, এসে আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

এ পাঠ থেকে শিক্ষাজীবীরা যা জানতে পারবে

- মনের খেয়ালে কথা বলার আনন্দ সম্পর্কে
- সোকাটির কথা ছুটলে কী অবস্থা হয়
- কথার প্যাচ যেভাবে কাটে
- খেয়ালি মানুষের আচরণ সম্পর্কে
- তার মনের মাঝে তবলা কীভাবে বাজে
- ঘুমের ঘোর ঘনিয়ে এলে কী হয়।

কবি পরিচিতি



নাম : সুকুমার রায়

জন্ম : ৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ, কিশোরগঞ্জ জেলার মসুয়া গ্রাম।

শিক্ষাজীবন : কলকাতা সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রাঙ্গ পাস করেন। কলকাতা প্রিসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদাৰ্থবিজ্ঞানে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন। ম্যাঞ্জেস্টার স্কুল অব টেকনোলজি থেকে এফ. আর. পি. এস ডিগ্রি লাভ।

লেখা/কল্পনা

: পিতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মোগদান। 'মানতে ক্লাব' প্রতিষ্ঠা। 'সেন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা। তিনি ছিলেন সুায়ক ও অভিনেতা।

সাহিত্যসাধনা

: আবোল-তাবোল, হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু, খাইখাই, বহুরূপী, অবাক জলপান ইত্যাদি শিশুতোষ সাহিত্য।

মৃত্যু

: ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ, কলকাতায়।

পাঠসংক্ষেপ

একটি লোক তার মনে যখন যা করতে ইচ্ছে করে তাই করে। কখনো সে মনের আনন্দে কথা বলা শুরু করলে কেউ তাকে থামাতে পারে না। আবার কখনো ইচ্ছে হলে কথার প্যাচ কেটে গানও গাইতে থাকে যতক্ষণ না তার ঢাঁকে ঘুম আসে। ঢাঁকে ঘুম নেমে এসেই তার গানের গল্প সাজা হয়।

বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : সুকুমার, প্যাচ, ধাই, ঘ্যাচাং, ঘ্যাচ, সাজা।

শ্রিয় বশ্বরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



১. জেনে নিই।

আবোল-তাবোল কথা বলার মানে, মনের খেয়ালে কথা বলতে থাকা। আমরা কথা বলি যাতে অন্যে সে-কথা শোনে এবং শুনে কিছু একটা করে। যেমন, যদি বলি— মা, ভাত খাব। মা তখন আমায় ভাত দিতে ছুটবেন! কিন্তু যদি ভূতের যতো নাকি সুরে বলি 'আঁট মাঁট খাঁট ভাঁতের গল্প পাউ' তখন মা ভাববেন, আমি খেলা করছি। সেটা তখন আবোল-তাবোল কথা হয়ে গেল, যে কথার অর্থ নেই, যে কথা দিয়ে কিছু বোঝাতে চাইছি না।

এটি সে-রকমই একটি ছড়া যা জোরে জোরে পড়লেই শুনতে যাজা লাগে। একটা লোক মনের আনন্দে কেবলই করতে পারে

কথা বলে চলেছে, ইচ্ছে হলে গানও গাইছে। যতক্ষণ না দুচোখে ঘুম নামল ততক্ষণ সে এমনটাই করে গেল।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঠেকায়, তবলা, ঘ্যাচাং ঘ্যাচ, প্যাচ, ঘুম, ঘনিয়ে এলো, মনের মাঝে, সাজা, রাম-খটাখট।

উত্তর :

ঠেকায় — বাধা দেয়, মানা করে।

তবলা — এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র।

ঘ্যাচাং ঘ্যাচ — এক কোপে কিছু কেটে ফেলার আওয়াজ।

পঁচ — মোচড়, মোড়ানো।

ঘুম — তন্দু, নিদ্রা।

ঘনিয়ে এলো — ঘন হয়ে এলো, আসন্ন।

মনের মাঝে — মনের ভিতরে।

সাঙ্গ — শেষ, সমাপ্ত।

রাম-খটাখট — খুব জোরেসোরে খটাখট শব্দ।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে
বাক্য তৈরি করি।

ঘনিয়ে এলো	সাঙ্গ	ঘ্যাচাং ঘ্যাচ	ঠকায়
মনের মাঝে	পঁচ		

ক. তুহিন লেখাপড়ায় এত ভালো যে ওকে কে?

খ. লোকটি করে গাছের ডালটি কেটে ফেলল।

গ. বসে থাকতে থাকতে তার ঘুম।

ঘ. দেওয়া কথা বোঝা যায় না।

ঙ. তাড়াতড়ি খেলাখুলা কর, পড়তে বসতে হবে।

চ. পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় তার আনন্দের ঢেউ
বয়ে যায়।

উত্তর :

ক. তুহিন লেখাপড়ায় এতো ভালো যে ওকে ঠকায় কে?

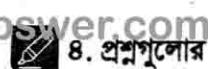
খ. লোকটি ঘ্যাচাং ঘ্যাচ করে গাছের ডালটি কেটে ফেলল।

গ. বসে থাকতে থাকতে তার ঘুম ঘনিয়ে এলো।

ঘ. পঁচ দেওয়া কথা বোঝা যায় না।

ঙ. তাড়াতড়ি খেলাখুলা সাঙ্গ কর, পড়তে বসতে হবে।

চ. পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় তার মনের মাঝে আনন্দের
ঢেউ বয়ে যায়।



৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || ক ► কী ছুটে যাকে থামানো যাচ্ছে না?

উত্তর : মনের খেয়ালে আবোল-তাবোল কথার বুলি ছুটছে।
এই আবোল-তাবোল কথার বুলি কোনোভাবেই থামানো
যাচ্ছে না।

■ প্রশ্ন || খ ► ধাই ধপাধপ আওয়াজে কোথায় তবলা বাজছে?

উত্তর : ধাই ধপাধপ আওয়াজে মনের মাঝে এক প্রকার ছব্দ
জাগায়। যার ফলে মনে হয়, মনের মাঝেই যেন তবলা বাজছে।

■ প্রশ্ন || গ ► কখন গানের পালা সাঙ্গ হলো?

উত্তর : যখন দুচোখে ঘুম এলো তখন গানের পালা সাঙ্গ হলো।

৫. ছড়াটিতে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা করি।

উত্তর : একটা লোক কেবলই মনের আনন্দে বকবক করে কথা
বলে চলেছে, ইচ্ছে হলে গানও গাইছে। ধাই ধপাধপ আওয়াজে
মনের মাঝে তবলা বাজছে, যতক্ষণ না দুচোখে ঘুম নামল
ততক্ষণ সে এমনটাই করে গেল।

৬. ছড়াটি মুখস্থ করি ও বলি।

উত্তর : পায়াবই দেখে মুখস্থ কর।

৭. বই না দেখে ছড়াটি লিখি।

উত্তর : নিজে চেষ্টা কর।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ছড়ার মতো করে দুইটি লাইন লিখি।

উত্তর : আবোল-তাবোল ভাবনা কত

ঘুরছে মাথায় অবিরত।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. 'আবোল-তাবোল' কবিতাটি কোন কবির লেখা?

- ⑤ অনন্দাশঙ্কর রায় ④ সানাউল হক

- ⑥ সুকুমার রায় ⑦ বনফুল

উত্তর : ⑥ সুকুমার রায়।

খ. কী ছুটলে থামানো যায় না?

- ⑤ হাতি ⑥ কথা

- ⑦ মানুষ ⑧ ট্রেন

উত্তর : ⑧ কথা।

গ. ধাই ধপাধপ আওয়াজে কী বাজে?

- ⑤ তবলা ⑥ হারয়েনিয়াম

- ⑦ তানপুরা ⑧ সেতার

উত্তর : ⑤ তবলা।

ঘ. কথার পঁচ কীভাবে কাটে?

- ⑤ হাসিতে ⑥ কানায়

- ⑦ কথায় ⑧ গানে

উত্তর : ⑦ কথায়।

ঙ. কীসের ঘোর ঘনিয়ে এলো?

- ⑤ ঘুমের ⑥ মেঘের

- ⑦ কথার ⑧ বৃক্ষের

উত্তর : ⑤ ঘুমের।

২. 'আবোল-তাবোল' কবিতার সারমর্ম লিখি।

উত্তর : একটি লোক তার মনে যখন যা করতে ইচ্ছে করে তাই
করে। কখনো সে মনের আনন্দে কথা বলা শুরু করলে কেউ
তাকে থামাতে পারে না। আবার কখনো ইচ্ছে হলে কথার পঁচ
কেটে গানও গাইতে থাকে যতক্ষণ না তার চোখে ঘুম আসে।
চোখে ঘুম নেমে এলেই তার গানের গুরু সাঙ্গ হয়।



হাত ধুয়ে নাও



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসে আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- অন্তুর সর্দিজ্জর ও পেটের অসুখের কারণ
- হাত পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে
- হাতের সাহায্যে জীবাণু যোতাবে পেটে প্রবেশ করে
- হাত পরিষ্কার থাকার ক্ষতিকর সম্পর্কে
- হাত না ধুলে যেসব রোগ হয় এবং যেভাবে হয়
- স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা।

✓ পাঠসংক্ষেপ

'হাত ধুয়ে নাও' গল্পটিতে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। খুব হাসিখুশি ও চঞ্চল ছেলে অন্তু। সে পড়াশোনা ও খেলাধুলায়ও ভালো। কিন্তু সে প্রায়ই অসুখে ভোগে। অন্তুর মামা বুঝতে পারেন অন্তুর অসুখের কারণ। হাত পরিষ্কার রাখার মতো খারাপ অভ্যাস রয়েছে অন্তুর। অন্তুর মামা বললেন, অন্তুর অসুস্থ হওয়ার মূল কারণ হাত না ধোয়া। হাত না ধুয়ে খাবার খেলে খাবারের সাথে জীবাণু পেটে গিয়ে অসুখ সৃষ্টি করে। তাই তিনি অন্তুকে হাত পরিষ্কার রাখার অভ্যাস করতে বললেন। অতএব সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন সব সময় হাত ও নখ পরিষ্কার রাখা।

✓ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : চঞ্চল, শরীর, সুগম্য, সম্ম্যা, সর্দি-জ্বর, জীবাণু, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুস্থ।

প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।
চঞ্চল, খাবলে খাওয়া, চেটেপুটে, অসুখ-বিসুখ, টয়লেট, জীবাণু,
ভাগিনা, সতর্ক, অভ্যাস।

উত্তর :

চঞ্চল — অস্থির, অশান্ত, ছটফটে।

খাবলে খাওয়া — খাবলা মানে হাতের খাবা পরিমাণ। খাবলে
খাওয়া বললে এক খাবায় যতটুকু তুলে
খাওয়া যায় তাই বোবায়।

চেটেপুটে — চটা মানে জিহ্বা দিয়ে লেহন করা। জিহ্বা
আর ঠোঁট দিয়ে একসাথে চেটে-চুষে খেলে
হয় চেটেপুটে খাওয়া।

অসুখ-বিসুখ — রোগ-ব্যাধি।
টয়লেট — ইংরেজি toilet-এর সাধারণ অর্থ পায়খানা।

জীবাণু — খালি ঢাখে দেখা যায় না এমন। অত্যন্ত
ক্ষুদ্র প্রাণী, যেগুলো মানুষের ক্ষতি করে।

ভাগিনা — বোনের ছেলে।

সতর্ক

— সাবধান, ঝুঁশিয়ার।

অভ্যাস

— স্বত্বাব।

2. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে
বাক্য তৈরি করি।

অসুখ-বিসুখ	চঞ্চল	খাবলে খেতে	চেটেপুটে	রোগ বালাই
------------	-------	------------	----------	-----------

ক. চড়ই পাখি অনেক হয়।

খ. স্কুর্ধার্ত লোকটি খাবার পেয়ে থাকল।

গ. মজার আচার পেয়ে সবাই খাচ্ছে।

ঘ. শরীরের যত্ন না নিলে লেগেই থাকবে।

ঙ. থেকে বাঁচার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই।

উত্তর :

ক. চড়ই পাখি অনেক চঞ্চল হয়।

খ. স্কুর্ধার্ত লোকটি খাবার পেয়ে খাবলে খেতে থাকল।

গ. মজার আচার পেয়ে সবাই চেটেপুটে খাচ্ছে।

ঘ. শরীরের যত্ন না নিলে রোগ বালাই লেগেই থাকবে।

ঙ. অসুখ-বিসুখ থেকে বাঁচার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই।



৩. বাংলা ভাষায় অনেক রকমের শব্দ রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু বিদেশি। এই লেখাটিতে ট্যালেট, বিরিয়ানি, জরুরি- এগুলো বিদেশি শব্দ। এরকম আরও শব্দ জেনে নিই এবং তা দিয়ে বাক্য রচনা করি।

রিঞ্জা, সরকারি, আদালত, বেঝ, স্টেডিয়াম, স্টেশন, বাস।

উত্তর :

- রিঞ্জা — ঢাকা শহরে অনেক রিঞ্জা আছে।
- সরকারি — আমার বাবা সরকারি চাকরি করেন।
- আদালত — আদালতে সঠিক বিচার পাওয়া যায়।
- বেঝ — আমাদের শ্রেণিতে ১০টি বেঝ আছে।
- স্টেডিয়াম — বঙ্গাবস্থ স্টেডিয়াম ঢাকায় অবস্থিত।
- স্টেশন — আমি গ্রামের বাড়ি যাওয়ার জন্য কমলাপুর স্টেশনে গেলাম।
- বাস — বাসে করে আমরা ঢাকায় যাব।

8. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || ক। অন্তু মামার কাছ থেকে কী সম্পর্কে জেনেছিল?

উত্তর : অন্তু মামার কাছ থেকে 'হাত-ধোয়া' সম্পর্কে জেনেছিল। কোনো কিছু খাওয়ার আগে যে হাত ধূয়ে থেতে হয় তা অন্তুর জানা ছিল না। সে মামার কাছ থেকেই এ বিষয়ে প্রথম জানতে পারে।

■ প্রশ্ন || খ। কেন অন্তুর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত?

উত্তর : পরিষ্কারভাবে হাত না ধোয়ার কারণে অন্তুর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত। অন্তু খাওয়ার আগে এবং ট্যালেট থেকে এসে কখনো সাবান দিয়ে হাত ধোত করে না। হাতের জীবাণু থেকেই তার অসুখ-বিসুখ হতো।

■ প্রশ্ন || গ। সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে কী হয়?

উত্তর : সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে খাবারের সাথে জীবাণু আমাদের পেটে যায়। এর ফলে বেশিরভাগ সময় পেটের রোগ, সর্দি-জ্বর হয়ে থাকে।

■ প্রশ্ন || ঘ। হাত ধূয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে আর কী করতে হয়?

উত্তর : হাত ধূয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে নখগুলো পরিষ্কার রাখতে হয়। কারণ নখের মধ্যে অনেক রোগের জীবাণু থাকে।

■ প্রশ্ন || ঙ। হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু কেমন করে থাকে?

উত্তর : জীবাণু অনেক ক্ষুদ্র বলে খালি চোখে দেখা যায় না। এসব জীবাণু হাতের সাথে যিশে থাকে। তাই হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু লেগে থাকে।

■ প্রশ্ন || চ। কী অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায়?

উত্তর : সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে হাত ধোয়ার অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায়। কারণ, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পর হাতে আর রোগ-জীবাণু থাকে না।

■ প্রশ্ন || ছ। অন্তু মামাকে কী কথা দিয়েছিল?

উত্তর : অন্তু মামাকে কথা দিয়েছিল যে, সে ঠিকমতো হাত ধোবে। আর সবাইকে বলবে, "যদি সুস্থ থাকতে চাও তো হাত ধূয়ে নাও।"

5. গোসল করা কেন দরকার- পাঁচটি বাক্যে বলি ও লিখি।

উত্তর :

- ক. সুস্থ শরীর ও সুন্দর মনের জন্য গোসল করা দরকার।
- খ. শরীরকে রোগ-জীবাণু থেকে মুক্ত রাখতে গোসল করা দরকার।
- গ. শরীর থেকে ধূলোবালি পরিষ্কার করার জন্য গোসল করা দরকার।
- ঘ. শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে গোসল করা দরকার।
- ঙ. নিয়মিত গোসল করলে ঘুমের গম্ভীর দূর হয় ও শরীর ভালো থাকে।

6. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

সুগন্ধি দুর্গন্ধি আবর্জনার দুর্গন্ধে পরিবেশ নষ্ট হয়।

হাত পা বাহিরে থেকে এসে হাত-পা ধূয়ে নিতে হয়।

প্রিয়

বকা

হিসাব

সোজা

উত্তর :

সুগন্ধি দুর্গন্ধি আবর্জনার দুর্গন্ধে পরিবেশ নষ্ট হয়।

হাত পা বাহিরে থেকে এসে হাত-পা ধূয়ে নিতে হয়।

প্রিয় অপ্রিয় কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য।

বকা আদর ছেটদের আদর করা উচিত।

হিসাব বেহিসাব বেহিসাবে চলা উচিত নয়।

সোজা বাঁকা বাঁকা ব্যাস্তায় দুর্ঘটনা বেশি ঘটে।

7. কর্ম-অনুশীলন।

ক. কেন আমরা হাত ধূয়ে থাকি তা বলি।

উত্তর : আমরা প্রতিদিন অনেক কাজ করি। খেলাধুলা করি। এর ফলে হাতে ভিত্তি ধরনের ময়লা লাগে। এই ময়লাতে থাকে নানা জীবাণু। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। হাত না ধূয়ে এই সময়ে কোনো খাবার থেলে এই জীবাণু খাবারের সাথে আমাদের পেটের ভিত্তির চলে যায়। এর ফলে পেটের অসুখ দেখা দেয় এবং আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। সুতরাং সুস্থ থাকার জন্য আমরা হাত ধূয়ে থাকি।

খ. শ্রেণিকক্ষে হাত ধোয়ার অভিনয় করে দেখাই।

উত্তর : নিজে চেয়ারে, প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও।



১. সঠিক উত্তরটি উভয়পত্রে লিখি।	গ. খালি ঢাকে কী দেখা যায় না?
২. পরিষ্কার দেখালেই হাত আসলে কী হয় না?	নি খাবার ৩) হাত ৪) পা ৫) জীবাণু
নি পরিষ্কার ৩) অপরিষ্কার	উত্তর : ৫) জীবাণু।
৪) সুন্দর ৫) নোংরা	ষ. কখন দুই হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়?
উত্তর : ৩) পরিষ্কার।	নি খাবার আগে ৩) খাবার পরে
৬. অনেকের সাথে আমরা কী করি?	৪) সব সময়
নি কোলাকুলি ৩) মারামরি	উত্তর : ৩) খাবার আগে।
৫) হাত মেলাই ৪) ঝগড়া	৭. মেশিনভাগ পেটের খোগ হয়-
উত্তর : ৫) হাত মেলাই।	নি খাদ্য থেকে ৩) পানি থেকে
	৪) অসুস্থ হলে ৫) জীবাণু থেকে
	উত্তর : ৫) জীবাণু থেকে।



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও র্যাবণি
- আমাদের দেশের নিরীহ মানুষের কথা
- মাতৃভাষার প্রতি গভীর মতো।
- ভাষা-আন্দোলন এবং ভাষাশহিদদের অবদানের কথা
- বিভিন্ন সময়ে আগত বিদেশিদের ভাষার প্রভাব

কবি পরিচিতি

নাম : সুফিয়া কামাল
পিতা : সৈয়দ আবদুল বারী

জন্ম : ১৯১১ সালের ২০শে জুন, বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ গ্রাম।

প্রেস্তুক নিবাস : কুমিল্লা।

শিক্ষাজীবন : অনানুষ্ঠানিক ও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত।

কর্মজীবন : কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, পরবর্তী সময়ে সাহিত্যসাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হন।

সাহিত্যসাধনা : কাব্যগ্রন্থ : সাঁঁঘোর মায়া, মায়াকানন, বনিবাচিত কবিতা সংকলন। শিশুতোষ গ্রন্থ : ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে।

প্রকাশক ও সম্পাদনা : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক।

বিবাহস্থান : ১৯৯৯ সালের ২০শে নড়েষ্বর, ঢাকা।

পাঠসংক্ষেপ

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সমন্বে 'মোদের বাংলা ভাষা' কবিতাটি লেখা হয়েছে। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, মানা-মানি সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলেন। দেশের সব মানুষই বাংলা ভাষায় কথা বলে। এই ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে ছাত্রাক্রীয়া মিছিল করেছিল, ক্ষতাল করেছিল। তখন পুলিশের গুলিতে অনেকে শহিদ হয়েছিলেন। মাতৃভাষাই আমাদের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে। তাই এই বাংলা ভাষা আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। আমাদের দেশের জানী-গুণীদের উচিত আমাদের ভাষার ওপর থেকে বিদেশি ভাষার প্রতি দূর করা। আমরা সহজ-সরল বাংলা ভাষায় কথা বলব।

বানান সতর্কতা ।

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : বিজাতীয়, গুণী, ছড়াছড়ি, সহ্য, জানী, মনীষী, প্রাণ, মৃত্তি ।

অনুশীলন

প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. জেনে নিই।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সমন্বে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি সকলেই বাংলায় কথা বলেন। দেশের সব মানুষই বাংলায় কথা বলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করেছিল, হরতাল করেছিল। তখন তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ছাত্রসহ অনেকেই মারা যায়। মাতৃভাষার চেয়ে প্রিয় আর কোনো ভাষা হতে পারে না। বাংলাদেশের সব মানুষের ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা মাতৃভাষাতেই ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়। বাংলায় কথা বলার সময় বিদেশি ভাষা ব্যবহার না করা ভালো।

2. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

কামার, কুমার, সহ্য করা, জ্ঞানী, মনীষী, রক্ত-পিছল, মৃত্তি, বিজাতীয়, বেদন, মিটাক।

উত্তর :

- কামার — যারা লোহা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন।— কামার দা, বঁটি, শাবল ইত্যাদি তৈরি করেন।
- কুমার — কুমোর, যারা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, সরা ইত্যাদি তৈরি করেন।— কুমারদের মৃৎশিল্পী বলা হয়।
- সহ্য করা — সওয়া, মেনে নেওয়া।— কেউ মিথ্যে বললে তা সহ্য করা যায় না।
- জ্ঞানী — জ্ঞানবান লোক, ধাঁর অনেক জ্ঞান।— জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়ে উত্তম।
- মনীষী — শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী বিখ্যাত মানুষ।— মনীষীদের দেখানো পথেই আমাদের ঢলা উচিত।
- রক্ত-পিছল — রক্তে যা পিছল হয়েছে।— ভাষাশহিদের রক্তে ঢাকার রাজপথ রক্ত-পিছল হয়েছিল।
- মৃত্তি — স্বার্থীনতা, খোলামেলা অবস্থা।— ১৯৭১ সালে আমরা পরাধীনতার হাত থেকে মৃত্তি পেয়েছি।
- বিজাতীয় — অন্য জাতির, ভিন্ন জাতির বা দেশের।— বাংলায় কথা বলার সময় বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- বেদন — বেদন, দুঃখ, কষ্ট।— সন্তানহারা মায়ের বেদন খুবই ক্রুৱ।
- মিটাক — মিটিয়ে দিক, পূর্ণ করুক।— আল্লাহ সব মানুষের মনের আশা মিটাক।

3. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || ক । বাংলাদেশে ‘কামার কুমার জেলে চাষা’ কেন ভাষাতে কথা বলেন?

উত্তর : বাংলাদেশে ‘কামার কুমার জেলে চাষা’ যত রয়েছে তারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন। কারণ বাংলা তাদের মাতৃভাষা।

■ প্রশ্ন || খ । এ দেশের মানুষের ‘বেদন’ কী?

উত্তর : এ দেশের মানুষের ‘বেদন’ হলো বাংলা ভাষার দুঃখ, বেদনা, কষ্ট। কারণ বাংলা ভাষা সব স্তরের মানুষ ব্যবহার করে না।

■ প্রশ্ন || গ । কী সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে?

উত্তর : বাংলা ভাষার মধ্যে বিদেশি ভাষার ছাত্রসহ সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে। বিনা প্রয়োজনে অনেক সময় বিদেশি শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তুলছে। যে কারণে কবি এ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন।

■ প্রশ্ন || ঘ । তাদের কোন মৃত্তির কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : বাংলার প্রতিটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। তা সঙ্গেও পাকিস্তানিরা উর্দুকে এদেশের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার দামাল ছেলেরা এই অন্যায় প্রস্তাব মেনে না নিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে রাজপথে মিছিলে নামেন। তাদের দয়াতে পাকিস্তানিরা মিছিলের ওপর গুলি ছোড়ে। এতে অনেকে শহিদ হন এবং তাদের রক্তে রাজপথ পিছল হয়ে ওঠে। আর তাদের আত্মাগোর মধ্য দিয়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়। শহিদদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষার মৃত্তি পাওয়ার কথাই উন্মত্ত বাক্যে বলা হয়েছে।

■ প্রশ্ন || ঘ । বাংলা ভাষাকে সহজ সরল ভাষা বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : আমাদের দেশের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। একটি শিশু জন্মের পর প্রথমেই তার মাকে মা বলে ডাকে। এই ‘মা’ শব্দটি বাংলা। তাই বাংলাকে মাতৃভাষাও বলা হয়। এদেশের ধনী, গরিব, শিশু, শুন্ধ, কামার, কুমার, জেলে, চাষা সবাই এ ভাষায় সহজে তাদের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাই বাংলা ভাষাকে সহজ-সরল ভাষা বলা হয়েছে।

4. কবিতাটি পড়ে কী বুঝলাম তা সংক্ষেপে লিখি।

উত্তর : কবিতাটিতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সব মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। ১৯৫২ সালে এ ভাষার জন্যই এ দেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। তাই বাংলা ভাষা এ দেশের মানুষের কাছে এত প্রিয়। বিদেশি নানান ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় মেশানো উচিত নয়। এতে বাংলা ভাষার অর্থাদা হয়। সহজ, সরল, শুন্ধ বাংলা ভাষাই এ দেশের মানুষের মনের আশা মিটাবে।

৫. কবিতার প্রথম আট লাইন মুখ্যস্থ বলি।

উত্তর : পাঠ্যবই থেকে নিজে নিজে মুখ্যস্থ করে শ্রেণিতে বলে শোনাও।

৬. কবিতার প্রথম আট লাইন বই না দেখে ঠিকভাবে লিখি।

উত্তর : প্রথমে পাঠ্যবই থেকে কবিতাটি মুখ্যস্থ কর। তারপর নিজে নিজে লেখ।

৭. আমার শ্রিয় মাতৃভাষা নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি।

উত্তর : বাংলা আমার মাতৃভাষা। পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলোর অধ্যে বাংলা অন্যতম। এ ভাষায় রচিত হয়েছে মূল্যবান সাহিত্যকর্ম। পৃথিবীতে বাঙালিরাই সেই সৌরবময় জাতি, যারা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আমার মাতৃভাষার ত্রে প্রিয় আর কোনো ভাষা হতে পারে না।

৮. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. লোহা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন.....।

খ. মাটি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন।

গ. ধাঁর অনেক জ্ঞান আছে তিনি হলেন।

ঘ. রক্ত দিয়ে শিছল হয়েছে যে পথ তা হলো।

জ্ঞানী

কামার

রক্ত-শিছল পথ

কুমার

উত্তর :

ক. লোহা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন কামার।

খ. মাটি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন কুমার।

গ. ধাঁর অনেক জ্ঞান আছে তিনি হলেন জ্ঞানী।

ঘ. রক্ত দিয়ে শিছল হয়েছে যে পথ তা হলো রক্ত-শিছল পথ।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক বাংলা ভাষার ওপর লিখিত অন্য কোনো কবিতা বা ছড় শিখি ও আবৃত্তি করি।

উত্তর :

বাংলা ভাষা।

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা,

আ-মরি বাংলা ভাষা!

তোমার কালে,

তোমার বোলে,

কতই শান্তি ভালোবাসা!

কী জাদু বাংলা গানে!

গান গেয়ে দাঢ় মাঝি টানে,

গেয়ে গান নাচে বাটুল,

গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥

মোদের গরব, মোদের আশা,

আ-মরি বাংলা ভাষা!

খ. শিক্ষকের সাহায্যে বাংলা ভাষা বিষয়ক সম্পর্কীয় বাণী সোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে প্রদর্শন করি।

উত্তর :

যে সবে বজেজত জমি
হিংস বজাবুলী,

সে সব কাহার জমি
নির্ণয় ন জানি।

বাংলার কাব্য বাংলার ভাষা
মিটায় আমার প্রাণের পিপাসা।

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা!

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. আমাদের দেশের মানুষ কেমন?

গু. সরল গু. রাগী গু. কঠিন গু. ভয়ানক

উত্তর : গু. সরল।

খ. কামার, কুমার, জেলে, চাষার সহজ ভাষা কী?

গু. বিদেশি ভাষা গু. উপজাতীয় ভাষা

গু. বাংলা ভাষা গু. ইংরেজি ভাষা

উত্তর : গু. বাংলা ভাষা।

গ. গুণী, জ্ঞানী, মনীষীরা কোথায় আছেন?

গু. আমাদের পাশে গু. আমাদের সাথে

গু. আমাদের পিছনে গু. আমাদের সামনে

উত্তর : গু. আমাদের সামনে।

ঘ. 'সহ্য' শব্দের 'হ্য'-এর বর্ণ বিভাজন হলো-

গু. হ + য গু. হ + য-ফলা

গু. য + হ গু. হ + হ-ফলা

উত্তর : গু. হ + য-ফলা।

২. 'মোদের বাংলা ভাষা' কবিতার সারাংশ লিখি।

ক. সহজ খ. কঠিন

গু. দুঃখ গু. সুখ

উত্তর : গু. দুঃখ।

২. 'মোদের বাংলা ভাষা' কবিতার সারাংশ লিখি।

উত্তর : আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সমন্বে মোদের বাংলা ভাষা' কবিতাটি লেখা হয়েছে। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলেন। দেশের সব মানুষই বাংলা ভাষায় কথা বলে। এই ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে ছাত্রাশ্রমের পুলিশের গুলিতে অনেকে শহিদ হয়েছিলেন। মাতৃভাষাই আমাদের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে। তাই এই বাংলা ভাষা আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। আমাদের দেশের জ্ঞানী-গুণীদের উচিত আমাদের ভাষার ওপর থেকে বিদেশি ভাষার প্রভাব দূর করা। আমরা সহজ-সরল বাংলা ভাষায় কথা বলব।

বাওয়ালিদের গল্প

৩

প্রাক-অনুশীলন

বস্তুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক পুরুষপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- বাংলাদেশের অপূর্ব প্রাচুর্যিক সৌন্দর্যের বিবরণ
- সুন্দরবনের বাওয়ালিদের পরিচয়
- সুন্দরবনের বর্ণনা
- সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী সম্পর্কে।

পাঠসংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে গল্পটিতে। সুন্দরবনে যারা গোলপাতা সংগ্রহ করে সেই বাওয়ালিদের জীবনযাত্রার পরিচয়ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। বাওয়ালিরা সুন্দরবনে গোলপাতা সংগ্রহ করে এবং তা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। এ কাজের জন্য তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এছাড়াও এসব কাজে তাদের নানা রকম বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। তাই তাদেরকে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। সুন্দরবনের মৌঘালদের জীবনও অনেক কঠিন।

বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : জন্মভূমি, বঙ্গোপসাগর, আকুমণ, বাওয়ালি, মাংসাশী, হাঙের, জন্মতু, লবণাক্ত, সংগ্রহ, অবলম্বন।

প্রিয় বস্তুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

জন্মভূমি, সমতলভূমি, কৃষিকাজ, চাষাবাদ, সংগ্রহ করা, পরিশ্রম, হিংস্র, মাংসাশী, সতর্ক, লবণাক্ত।

উত্তর :

জন্মভূমি — যে ভূমি বা দেশে একজন জন্মায় সে দেশ তার জন্মভূমি।

সমতল ভূমি — তল সমান যে ভূমির।

কৃষিকাজ — চাষাবাদ।

চাষাবাদ — কৃষিকাজ।

সংগ্রহ করা — আহরণ করা, জোগাড় করা, সঞ্চয় করা।

পরিশ্রম — খাটাখাটুনির কাজ।

হিংস্র — প্রাণহারক, হিংসাযুক্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট।

মাংসাশী — যে মাংস আহার করে, মাংসই যার প্রধান খাদ্য।

সতর্ক — সাবধান, ঝুঁশিয়ার।

লবণাক্ত — লবণ মেশানো। নোন্তা স্বাদের।

নিচে শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে লেখা হলো—

জন্মভূমি — বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি।

সমতলভূমি — সমতলভূমি চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত।

কৃষিকাজ — এ দেশের অধিকাংশ লোকের পেশা কৃষিকাজ।

চাষাবাদ — এ দেশের অধিকাংশ মানুষ চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

সংগ্রহ করা — মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে।

পরিশ্রম — পরিশ্রম করে ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব।

হিংস্র — হিংস্র প্রাণী থেকে সাবধানে থাকা উচিত।

মাংসাশী — বাঘ মাংসাশী প্রাণী।

সতর্ক — বিপদ এড়িনোর জন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

লবণাক্ত — সাগরের জল লবণাক্ত।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রথমে বলি ও পরে লিখি।

প্রশ্ন !! ক ॥ সুন্দরবন বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। তাই এ বনের গাছপালা সেখান থেকেই

প্রশ্ন !! খ ॥ সুন্দরবনের গাছপালা কোথা থেকে পানি পায়?

উত্তর : সুন্দরবনের গাছপালা বঙ্গোপসাগর থেকে পানি পায়। কেননা এটি আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলেই অবস্থিত। তাই এ বনের গাছপালা সেখান থেকেই



■ প্রশ্ন || ১ || বাওয়ালি কারা?

উত্তর : সরকারের অনুমতি নিয়ে সুন্দরবন থেকে অনেকে গোলপাতা সংগ্রহ করে এবং তা বিক্রি করে তাদের সংসার চালায়। যারা এ কাজ করে তারাই বাওয়ালি।

■ প্রশ্ন || ২ || বাওয়ালিদের কাজ এত বিপদজনক কেন?

উত্তর : সুন্দরবনে নানা রকমের গাছগাছালির পাশাপাশি অনেক হিংস্র জীবজন্তুও রয়েছে। যেমন- বাধ, বনবিড়াল, বনশূকর, কুমির, সাপ ইত্যাদি। এরা সবই মানুষের জন্য বিপন্নদের। কারণ এরা আক্রমণ করে মানুষের প্রাণশাশ্বত করতে পারে। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাওয়ালিদের কাজ করে বলে তাদের কাজ এত বিপদজনক।

■ প্রশ্ন || ৩ || কীভাবে মানুষ এই বন থেকে অর্থ আয় করে, সুটো উপায় বলি।

উত্তর : বিভিন্ন উপায়ে সুন্দরবন থেকে অর্থ আয় করা যায়। তার মধ্যে প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা ও গোলপাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করা। সুন্দরবনের আশপাশের গ্রামের অনেকেই এ ধরনের কাজ করে আসেছে।

■ প্রশ্ন || ৪ || সুন্দরবনে কাজ করার সময় কোনটি বাওয়ালিদের কাছে বেশি মূল্যবান, খাবার না খাবার পানি? কেন?

উত্তর : সুন্দরবনে কাজ করার সময় বাওয়ালিদের কাছে খাবারের চেয়ে পানি বেশি মূল্যবান। কারণ সুন্দরবনের কোথাও একটু খাবার পানি পাওয়া যায় না। আশপাশে যে পানি রয়েছে সবই সাগরের লবণ্যাকৃত পানি। তাই তাদের কাছে পানি বেশি মূল্যবান।

■ প্রশ্ন || ৫ || বাওয়ালিদের কোথায় রাত কাটান?

উত্তর : বাওয়ালিদের দূর গ্রাম থেকে সুন্দরবনে গোলপাতা সংগ্রহ করতে আসেন। তাই তাদের প্রতিদিন বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। রাতের বেলায় হিংস্র জন্তুরা আক্রমণ করতে পারে। এই ভয়ে তারা নদীর মাঝাখানে নৌকার মধ্যে রাত কাটান।

■ প্রশ্ন || ৬ || সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে কেন?

উত্তর : সুন্দরবনে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের হাজার হাজার গাছ। এই সব গাছ উপকূলীয় এলাকার জন্য প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। সুন্দরবনের গাছ প্রলয়ক্রমী জলোচ্ছসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উপকূলীয় অঞ্চলকে রক্ষা করে। তাই ১৯৮৯ সালে সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ করা নিষিদ্ধ করেছে।

■ প্রশ্ন || ৭ || মৌয়াল ও বাওয়ালিদের কাজ বর্ণনা করি।

উত্তর : সুন্দরবনে রয়েছে অজস্র গাছ। রয়েছে নানা রকমের জীবজন্তু, পশু-পাখি, মৌমাছি ইত্যাদি। মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে তা সঞ্চয় করার জন্য গাছে গাছে তাদের মৌচাক বানায়। মৌয়ালরা এই মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহের জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে। লতা-পাতার কুলী তৈরি করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ঘোঁঘার সৃষ্টি করে। এতে মৌমাছিরা মৌচাক থেকে সরে যায়। আর মৌয়ালরা সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করে। বাওয়ালিদের সুন্দরবনে গিয়ে সরকারের অনুমতি নিয়ে গোলপাতা সংগ্রহ করে ও তা বিক্রি করে।

(একটি ছক বা টেবিল তৈরি করে শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে।)

পেশার নাম	কাজ	কাজের স্থান	এই কাজের কট্টা বিপদ	এই বিপদে চলার জন্য কী কী সমাধান আছে
বাওয়ালি				
মৌয়াল				

উত্তর :

পেশার নাম	কাজ	কাজের স্থান	এই কাজের কট্টা বিপদ	এই বিপদে চলার জন্য কী কী সমাধান আছে
বাওয়ালি	বন থেকে গোলপাতা সংগ্রহ করা।	সুন্দরবন	জীবনশেষ ভয় রয়েছে।	চোখ-কান খেলা রেখে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে।
মৌয়াল	মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা।	সুন্দরবন	জীৱন হারানোর বিপদ	সর্বদা চোখ-কান খেলা রেখে খুব সতর্কতার সাথে হাতিয়াসহ কাজ করতে হবে।

(একটি ছক বা টেবিল তৈরি করে শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে।)

পেশার নাম	কাজ	কাজের স্থান	এই কাজের কট্টা বিপদ	এই বিপদে চলার জন্য কী কী সমাধান আছে
কৃষি	চাষাবাদ করা।	চাষের জমি (যেকোনো আবাসস্থল)	এই কাজে ব্যবহৃত নির্ডানি, কোলাল, লাঙল ইত্যাদি ঠিকমতো সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার না করাল হাত-পা কাটাসহ যেকোনো বিপদ ঘটতে পারে।	কৃষিকাজের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি আছে সবকিছু সাবধানে ও সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

উত্তর :



৫. উপরের ছকের তথ্য ব্যবহার করে কাজটি সম্পূর্ণ একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

উত্তর : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। কৃষিকাজ করেই অধিকাংশ মানুষ তাদের সংসার চালায়। বিশেষ করে গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষই কোনো না কোনোভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। কৃষকরা তাদের আবাদি জমিতে ধান, গম, পাট ইত্যাদি নানা ধরনের ফসল ফলানোর জন্য জমিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে। তারপর যে বীজটি রোপণ করবে তা জমিতে ছিটিয়ে দেওয়ার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করে। এরপর বীজ জমিতে ছিটিয়ে দেয়। নানা জৈব সার ব্যবহার করে। বীজ জমালে নিড়ানি দেয়। এমনি করে ফসল উৎপাদন হলে সেগুলো কাঁচি দিয়ে কেটে সংগ্রহ করে। আর যেগুলো উপড়িয়ে সংগ্রহ করতে হয় সেগুলো তুলতে হাতে গামছা বা অন্য কোনো কাপড় পেঁচিয়ে সংগ্রহ করে। এভাবেই বাংলার কৃষকরা তাদের কৃষিকাজ যুগ যুগ ধরে করে আসছে।

৬. ছবির নিচে পেশার নাম লিখি এবং পেশাটি সম্পর্কে একটি করে বাক্য তৈরি করি।



উত্তর :



গাড়িচালক : গাড়িচালক গাড়ি চালিয়ে আমাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌছে দেন।

চিকিৎসক : মানুষ অসুস্থ হলে চিকিৎসক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন।

দোকানদার : দোকানদার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রি করেন।

কামার : কামার লোহা পিটিয়ে দা, বঁটি, কাস্টে তৈরি করেন।

শিক্ষক : শিক্ষক আমাদের শিক্ষা দেন।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. সুন্দরবন থেকে সংগ্রহ করা যায়-

- কি হরিণ
- কি বাঘ
- কি বানর
- কি গোলপাতা

উত্তর : ৩) গোলপাতা।

খ. কাদের কাজ খুবই কঠের?

- কি কৃষক
- কি মাঝি
- কি বাওয়ালি
- কি মৌয়াল

উত্তর : ১) বাওয়ালি।

গ. সুন্দরবনে মানুষের ক্ষেত্রে কোন প্রাণী সবচেয়ে ভয়ের?

- | | |
|--------|----------|
| কি বাঘ | কি সিংহ |
| কি সাপ | কি ভালুক |

উত্তর : ১) বাঘ।

ঘ. কোন প্রাণী অন্য প্রাণী খেয়ে বাঁচে?

- | | | | |
|---------|--------|---------|-----------|
| কি হরিণ | কি বাঘ | কি বানর | কি শুয়োর |
|---------|--------|---------|-----------|

উত্তর : ১) বাঘ।

ঙ. বাঘ কী ধরনের প্রাণী?

- | | |
|--------------|--------------|
| কি মাংসাশী | কি তঢ়ণ্ডোজী |
| কি মৎস্যভোজী | কি সর্বভুক |

উত্তর : ১) মাংসাশী।

পাখির জগৎ



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ জ্যোবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- একটি ছেলের পাখির প্রতি অগ্রহ
- বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার পাখির বৈশিষ্ট্য
- আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রজাতির পাখি সম্পর্কে
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখির অবদান।

✓ পাঠসংক্ষেপ

‘পাখির জগৎ’ গল্পটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির পাখির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। গল্পে সাম্য তার মাঝের কাছে এদেশের পাখি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে। পাখিরা খুব ভোরে ডাকাডাকি শুরু করে। তাদের ডাকে মানুষের সুম ভাঙে। তাই পাখিদের ভোরের দৃত বলা হয়। বাংলাদেশ পাখির দেশ। নানা প্রজাতির পাখির রূপ দেখে আমাদের চোখ জুড়ায়। অধিকাংশ পাখি পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। এমনকি কিছু কিছু পাখি মৃত পশুর বর্জ্য খেয়েও পরিবেশ দুর্ঘ থেকে আমাদের বাঁচায়। পাখিরা কীটপতঙ্গ খেয়ে ফসলের শত্রুনাশ করে। তাই পাখিদের কৃষকের বন্ধু বলা হয়। অতএব বলা যায়, পাখিরা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং পাখিরা প্রকৃতির অংশ, মানুষের বন্ধু।

✓ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : জিজ্ঞেস, জঙ্গল, পানকৌড়ি, দৃত, বিচরণক্ষেত্র, তীক্ষ্ণ, খড়কুটো, কীটপতঙ্গ, খঞ্জনা, চঞ্চল।

শ্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. শব্দগুলো পাঠ থেকে ঝুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বিচরণ, চমৎকার, পরিবেশ, ঝুঁটি, নাশ, দৃত, লোকালয়, সখ্য।

উত্তর :

বিচরণ	—	বেড়ানো বা ঘোরাফেরা করা।
চমৎকার	—	সুন্দর, মনোহর।
পরিবেশ	—	চারপাশের অবস্থা।
ঝুঁটি	—	শীর্ষস্থান, খোপা।
নাশ	—	ধ্বনি, মষ্ট, ক্ষয়।
দৃত	—	বার্তাবাহক।
লোকালয়	—	যেখানে লোকজনের বসবাস আছে।
সখ্য	—	বন্ধুত্ব, ভাব।

2. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

উপকারী

লোকালয়ে

পরিবেশ

কীটপতঙ্গ

আনন্দ

ন্দ

দ

মন্দ, ছন্দ

জিজ্ঞেস

জ্ঞ

ও

আজ্ঞা, বিজ্ঞ



3. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

জিজ্ঞেস

জ্ঞ

ও

আজ্ঞা, বিজ্ঞ

৪. ঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. চড়ুই পাখির প্রিয় জায়গা-

- | | |
|------------|--------------|
| ১. বন | ✓ ২. লোকালয় |
| ৩. স্কুলঘর | ৪. আস্তাবল |

খ. পানকৌড়ি থেতে ভালোবাসে-

- | | |
|---------------------|------------------|
| ১. মাছ | ২. মাংস |
| ✓ ৩. কীটপতঙ্গ | ৪. গাছের পাতা |
| গ. পাখিরা পরিবেশকে- | |
| ১. নষ্ট করে | ২. দৃশ্য করে |
| ৩. সবুজ রাখে | ✓ ৪. সুন্দর রাখে |

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন ॥ ক ॥ পাখিদের ভোরের দৃত বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : খুব ভোরে মানুষ ঘুমায়। কিন্তু পাখিরা খুব ভোরে ডাকাডাকি শুরু করে। তাদের ডাকে মানুষের ঘুম ভাঙে। তাই পাখিদের ভোরের দৃত বলা হয়েছে।

■ প্রশ্ন ॥ খ ॥ জাতীয় পাখি দোয়েলের বৈশিষ্ট্য কেমন?

উত্তর : জাতীয় পাখি দোয়েলের বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. দোয়েলের পালকগুলো সাদা কালো।
২. এর লেজ উর্ধ্বমুখী।
৩. এরা লোকালয়ে আর অগভীর জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়ায়।
৪. গাছের উচু ডালে এরা বসে থাকে।
৫. মাঝে মধ্যে সুরে গানের তালে তালে লেজ নাচায়।
৬. শেকড়বাকড় দিয়ে বাসা বানায়।
৭. ডিম পাঢ়ে তিন থেকে পাঁচটি।
৮. বিভিন্ন ফুলের মধু আর কীটপতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য।

■ প্রশ্ন ॥ গ ॥ কোন পাখি আমাদের ঘরেরই কেউ? কেন?

উত্তর : চড়ুই পাখি আমাদের ঘরেরই কেউ। কারণ লোকালয় এদের প্রিয় জায়গা। এরা বাসাবাড়ির ঘুলঘুলিতে খড়, টুকরো কাপড়, শুকনো ঘাস ইত্যাদি দিয়ে বাসা তৈরি করে।

■ প্রশ্ন ॥ ঘ ॥ কোন পাখি পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে? কীভাবে?

উত্তর : এমন কিছু পাখি আছে যেগুলো পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো চড়ুই, টুনটুনি, দোয়েল ইত্যাদি।

পাখিরা খুব উপকারী প্রাণী। অধিকাংশ পাখিই পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ও মৃত পশুর বর্জ্য থেয়ে পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে। এছাড়া পাখিরা প্রকৃতির শোভাবর্ধনে ভূমিকা রাখে। এভাবে নানা জাতের পাখি পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে।

অন্তর্মন ও বুলবুল পাখি দেখতে কেমন?

উত্তর : বুলবুল পাখি দেখতে সুন্দর। এর মাথা ও গলা কালো। মাথার ওপর রাজকীয় কালো ঝুঁটি রয়েছে। এর তলপেট সাদা। তলপেটের শেষে লাল ছোপ। ঠোঁট ও পা কৃত্ববর্ণের।

৬. বাক্য রচনা করি।

জগৎ, আটকে গেল, ক্লাস, শস্যদানা, স্বতাব।

উত্তর :

জগৎ — পাখিদের নিয়ে পাখির জগৎ।

আটকে গেল — নতুন বইয়ের পাতা উন্টাতেই ঝরনার চোখ
আটকে গেল একটি কবিতায়।

ক্লাস — সালমা নতুন ক্লাসে উঠেছে।

শস্যদানা — শস্যদানা চড়ুই পাখির প্রিয় খাবার।

স্বতাব — বুলবুল পাখির স্বতাব একটু চঞ্চল।

৭. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক ছবিটি মিলাই।

খুব দৃত উড়তে পারে	
শিকড়বাকড় দিয়ে বাসা বানায়	
লেজ নাড়িয়ে টুই টুই শব্দ করে উড়ে বেড়ায়	
লোকালয় এদের প্রিয় জায়গা	
পানিতে বেশি সময় থাকে	

উত্তর : নিচে বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক ছবিটি মিলানো হলো—

খুব দৃত উড়তে পারে	
শিকড়বাকড় দিয়ে বাসা বানায়	
লেজ নাড়িয়ে টুই টুই শব্দ করে উড়ে বেড়ায়	
লোকালয় এদের প্রিয় জায়গা	
পানিতে বেশি সময় থাকে	

৮. ব্যবহার শিখি।

- টা, খন, থানি, এটি, ওটি, এগুলো, ওগুলো।
- পাখিটি দেখতে কী সুন্দর!
- শেলফের বইটা কার?
- বইখানা দাও।
- মুখখানি তার ভারি মিষ্টি।
- এটি আমার বই।
- ওটি কার বই?
- এগুলো পাখির ছবি।
- ওগুলো ধরো না।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

পাখিরা কিচিমিচির শুরু করে দেয় কখন?

৩. রাত না হতেই ৫. ভোর না হতেই

৬. বিকেল না হতেই ৭. সম্ম্যা না হতেই

উত্তর : ৩. ভোর না হতেই।

কোন দেশ পাখির দেশ, নদীর দেশ?

৮. ভারত ৯. বাংলাদেশ

১০. পাকিস্তান ১১. চীন

উত্তর : ৯. বাংলাদেশ।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা যেকোনো একটি পাখির কথা বর্ণনা করি।

উত্তর : আমার দেখা একটি পাখির বর্ণনা : চড়ুই পাখি আমার খুব পছন্দ। আমার ঘরের জানালার ওপরে ঘুলমুলির ফাঁকে বাসা বেঁধেছে দুটি চড়ুই পাখি। ছেটে চঞ্চল এ দুটি পাখি। সব সময় এরা ওড়াউড়ি করে, আর কিচির মিচির শব্দ করে। ওদের পিঠের পালক বাদামি। তার ওপর ছোট ছেট কালো দাগ। ডানার ওপরে সাদা অথবা লালচে রেখা। মাথা ছাই রঙের। খড়, ঘাস, তুলা ইত্যাদি দিয়ে ওরা বাসা বেঁধেছে। গত মাসে ওরা দুটি ছানা জন্ম দিয়েছে। ওরা এখনো ভালোভাবে উড়তে শিখেনি। আমি প্রতিদিনই এ চড়ুই পাখিদের দেখি আর আমার খুব আনন্দ লাগে।

গ. ভোর না হতেই কারা কিচিমিচির শুরু করে?

১১. শিশুরা ১২. বৃক্ষরা

১৩. পাখিরা ১৪. মানুষেরা

উত্তর : ১৩. পাখিরা।

ঘ. পাখিদের বিচারণ ক্ষেত্র হলো-

১৫. নদী ১৬. বোপঝাড়

১৭. পাহাড় ১৮. সমুদ্র

উত্তর : ১৭. পাহাড়।

ঙ. পাখিরা কীসের শোভা?

১৯. গাছের ২০. বাসাবাড়ির

২১. প্রকৃতির ২২. অঙ্গিনার

উত্তর : ২১. প্রকৃতির।



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গ্রন্থপূর্ণ তথ্যবলিতে মনেয়েগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে:

• অলোচনা কবিতাটির কবি সম্পর্কে

• চিল্ডনের জন্য সম্পাদনহারা মায়ের মনের অবস্থা

• এই মেয়েটির অভিযান সম্পর্কে।

কবি পরিচিতি

নাম : যতীন্দ্রমোহন বাগচী

জন্মতারিখ ও স্থান : ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার জামশেদপুর।

শিক্ষাজীবন : বি.এ., কলকাতার ডাফ কলেজ, ১৯০২ খ্রি।

পেশা/কর্মজীবন : নাটোরের মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি, নাটোরের জমিদারির সুপারিশটেনডেন্ট, পত্রিকা সম্পাদনা।

সাহিত্যকর্ম : উল্লেখবোগ্য প্রস্থ : 'লেখা', 'কেয়া', 'বন্ধুর দান', 'অপরাজিতা', 'কাব্যমালাপত্র', 'জাগরণী' প্রভৃতি। সম্মাননা : মানসী, যমুনা, পূর্বাচল পত্রিকা।

মৃত্যু : ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি।

✓ পাঠসংক্ষেপ

হেট বোনটির সারাক্ষণের সার্থি ছিল কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে, তা সে জানে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার শ্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। সে কোথায় গেছে, কেন আসে না, তা জানতে চায় মায়ের কাছে। মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে কাঁদেন। মনে তার অভিমান জাগে। সেও বড় বোনের মতো লুকিয়ে থাকতে চায়। মূলত বড় বোনের অভাবে হেট বোনের যে মনোভাব তাই একবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

✓ বালন সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বালন জেনে নিই : যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বাঁশ, গন্ধ, আঁচল, ফাঁকি, ভুইঁচাপা, ছিঁড়তে, বেড়া, পাড়, জলে।

শ্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. জেনে নিই।

হেট বোনটির সারাক্ষণের সার্থি ছিল কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে, তা সে জানে না, বোঝে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার শ্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। সে কোথায় গেছে, কেন আসে না তা জানতে চায় মায়ের কাছে। মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে কাঁদেন। মনে তার অভিমান জাগে। সেও বড় বোনের মতো লুকিয়ে থাকতে চায়। মূলত বড় বোনের অভাবে হেট বোনের যে মনোভাব তাই একবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

2. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

শোলক, জোনাই, দিদি, নেবু, ভুইঁচাপা, মাড়াস নে।

উত্তর :

শোলক — প্লোক, ছোট পদ, ছড়া। চাঁদনি রাতে উঠানে বসে মা শোলক বলতেন।

জোনাই — জোনাকি শোকা। আঁধার -রাতে ঝৌপে-ঝাড়ে জোনাই জলে।

দিদি — বড় বোন, আপা। দিদি আমাকে খুব মেহ করেন।

নেবু — নেবু। মা নেবু দিয়ে আচার তৈরি করছেন।

ভুইঁচাপা — মাটির উপর জম্মানো ছোট চাপা ফুল। ভুইঁচাপায় সারা মাঠ ছেয়ে গেছে।

মাড়াস নে — পা দিয়ে পিষে না যাওয়ার নির্দেশ। নিপা, ফুল গাছগুলো মাড়াস নে।

চাকা - খোলা

নতুন - পুরনো

জলা - মেতা

3. ভান দিক থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিই ও আতায় লিখি।

ক. কোথায় জোনাকি জলে?	নেবুর তলে/বাঁশবাগানে/- শিউলিঙ্গলে/তাল তলায়
খ. বুলবুলি কোথায় লুকিয়ে থাকে?	শিউলির ডালে/ ভুইঁচাপার ডালে/ আমের ডালে/ডালিমের ডালে
গ. কে শোলক বলতেন?	মা/দিদি/দাদু/বাবা
ঘ. ঝিৰি কোথায় ডাকে?	ঝৌপে-ঝাড়ে/পাহের ডালে/ আঁধার রাতে/ঘরের মাঝে
ঙ. ঘূম আসে না কেন?	নেবুর গম্বে/ঝিৰির ডাকে/ চাঁদের আলোতে/ফুলের গম্বে

উত্তর : ক. নেবুর তলে, খ. ডালিমের ডালে, গ. দিদি, ঘ. ঝৌপে-ঝাড়ে, ঙ. ফুলের ও নেবুর গম্বে।

4. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || কঠোর কাজলা দিদি কোথায় গেছে? |

উত্তর : কাজলা দিদি চিরদিনের জন্য মা ও বোনকে ছেড়ে পরলোকে চলে গেছে। সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

■ প্রশ্ন || খঠ কখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে? |

উত্তর : বাঁশবাগানের মাথার উপর যখন চাঁদ ওঠে, পুকুর পাড়ে নেবুর তলে যখন জোনাকি জলে, রাতে যখন ঘূম আসে না, তখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে।

5. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই।

দিন - রাত

ঘূম - জাগরণ

■ প্রশ্ন || গ ► কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন?

উত্তর : কাজলা দিদি সবাইকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য পরলোকে চলে গেছে। কিন্তু ছেট বোনটি তা জানে না। সে প্রায়ই মায়ের কাছে তার দিদির কথা জানতে চায়। কাজলা দিদির কথা উঠলে মায়ের চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। কিছুই বলতে পারেন না। তাই তিনি আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন।

■ প্রশ্ন || ঘ ► পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন?

উত্তর : ছেট বোনটির একমাত্র খেলার সাথি ছিল তার কাজলা দিদি। পুতুলের বিয়ের দিন দিদি পুতুল সজিয়ে দিত। আগামী দিন তার পুতুলের বিয়েতে কাজলা দিদি থাকবে না। এটি তার জন্য খুব বেদনাদায়ক। তাই পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে।

■ প্রশ্ন || ঙ ► আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে- এ কথা বলে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ছেট বোনটি তার দিদির হারিয়ে যাওয়াকে একটা মজার খেলা মনে করেছে। তার ধারণা, তার দিদি কোথাও ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে আছে। আর মা তা জেনেও বলছেন না। তাই মায়ের ওপর অভিযান করে শিশুটি একথা বলেছে। কারণ সে ভাবে যে, দিদির মতো সেও যদি লুকিয়ে থাকে তবে অনেক মজা হবে।

■ প্রশ্ন || চ ► খুকি মাকে কেন শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে বলেছে?

উত্তর : খুকির দিদি ফুল ভালোবাসত। শিউলি গাছের তলা ভুইচাপাতে ভরে গেছে। তাই সে মাকে সাবধানে পুকুর থেকে জল আনতে বলেছে, যাতে পা দিয়ে মাড়িয়ে ফুল নষ্ট না করেন।

■ প্রশ্ন || ছ ► ডালিম গাছের ফল ছিড়তে বারণ করেছে কেন?

উত্তর : ডালিম গাছের ডালের বুলবুলি পাখিটি দিদির প্রিয় ছিল। যাতে বুলবুলি পাখি উড়ে না যায়, সেজন্য সে মাকে ডালিম গাছের ফল ছিড়তে বারণ করেছে।

৬. নিচের শব্দগুলো ঠিকভাবে সাজাই (যেমন- বাঁশবাগান)।

পুতুল	তলে	শোলক	খোকায়
খোকায়	ধারে	কাজলা	বাগান
পুকুর	বিয়ে	বাঁশ	বলা
নেবুর	ঘরে	নতুন	দিদি

উত্তর :

পুতুল বিয়ে	শোলক বলা
খোকায় খোকায়	কাজলা দিদি
পুকুর ধারে	বাঁশ বাগান
নেবুর তলে	নতুন ঘরে

৭. কবিতাটি বিরামচিহ্ন দেখে ও ভাব বজায় রেখে পড়ি।

উত্তর : শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় নিজে চেষ্টা কর।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. বাঁশবাগানের মাথার উপর কী উঠেছে?

- গাছ পাখ
 চাঁদ দিদি

উত্তর : চাঁদ।

খ. খোকায় খোকায় জোনাই ঝলে কোথায়?

- ডালিম গাছে
 নেবুর তলে

বোপবাড়ে বাঁশবাগানে

উত্তর : নেবুর তলে।

গ. জোনাই বলতে কেনটিকে বোঝানো হয়েছে?

- জোনাকি পোকা
 ঘাসফড়িং

বিশি পোকা গজাফড়িং

উত্তর : জোনাকি পোকা।

ঘ. কে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে?

- কাজলা দিদি বুরু
 মা আপু

উত্তর : মা।

ঙ. চুপ্তি করে থাকে কে?

- মা দিদি
 আপু বুরু

উত্তর : মা।

২. 'কাজলা দিদি' কবিতার সারমর্ম লিখি।

উত্তর : ছেট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে, তা সে জানে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। সে কোথায় গেছে, কেন আসে না, তা জানতে চায় মায়ের কাছে। মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে কাঁদেন। মনে তার অভিযান জাগে। সেও বড় বোনের মতো লুকিয়ে থাকতে চায়। মূলত বড় বোনের অভাবে ছেট বোনের যে মনোভাব তাই এ কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।



পাঠান মুলুকে

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক পুরুষপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোবোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- পাঠান মুলুকের পরিচয়
- পাঠানদের আদর-কার্যসূচী
- পাঠানদের চলার বাধীনতা।
- পেশাওয়ার শহরের পরিবেশ পরিস্থিতি
- পাঠানদের আন্তরিকতা

✓ লেখক-পরিচিতি



নাম : সৈয়দ মুজতবা আলী

সিজ্পরিচয় : সৈয়দ সিকান্দর আলী। পেশায় ছিলেন একজন সাব-রেজিস্ট্রার।

জন্ম : ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ, পৌতুক নিবাস- মৌলভীবাজার।

শিক্ষাজীবন : স্নাতক : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

পেশা/কর্মজীবন : বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা।

ভাষাজ্ঞান	: বাংলা, ইংরেজি, ফারসি, জার্মান, ইতালিয়ান, আরবি, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত, মারাঠি, গুজরাটি, পশ্চু প্রভৃতি ভাষায় তিনি ছিলেন দক্ষ।
সাহিত্যকর্ম	: দেশে-বিদেশে, জলে-ডাঙায়, পঞ্জুত্ত্ব্য, চাচাকাহিনি, শবন্ম, তুনিম্মেম, বড়বাবু, কত না অশুভল, শহর-ইয়ার ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
মৃত্যু	: ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪, ঢাকা।

✓ পাঠসংক্ষেপ

পাঠান মুলুকে গিয়ে লেখকের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে কথা তুলে ধরা হয়েছে গঠিতিতে। লেখকের গাড়ি যখন পেশাওয়ার গিয়ে পৌছল, দিনের মতো ঠা-ঠা আলো দেখা গেলেও তখন রাত নয়টা বেজে গেছে এবং প্ল্যাটফরমেও বেশি ডিড় নেই। জিনিসপত্র নামাতে নামাতে লেখক খেয়াল করলেন যে, ছয় ফুটি পাঠানের চেয়েও একমাথা উচু এক ভদ্রলোক তার দিকে এগিয়ে আসছেন এবং এসেই খাস পাঠানি কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। এরপর বেন বহু দিনের চেনা এমন ভঙ্গি এবং আন্তরিকতা প্রকাশের মাধ্যমে লেখককে নিয়ে একটা টাঙ্গায় বসান। লেখকের সন্দেহ হয় এমন ব্যবহারের মধ্যে কতটা আন্তরিকতা ও কতটা লৌকিকতা। কিন্তু তিনি প্রয়াণ পান আসলেই জাতি হিসেবে পাঠানরা খুবই আন্তরিক ও স্বাধীন। এমনকি তাদের চলার বাধীনতা ও একদম নিজস্ব পাঠানি কায়দার। খাস পাঠানি কর্তনো কারও জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয় না।

✓ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : গুড়ো, পেশাওয়ার, সানাভাবে, ভ্রমণ, টেনে-হিচড়ে, নির্জলা, সংবর্ধনা, স্টেশন, উবজ্জা, ব্যস।

শিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মুজতবার অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অভিযোগ প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সানাভাবে, একরঙ্গি, হোল্ডল, ঠা-ঠা আলো, আলিঙ্গন করা, পশ্চু, অভ্যর্থনা, নির্জলা, বৃথা, খাস, ঘোড়ার নালের ঢাট, অবজ্ঞা, টাঙ্গা, কসুর, প্ল্যাটফরম।

উত্তর :

সানাভাবে
একরঙ্গি
হোল্ডল

- স্নানের অভাবে, গোসল না করতে পারায়।
- সামান্যতম, অতিশয়, অঞ্চ।
- যে বোঁচকার, ডিতরে বালিশ বিছানা ভরে বেঁধে রাখা হয়।

ঠা-ঠা আলো — এত তেজি আলো যে ঢোখ মেলে। কীভাবে টাঙ্গা চালায়?

যায় না।

আলিঙ্গন করা — কোলাকুলি করা।

পশ্চতু — বাংলা হিন্দি উর্দুর মতো পাঠান এলাকার একটি ভাষার নাম।

অভ্যর্থনা — সাদরে গ্রহণ।

নির্জলা — নির্ভেজাল, খাঁটি।

বৃথা — যাতে কাজ দেয় না, কাজ হয় না।

খাস — আসল, প্রকৃত।

মোড়ার নামের চাট — মোড়ার পায়ের লাথি।

অবজ্ঞা — তাচিল্য, তুচ্ছণ।

টাঙ্গা — এক ধরনের গাড়ি।

কসুর — দোষ।

প্ল্যাটফরম — রেলগাড়ি থামার স্থান, উন্নত সমতল ভূমি।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বৃথা	আলিঙ্গন	অভ্যর্থনা	একরণ্তি	ঠা-ঠা আলো
------	---------	-----------	---------	-----------

ক. আমার ঢোকে ঘুম নেই।

খ. এত ঢোখ মেলে তাকানো যায় না।

গ. ঈদের সময় আমরা সবাই করে থাকি।

ঘ. তাদের অনেক ভালো ছিল।

ঙ. সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

উত্তর :

ক. আমার ঢোকে একরণ্তি ঘুম নেই।

খ. এত ঠা-ঠা আলো ঢোখ মেলে তাকানো যায় না।

গ. ঈদের সময় আমরা সবাই আলিঙ্গন করে থাকি।

ঘ. তাদের অভ্যর্থনা অনেক ভালো ছিল।

ঙ. বৃথা সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || ক || সর্দারজিকে ঢেনা যায় কী দেখে?

উত্তর : মাথায় চুল বাঁধা, দাঢ়ি সাজানো আর পাগড়ি পাকানো দেখে সর্দারজিকে ঢেনা যায়।

■ প্রশ্ন || খ || দিনের বেলায় ও রাত্রে পেশাওয়ার শহরে কী হয়?

উত্তর : দিনের বেলায় পেশাওয়ার শহর থাকে ইংরেজদের দখলে আর রাতে থাকে পাঠানদের দখলে।

■ প্রশ্ন || গ || পাঠানদের অভ্যর্থনা কেমন হয়ে থাকে এবং কেন?

উত্তর : পাঠানদের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক হয়ে থাকে।

কারণ : পাঠানরা অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ আর কিছুতে পায় না। আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয় তাহলে তো কথাই নেই। তাছাড়া, লেখককে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন যে পাঠান তার আচরণেও লেখক মুখ হয়েছিলেন।

উত্তর : পাঠানের টাঙ্গা চালায় পাঠানি কায়দায়। যে যার খুশিমতো চলে। মোড়ার নামের চাট লেগে পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে গেলেও কেউ রেগে যায় না। গালাগালি, মারামারি বা পুলিশ ডাকাডাকি করে না। শুধু নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে যার যার পথে চলে যায়।

৪. ক্রিয়াপদের বিভিন্ন বূপ রয়েছে। যেমন— মূল ক্রিয়াপদ— ঘাওয়া। এই ক্রিয়াপদটি থেকে অনেক শব্দ হতে পারে। যেমন—

যাই — আমি বাড়ি যাই।

যাব — আমি বিকেলে খেলা দেখতে যাব।

গিয়েছি — আমি ওখানে গতকালও গিয়েছি।

যেতাম — ছোটবেলায় আমি প্রায়ই মামাৰাড়ি যেতাম।

এখন নিচের ক্রিয়াপদগুলো দিয়ে একইরকম ভাবে শব্দ ও বাক্য লিখি।

আসা, খাওয়া, করা

উত্তর :

আসা — বীঘিৰ বাড়ি আসা হলো না।

এসেছে — শিখা ঢাকায় এসেছে।

আসিও — ভূমি কাল আমাদের বাড়ি আসিও।

এসেছেন — আৰুৱা গতকাল এসেছেন।

খাওয়া — দুপুর হয়েছে, এখনো খাওয়া হয়নি।

খেলে — কম খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

খেয়েছি — আমি রাতের খাবার খেয়েছি।

থাবে — আগামীকাল ভূমি আমাদের বাসায় থাবে।

করা — ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

করলাম — আমি কাজটি শেষ করলাম।

করে — পড়া শেষ করে খেলতে যাব।

করেছেন — শিক্ষক অঞ্জনটি করেছেন।

৫. বাক্য রচনা করি।

ব্রহ্মণ, পেশাওয়ার, ঠা-ঠা আলো, সংবর্ধনা, ডাকাডাকি, অবজ্ঞা।

উত্তর :

ব্রহ্মণ — আমি নৌকাভ্রমণ পছন্দ করি।

পেশাওয়ার — দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজদের, রাতে পাঠানদের।

ঠা-ঠা আলো — দুপুরের ঠা-ঠা আলোয় শরীর ঘেমেছে।

সংবর্ধনা — প্রধান শিক্ষককে আজ সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

ডাকাডাকি — সম্ম্যা হলৈই গামে পাঁচিৰা ডাকাডাকি করে নীড়ে ফেরে।

অবজ্ঞা — কাউকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

আরম্ভ শেষ আজ আমার পরীক্ষা শেষ হলো।

ঠাভা শীতকালে প্রচুর ঠাভা লাগে।

.....

দিন

নাচাড়া

আলো

উচ্চ

উত্তর :

আরম্ভ	শেষ	আজ আমার পরীক্ষা শেষ হলো।
গরম	ঠাণ্ডা	শীতকালে প্রচুর ঠাণ্ডা লাগে।
কঠিন	সহজ	কৌশলে করলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।
ভিতর	বাহির	বাহির থেকে বোরা যায় না ঘরে কীসের খন্দ হচ্ছে।
দিন	রাত	বাবার ফিরতে অনেক রাত হবে।
দাঁড়ানো	বসা	সকলেই বসা রয়েছে।
আলো	অস্থকার	রাস্তাটা খুব অস্থকার।
উচু	নিচু	পানি নিচুতে গড়িয়ে যায়।

নিচে বেড়িয়ে এসেছি এরকম একটা আরণ্য সম্পর্কে বলি।

উত্তর : আমি ১০ই ডিসেম্বর সিলেটে আমার এক বন্দুর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। আগে সিলেটের মানুষ সম্পর্কে আমার নেতৃত্বাচক ধারণা ছিল। মনে করতাম, তারা অন্য অঞ্চলের মানুষকে খুব একটা পছন্দ করে না। তাদের যথে একটা আঞ্চলিকতা কাজ করে। কিন্তু আমি যখন আমার বন্দুর বাসায় সেলাম তখন তাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। আমার বন্দুর বাড়ির সবাই আমাকে খুব আদর-যত্ন করল। আমার মনে হলো, তারা খুব অতিথিগরায়। আঙ্গীয়-বজ্জন বাড়িতে গেলে তারা খুব খুশি হয়। দুদিন পর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. কারা কখনেই রাস্তা ছেড়ে দেয় না?

- অতিথিরা
- পাঠানরা
- ইংরেজরা
- বাঙালিরা

উত্তর : পাঠানরা।

খ. পাঠানরা কেন বাড়িতে অতিথি ভেকে দেয়?

- অতিথির সেবা করে আনন্দ পেতে
- অতিথিকে বসিয়ে রাখতে
- প্রতিবেশীর সাথে জেদ করে
- সুনাম অর্জন করতে

উত্তর : অতিথির সেবা করে আনন্দ পেতে।

গ. পাঠানি কামদার চলছে—

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> ইংরেজরা | <input type="radio"/> পাঠানরা |
| <input type="radio"/> টাঙ্গা | <input type="radio"/> অতিথি |

উত্তর : টাঙ্গা।

ঘ. ‘পাঠানের অ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জনা আন্তরিক’— কানের জন্য?

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> পাঠানদের | <input type="radio"/> বিদেশিদের |
| <input type="radio"/> দেশের লোকদের | <input type="radio"/> অতিথিদের |

উত্তর : অতিথিদের।

ঙ. পাঠানরা কেমন প্রকৃতির?

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <input type="radio"/> বর্ষ | <input type="radio"/> স্বাধীন | <input type="radio"/> লাজুক |
| <input type="radio"/> পরাধীন | <input type="radio"/> স্বাধীন | <input type="radio"/> পরাধীন |

উত্তর : স্বাধীন।

মা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

প্রাক-অনুশীলন

বন্দুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- আলোজ্য ক্ষবিতার কবি সম্পর্কে
- শেষের মাঝের পরিচর্যার গুরুত্ব
- সম্ভানকে নিয়ে মাঝের গর্ব।

- সম্ভানের প্রতি মাঝের মমতা ও ভালোবাসা
- সম্ভানের প্রতি মাঝের আলীর্বাদ সম্পর্কে

কবি পরিচিতি

নাম : কাজী নজরুল ইসলাম

পিতৃ-মাতৃ পরিচয় : পিতা : কাজী ফকির আহমদ, মাতা : জাহেদা খাতুন।

জন্ম : ২৫শে মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম।

শিক্ষাজীবন : গ্রামের মন্তব্যে। রানিগঞ্জের সিয়ারসোল স্কুল, মারমুন উচ্চ ইংরেজি স্কুল, মদ্রাসাহিং জেলার ত্রিশালের দরিয়ামপুর স্কুলে।

কর্মজীবন/পেশা : পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রযোগ ও সাহিত্যসাধনার সাথে জড়িত ছিলেন।
সাহিত্যসাধনা : কাব্যগ্রন্থ : অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, খিংড়ে ফুল। উপন্যাস : বাঁধনহারা, মৃত্যুকুধা, কুহেলিকা। গজ : ব্যথার দান, রিক্রেট বেদন।
প্রস্তর ও সম্মাননা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'; ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ। বাংলাদেশ সরকার কবিকে একুশে পদক প্রদান এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

মৃত্যু : ২৯শে আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ, ঢাকা।

৪. পাঠসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'মা' কবিতায় মায়ের প্রতি মমতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। মায়ের মতো আপনজন পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। মায়ের আদর-ভালোবাসা আমাদের চলার পথের পাথেয়। জীবনের প্রতিটি ধাপে মায়ের আশীর্বাদে সন্তানের সাফল্য আসে। মা তাঁর সন্তানের সাফল্যে সবচেয়ে বেশি খুশি হন।

৫. বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : সুধা, দুখ, জুড়ায়, শীতল, কাঁদা, চাহনি, মানিক, খোকামণি, হীরা, দিবানিশি, ক্রেশ, আশিস।

■ প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূল্যায়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অভিযন্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



১. জেনে নিই।

আমাদের সবার জীবনে 'মা' কথাটি একটি মধুমাখা নাম। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন করেন। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে, জীবনে সফল হলে মা খুশি হন। অন্যদিকে মায়ের আশিস পেলে সন্তানের দুঃখ ঘুচে যায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

মতন, সুধা, হেরিলে, পরান, যাতনা, নিনু, ছিনু, বাক, শুধাবেন, সোহাগ, পাঠশালা, খনি, ক্রেশ, আশিস।

উত্তর :

মতন — মতো, অনুরূপ।— পৃথিবীতে মায়ের মতন আর কেউ আপন হয় না।

সুধা — অমৃত, মধু।— মা ডাকে যত সুধা মেশানো তা আর কিছুতে নেই।

হেরিলে — দেখিলে।— হেরিলে মায়ের মুখ দূর হয়ে যায় সব দুঃখ।

পরান — প্রাণ।— সন্তানের দুঃখে মায়ের পরান কাঁদে।

যাতনা — কষ্ট।— সন্তান মানুষ করতে সব মাকেই অনেক যাতনা সহ্য করতে হয়।

নিনু — নিলাম।— আজ থেকেই মায়ের সুখ-দুঃখের ভার নিনু।

ছিনু — ছিলাম।— ছোটবেলায় খুব অসহায় ছিনু।

বাক — কথা, শব্দ।— মাঝ বয়সে এসে কাজী নজরুল ইসলাম বাকশক্তি হারান।

শুধাবেন — জিজ্ঞাসা করবেন, জানতে চাইবেন।— মায়েরা সন্তানদের ভালো-মন্দের কথা শুধাবেন।

সোহাগ — আদর।— প্রত্যেক মা-ই তাঁর সন্তানকে খুব সোহাগ করেন।

পাঠশালা — বিদ্যালয়। ছেলেমেয়েরা এক সাথে পাঠশালায় যায়।

খনি — মূল্যবান পদার্থের প্রাকৃতিক উৎস।— খনি থেকে ধাতু, কয়লা ইত্যাদি উৎসেলন করা হয়।

ক্রেশ — দুঃখ, কষ্ট।— সব মা-ই সন্তানের জন্য ক্রেশ স্বীকার করেন।

আশিস — দোয়া, শুভেচ্ছা।— মা তাঁর সন্তানের আশিস কামনা করে।

৩. কবিতার চরণ দেওয়া আছে, পরবর্তী চরণ লিখি।

হেরিলে মায়ের মুখ,

মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,

সকল যাতনা ভোলে

উত্তর : দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের শীতল কোলে
কতো না সোহাগে মাতা বুক্তি তরান।

৪. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

উত্তর : শ্রেণিশক্ষকের সহায়তায় পাঠ্যবই দেখে নিজে চেষ্টা করি।

৫. কবিতার প্রথম বারোটি চরণ মুখ্যস্থ লিখি।

উত্তর : শিজ্ঞাসার জন্যে চেষ্টা করি।

বলি ও লিখি।

উত্তর : কবিতাটিতে কবি প্রত্যেক মানুষের জীবনে মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন। আমাদের সবার জীবনে 'মা' কথাটি একটি মধুমাখা নাম। মায়ের মতন আপনজন পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। মায়ের আদর-ভালোবাসা আমাদের চলার পথের পাথেয়। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন করেন। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে, জীবনে সফল হলে মা খুশি হন। অন্যদিকে মায়ের আশিস পেলে সন্তানের সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়।

উত্তর : আমার মা

আমার মা পৃথিবীর প্রেষ্ঠ মা। মা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। মায়ের মুখ দেখে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। মায়ের কোলে শুয়ে আমি সব যত্নগুলু ভুলে যাই। মা আমার দুঃখে কষ্ট পান এবং আমার সুখে সুখী হন। মায়ের মমতা পৃথিবীর আর কারও কাছে পাওয়া যায় না। আদর সোহাগে মা আমার বুক ভরান। শত দুঃখ-কষ্টেও মা আমাকে দুঃখ পেতে দেন না। মা আমার পড়াশোনায় অনেক সাহায্য করেন। মায়ের দোয়া আমার চলার পথের পাথেয়।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. 'মা' কবিতাটির রচয়িতা কে?

কু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩. কাজী নজরুল ইসলাম

গু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গু সুফিয়া কামাল

উত্তর : ৩. কাজী নজরুল ইসলাম।

খ. জন্মের পর সন্তান কেমন থাকে?

কু অসহায় ৩. শক্তিশালী

গু দুষ্টু

গু বোকা

উত্তর : কু অসহায়।

গ. জন্ম নেওয়া শিশু শুধু কী জানে?

কু পড়া ৩. নাচ

গু কানা

গু খেলা

উত্তর : গু কানা।

ঘ. 'জন্ম' শব্দের অর্থ কী?

কু জন্য

গু জগৎ

উত্তর : গু জন্ম।

ঙ. জন্মের পর শিশুর চাহনি ফিরত কার পিছু পিছু?

কু বাবা

গু মা

গু ভাই

গু বোন

উত্তর : গু মা।

২. 'মা' কবিতার সারমর্ম লিখি।

উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'মা' কবিতায় মায়ের প্রতি মমতা, ভালোবাসা ও শৰ্মা প্রকাশ করেছেন। মায়ের মতো আপনজন পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। মায়ের আদর-ভালোবাসা আমাদের চলার পথের পাথেয়। জীবনের প্রতিটি ধাপে মায়ের আশীর্বাদে সন্তানের সাফল্য আসে। মা তাঁর সন্তানের সাফল্যে সবচেয়ে বেশি খুশি হন।

ঘুরে আসি সোনারগাঁও



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক পুরুষপূর্ণ তথ্যবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- শিক্ষাসফর সম্পর্কে
- পানাম নগর সম্পর্কে
- বাংলাদেশের লোকশিল্পের পরিচয়

- ঐতিহাসিক স্থান সোনারগাঁও সম্পর্কে
- গোকুশির জাদুঘর সম্পর্কে
- শিল্পী জয়নুল আবেদিনের কথা।

পাঠসংক্ষেপ

জানুয়ারির মাঝামাঝি এক শীতের সকালে সাবিহা, নমিতা, কবির, সুবীর তাদের স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে ঐতিহাসিক সোনারগাঁওয়ে শিক্ষাসফরে যায়। এটি বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান। সোনারগাঁও-এর সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা ছিল পানাম নগর।

এখানকার দালানগুলোর কারুকার্য মুগ্ধ হওয়ার মতো। ১০০ বছর আগে নির্বিত সারি দালানের স্থাপত্যশৈলী দেখে তারা অভিভূত হয়। তারা লোকশিল্প জাদুঘরে এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা রূক্ম নির্দর্শন দেখে। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক চমৎকার নির্দর্শন সোনারগাঁও। জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালা দেখে তারা আরও মুগ্ধ হয়।

৪. বানান সর্তর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : সুশৃঙ্খল, নারায়ণগঞ্জ, সুবর্ণ, অঞ্চল, সমৃদ্ধ, প্রসিদ্ধ, অভূতপূর্ব, স্থাপত্যশৈলী, সংস্কৃতি, নির্দর্শন, মিথ্যা, কাঁথা, শিল্পী, অস্তগামী, সৃতি।

প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূল্যায়নের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অভিযন্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



১. শব্দগুলো পাঠ থেকে ঝুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ইতিহাসিক, গম্ভুজ, বঙ্গদেশ, স্থাপত্য, নির্দর্শন, শাসনকর্তা, অঞ্চল, সমৃদ্ধ, প্রসিদ্ধ, মসলিন, বিলিতি, অভূতপূর্ব, অস্তগামী, সৃতি, লোকশিল্প, বিস্মিত, বাহার, ম্যাপ, কদর, খ্যাত।

উত্তর :

ইতিহাসিক — ইতিহাস সংক্রান্ত।

গম্ভুজ — চূড়া।

বঙ্গদেশ — বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগের অবিভক্ত অঞ্চল।

স্থাপত্য — স্থাপনাকেন্দ্রিক শিল্পকর্ম।

নির্দর্শন — দৃষ্টিকৃত।

শাসনকর্তা — প্রধান শাসক।

অঞ্চল — স্থান, দেশের ভূখণ্ডে বিভাগ, রাজ্য।

সমৃদ্ধ — উন্নত।

প্রসিদ্ধ — বিখ্যাত।

মসলিন — বিখ্যাত বস্ত্র, একসময় বাংলাদেশে তৈরি হতো।

বিলিতি — বিলাত বা ইংল্যান্ডের কোনো কিছু।

অভূতপূর্ব — পূর্বে যা দেখা যায়নি বা ঘটেনি।

অস্তগামী — পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে এমন।

সৃতি — মনে রাখা।

লোকশিল্প — গ্রামের সাধারণ মানুষের তৈরি শিল্প।

বিস্মিত — অবাক হওয়া, আশ্চর্য, হতবাক।

বাহার — শোভা, সৌন্দর্য।

ম্যাপ — মানচিত্র।

কদর — মান্য, সম্মান, খাতির।

খ্যাত — সুপরিচিত, বিখ্যাত।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

প্রশ্ন ॥ ১. সোনারগাঁও কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বদিকে নারায়ণগঞ্জ জেলায় সোনারগাঁও অবস্থিত। ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার।

প্রশ্ন ॥ ২. গোয়ালদি মসজিদ কী জন্যে বিখ্যাত?

উত্তর : মুঘল স্থাপত্যের চমৎকার নির্দর্শন হিসেবে এখনো টিকে আছে বলে গোয়ালদি মসজিদ বিখ্যাত। এটি এক-গম্ভুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ। ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩. পানাম নগর কী জন্য প্রসিদ্ধ?

উত্তর : সোনারগাঁওয়ের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা ছিল পানাম নগর। নগরের মধ্যে আরেক নগর। পানাম নগর কাপড় তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন ॥ ৪. লোকশিল্প কাকে বলে?

উত্তর : গ্রামীণ মানুষের তৈরি শৈলিন জিনিসপত্রকে বলে লোকশিল্প। লোকশিল্পের মধ্যে রয়েছে কাঠের তৈরি জিনিস, মুখোশ, মৃৎপাত্র ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৫. লোকশিল্প জাদুঘর কেন দরকার?

উত্তর : একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের যাবতীয় নির্দর্শন জাদুঘরেই সংরক্ষিত থাকে। আর আমাদের দেশের সাধারণ খেটে থাওয়া গ্রামীণ মানুষেরা কাঠ, বেত, বাঁশ, মাটি ইত্যাদি দিয়ে যা কিছু তৈরি করেছেন সবই আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ। তাই এগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য লোকশিল্প জাদুঘর একান্ত দরকার।

প্রশ্ন ॥ ৬. জাদুঘর বলতে কী বুঝি?

উত্তর : যেখানে কোনো একটি দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের, শিল্প-সংস্কৃতির যাবতীয় নির্দর্শন সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাকে জাদুঘর বলে। এখানে একটি দেশের সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের সব নির্দর্শন প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জাদুঘরে গিয়ে তার দেশের প্রাচীন নির্দর্শনগুলো দেখতে পারে, জানতে পারে তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে।

প্রশ্ন ॥ ৭. সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী তন্ত্রজ্ঞ আবেদিন।



৩. ঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) টিক দিই।

ক. 'ঘুরে আসি সোনারগাঁও' গানে শিক্ষা সফরে সবাই কোথায় যাচ্ছিল-

১. যাত্রাবাড়ি ✓ ২. সোনারগাঁও

৩. পাহাড়পুর ৪. চট্টগ্রাম

খ. লোকশিল্প জাদুঘরের প্রবেশ পথটি কেমন-

✓ ১. দারুণ কারুকাজ করা ২. সাধারণ

৩. অনেক পুরানো ৪. নতুন

গ. মসলিন কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান-

১. নারায়ণগঞ্জ ✓ ২. সোনারগাঁও

৩. গুলিস্তান ৪. নওগাঁ

ঘ. ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল-

১. পূর্ব বাংলার রাজধানী ২. দক্ষিণ বাংলার রাজধানী

✓ ৩. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী ৪. উত্তর বাংলার রাজধানী

ঙ. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন-

✓ ১. ঈশা খা ২. তিতুমীর

৩. আলীবর্দি খা ৪. নবাব আহসানউল্লাহ

চ. ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব-

✓ ১. ২৭ কিমি ২. ২২ কিমি

৩. ২৫ কিমি ৪. ২৮ কিমি

৪. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

সমৃদ্ধ এলাকা

গোয়ালদি

প্রাচীন মসজিদ

লোকশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা

মসলিন কাপড়

সোনারগাঁও এর শাসনকর্তা

জয়নুল আবেদিন

জগৎ জোড়া খ্যাত

ঈশা খা ছিলেন

পানাম নগর

উত্তর :

সমৃদ্ধ এলাকা পানাম নগর

প্রাচীন মসজিদ গোয়ালদি

মসলিন কাপড় জগৎ জোড়া খ্যাত

জয়নুল আবেদিন লোকশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা

ঈশা খা ছিলেন সোনারগাঁও এর শাসনকর্তা

৫. আমার নিজের গ্রাম বা শহরের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করি।

উত্তর : আমার গ্রামের বর্ণনা : আমার গ্রামের নাম বোরগাঁও। গ্রামটি ছবির মতো সুন্দর। আম, জাম, কাঠাল, বাঁশঝাড়ের নিবিড় ছায়ায় ঢাকা গ্রামের ঘরগুলো। এখানে আছে কদম, শিউলি, বকুল, শিমুল ইত্যাদি ফুলের গাছ। প্রতি মৌসুমে নানারকম ফুলে রঙিন হয়ে ওঠে আমাদের গ্রাম। আমাদের গ্রামে আছে নানা পেশার, নানা ধর্মের মানুষ। গ্রামের মাঠে মাঠে ফলে ধান, গম, পাট, সরিষা, আখ ইত্যাদি। এ গ্রামের সবাই মিলে মিশে বাস করে। আমি আমার গ্রামকে খুব ভালোবাসি।

৬. একই অর্থ বোঝায় এরকম কহেকটি শব্দ লিখি।

ফুল - পুষ্প, কুসুম, মঞ্জরী, প্রসূন, পুষ্পক

পানি - জল, বারি, সলিল, নীর, অম্বু

পৃথিবী - জগৎ, ধরণী, ধূরিত্তি, ভূবন, বসুন্ধরা

নদী - তটিনী, গাঁং, প্রবাহিনী, কল্লোলিনী

পতাকা - কেতন, বাঙ্গা, নিশান, বৈজয়ন্তী, ধৰ্জা

৭. বিপরীত শব্দ লিখি।

সকাল	বিকাল	উত্তর :	সকাল	বিকাল
যাওয়া		যাওয়া	আসা
আনন্দ		আনন্দ	বেদনা
মিষ্টি		মিষ্টি	তেতো
রোদ		রোদ	বৃষ্টি
প্রথম		প্রথম	শেষ

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ক. মনে করো, একজন বিদেশির সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে।

যিনি আগে কখনো বাংলাদেশে আসেননি। তিনি বাংলাদেশের আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সেক্ষেত্রে তুমি তাকে কোথায় যাওয়ার পরামর্শ দেবে এবং কেন?

উত্তর : একজন বিদেশি বাংলাদেশের আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি তাকে লোকশিল্প জাদুঘরে যাওয়ার পরামর্শ দেব।

বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের আচার, অনুষ্ঠান, শিল্প, সংস্কৃতি সংরক্ষিত আছে লোকশিল্প জাদুঘরে। সেখান থেকে তিনি খুব সহজেই আমাদের দেশের আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। লোকশিল্প জাদুঘরের নির্দর্শনসমূহ তাকে মুগ্ধ করবে। তাই আমি কোনো বিদেশি বন্ধুকে লোকশিল্প জাদুঘরে যাওয়ার পরামর্শ দেব।

খ. নিচের মেকোনো একটি বিষয় নিয়ে ৮টি বাক্য লিখি।

সোনারগাঁও

জাদুঘর

সৃতিসৌধ

শহিদ মিনার

উত্তর : নিচে সোনারগাঁও বিষয়ে আটটি বাক্য দেখা হলো—

১. সোনারগাঁও একটি প্রাচীন নগর।

২. এটি ঢাকা থেকে ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

৩. সোনারগাঁও প্রবেশের প্রথমেই চোখে পড়ে একটি একগজুজ বিশিষ্ট মসজিদ।

৪. এই মসজিদের নাম গোয়ালদি মসজিদ।

৫. এটি মোগল স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নির্দর্শন।

৬. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও।

৭. এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন ঈশা খা।

৮. সোনারগাঁওয়ের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা পানাম নগর।



১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. সুতি কাপড় তৈরির প্রধান কেন্দ্র ছিল কোনটি?

- সোনারগাঁও ইসলামপুর

- টাঙ্গাইল পাবনা

উত্তর : সোনারগাঁও।

খ. সোনারগাঁও কোন কাপড়ের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে?

- সুতি সিক্ক

- জামদানি রেশমি

উত্তর : সুতি।

গ. সোনারগাঁও কীসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল?

- মসলিনের জন্য জামদানির জন্য

- বিলিতি কাপড়ের জন্য রেশমি কাপড়ের জন্য
উত্তর : মসলিনের জন্য।

ঘ. কখন দেশ কাপড়ের কদর করে যায়?

- মোগলরা আসার পর পাঠানরা আসার পর

- আর্যরা আসার পর ইংরেজরা আসার পর

উত্তর : ইংরেজরা আসার পর।

ঙ. সগর্বৈ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে-

- মসলিন নকশি কাঁথা

- পুরানো দালান সবুজ গাছপালা

উত্তর : পুরানো দালান।

বীরপুরুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গৃহস্থূর্ণ তথ্যবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- শিশুদের কলনা প্রবণতা সম্পর্কে
- মায়ের মেহ লাভের জন্য সন্তানের ব্যাকুলতা সম্পর্কে
- পালকি ও পালকি বাহকদের সম্পর্কে।

কবি পরিচিতি



নাম : প্রকৃত নাম : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। ছন্দনাম : 'ভানুসিংহ ঠাকুর'।

পিতৃমাতৃ পরিচয় : পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা : সারদা দেবী।

জন্ম : ৭ই মে, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান : জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত।

শিক্ষাজীবন : রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন।

পেশা/কর্মজীবন : ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ তার পিতার আদেশে বিষয়কর্ম পরিদর্শক নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জয়মিদারি দেখাশোনা করেন।

সাহিত্যসাধনা : মানসী, মোনার তরী, গীতাঞ্জলি, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গা, চোখের বালি প্রভৃতি।

পুরস্কার ও সম্মান : নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট (১৯১৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট (১৯৩৬), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট (১৯৪০)।

মৃত্যু : ৭ই আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।

পাঠসংক্ষেপ

শিশুর কলনাপ্রবণ। বিশুকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এ কবিতাটিতে কলনাপ্রবণ এক শিশুর কলনা ফুটিয়ে তুলেছেন। শিশুটি মাকে নিয়ে দূর দেশে চলেছে। মা পালকিতে বসে আছেন, আর সে লাল একটা ঘোড়ায় চড়ে পালকিটার পাশাপাশি চলেছে। তার কলনায় সে দেখতে পায়, তাদের পালকি নির্জন জোড়ানিটির মাঝে একে ডাকাতদল তাতেক আক্রমণ করে। শিশুটি বীরপুরুষের মতো

ডাকাতদের মোকাবিলা করে। ডাকাতদের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া বেহারারা আবার ফিরে আসে। খোকা বীরপুরুষের মতো মায়ের কাছে এলে মা তাকে বাহবা জানীয় এবং কোলে তুলে নিয়ে চুম্ব খেয়ে বলেন, ভাগ্য ভালো যে খোকা তার সঙ্গে ছিল। শিশুটির একজনপ্রবণতাই এ কবিতার মূলভাব।

✓ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : ঘোড়া, ফাঁক, সূর্য, জোড়াদিঘি, খুর, কাঁপা, ধুধু, কঁটাবন, সোঁতা, স্মরণ, দুর্দশা, তলোয়ার, রাঙা।

■ প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অভিযন্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. জেনে নিই।

শিশুরা কঞ্জনা করতে ভালোবাসে। এই কবিতাটিও তেমনি এক ছেটা শিশুর কঞ্জনা। কঞ্জনায় সে মায়ের সঙ্গে দূর দেশে যায়। পথে সে ডাকাতদের মোকাবিলা করে, বীরের মতো লড়াই করে মাকে রক্ষা করে।

2. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য সিখি।

টগবগিয়ে, রাঙা, পাট, জোড়াদিঘি, স্মরণ, বেয়ারা (বেহারা), থরথর, বনৰনিয়ে, দুর্দশা, সোঁতা।

উত্তর :

টগবগিয়ে — পানি ফুটবার মতো শব্দ করে, ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ করে। — ঘোড়া টগবগিয়ে চলে।

রাঙা — রঙিন। — সম্ম্যার আকাশ অনেকটা রাঙা দেখায়।

পাট — আকাশের পশ্চিম দিকের শেষ ভাগে, অস্তাচল, যেখানে সূর্য ডোবে। — সম্ম্যাহ হলে সূর্য নামে পাটে।

জোড়াদিঘি — যেখানে পাশাপাশি দুটি দিঘি রয়েছে। — বাংলাদেশের অনেক স্থানেই জোড়াদিঘি দেখা যায়।

স্মরণ — মনে করা। — আমরা ভাষাশহিদদের শ্রম্ভাঙ্গে স্মরণ করি।

বেয়ারা (বেহারা) — যারা কাঁধে পালকি বহন করে। — বিয়েতে বেয়ারারা দুর্ত হেঁটে যাচ্ছে।

থরথর — প্রচঙ্গ কম্পন। — পৌষ্ণের শীতে সবাই থরথর করে কাঁপে।

বনৰনিয়ে — বনবন শব্দ করে। — থালাবাসন ধুতে নিলে তা বনৰনিয়ে ওঠে।

দুর্দশা — খারাপ অবস্থা। — পর্ডাশোনা না করায় ছেলেটির অবস্থা বেশ দুর্দশাপ্রস্ত।

সোঁতা — বহমান জলের মৃদু ধারা, ক্ষীণ দ্রোত বা প্রবাহ। — নদীতে ত্রিজ দিলে পানির গতি সোঁতা হয়ে যায়।

3. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || ১. খোকা মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?

উত্তর : খোকা মাকে নিয়ে বিদেশে অনেক দূরে যাচ্ছে। খোকার একান্ত সাধ দেশ-বিদেশ খুরে বেড়াবে। তার এই দেশভ্রমণে সাধি হবে একমাত্র তার মা। কারণ সে তার মাকে খুব ভালোবাসে।

■ প্রশ্ন || ২. মা ও খোকা কীভাবে যাচ্ছে?

উত্তর : মা যাচ্ছেন পালকিতে চড়ে দরজা দুটো একটু ফাঁক করে। আর খোকা যাচ্ছে রাঙা ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে রাস্তায় ধলোর মেঘ উড়িয়ে মায়ের পাশে পাশে।

■ প্রশ্ন || ৩. তারা কখন জোড়াদিঘির মাঠে পৌছাল? এমন সময় কী ঘটল?

উত্তর : সম্ম্যাবেলো সূর্য যখন পাটে নামল, তখন তারা জোড়াদিঘির মাঠে পৌছাল।

এমন সময় যা ঘটল : তারা যখন জোড়াদিঘির মাঠে পৌছাল তখন হা রে রে চিক্কার করে ডাকাতরা পালকি আক্রমণ করল। তখন খোকা বীরপুরুষের মতো যুদ্ধ করে ডাকাতদের মেরে মাকে রক্ষা করল।

■ প্রশ্ন || ৪. বেয়ারারা কোথায় পালাল?

উত্তর : ডাকাতরা পালকি আক্রমণ করলে বেয়ারারা বা যারা পালকি বহন করে নিয়ে আসছিল তারা ডাকাতদের ভয়ে পাশের কঁটাবনে পালাল।

■ প্রশ্ন || ৫. ‘ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল’ — মা একথা বললেন কেন?

উত্তর : ডাকাতদের আক্রমণ থেকে খোকা তার মাকে রক্ষা করে। খোকা এ সময় সাথে না থাকলে ডাকাতদল তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ত। মা ও বেয়ারাদের অনেক দুঃখ ও দুর্দশা হতো। এমনকি ডাকাতদল তাদের মেরেই ফেলত। তাই মা বললেন, ‘ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল।’

■ প্রশ্ন || ৬. বীরপুরুষ কে? সে কাদের হারিয়ে বীরপুরুষ হলো?

উত্তর : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বীরপুরুষ’ কবিতার ছেটা খোকাই বীরপুরুষ।

খোকা যাদের হারিয়ে বীরপুরুষ হলো : খোকা তার মাকে নিয়ে দিনে দুর্তে দাওয়ার সময় এক সম্ম্যায় তারা জোড়াদিঘির

মাঠে এসে পৌছল। এমন সময় ডাকাত দল তাদের আক্রমণ করল। খোকা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে ডাকাতদের পরাভূত করল। অনেকের মাথা কাটা গেল, অন্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। তাদেরকে হারিয়েই খোকা বীরপুরুষ হলো।

8. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থের পার্থক্য জেনে নিই ও শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্যগুলো শুন্ধ উচ্চারণে পড়ি।

কাটা	অঘৃন মাসে ধান কাটা শেষ হয়েছে।
কাটা	চোরাক্কাটায় মাঠ ভরে আছে।
কোন	তুমি কোন কাজ করবে?
কোণ	ঘরের কোণে বসে থাকলে চলবে না, কাজে নেমে পড়ো।

9. বিপরীত শব্দ জেনে নিই ও বাক্য তৈরি করি।

ভয়	- সাহস,	সাহসের কাছে সবাই পরাজিত হয়।
বিদেশ	- স্বদেশ,
দূরে	- কাছে,
সকাল	- সন্ধ্যা,
আলো	- আঁধার, অন্ধকার,

উত্তর :

ভয়	- সাহস	সাহসের কাছে সবাই পরাজিত হয়।
বিদেশ	- স্বদেশ	স্বদেশকে অবশ্যই তালোবাসতে হবে।
দূরে	- কাছে	কাছের মানুষকে পর করতে নেই।
সকাল	- সন্ধ্যা	সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তোমার জন্য বসে আছি।
আলো	- আঁধার, অন্ধকার	অন্ধকারে সাধারণে পথ চলতে হয়।

10. পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

1. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. রাঙা ধূলোয় কী উড়ে আসে?
 মাটি মেঘ
 বৃক্ষ পরি
উত্তর : মেঘ।

খ. খোকাৰ মা কীসে চড়ে যাচ্ছিল?
 গুৱুৰ গাঢ়িতে
 ঘোড়াৰ গাঢ়িতে
 পালকিতে নৌকায়
উত্তর : পালকিতে।

গ. 'রাস্তা' শব্দের 'স্ত' যুক্ত বর্ণটির বিভাজন হলো—
 স + থ স + হ
 স + ত থ + স
উত্তর : স + ত।

১১. 'বীরপুরুষ' কবিতায় 'ধূ-ধূ' শব্দ আছে, এ রকম আরও শব্দের ব্যবহার জেনে নিই।

ধূ-ধূ — চারদিকে মানুষজন নেই, গ্রামটা যেন ধূ-ধূ করছে।
হু-হু — হু-হু করে হাওয়া বইছে।
শৌ-শৌ — শৌ-শৌ করে বাতাস ছুটছে।
ঝনঝন — কাচের আয়নটা ঝনঝন করে ভেঙে গেল।
ভন্ভন — ময়লা জায়গাটায় ভন্ভন করে মাছি উড়ছে।

12. কবিতাটি স্পষ্ট ও শুন্ধ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করি।

উত্তর : 'বীরপুরুষ' কবিতাটি শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় স্পষ্ট ও শব্দ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি কর।

13. কর্ম-অনুশীলন।

আমি যদি বীরপুরুষ হতাম তাহলে কী করতাম তা লিখে জানাই।

উত্তর : আমি বীরপুরুষ হলো যা করতাম তা হলো—

- আমি যদি বীরপুরুষ হতাম তাহলে পৃথিবীর কোনোকিছুকে ভয় করতাম না।
- দেশ গড়াৰ কাজে আত্মনিয়োগ করতাম।
- সকল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াতাম।
- সকল প্রকার সম্প্রাদের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াতাম।
- সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতাম। বিশেষ করে অসহায়, আশ্রয়হীন, দরিদ্র, ক্ষুধার্ত মানুষদের সহযোগিতা করতাম।

14. কখন সূর্য পাটে নামে?

<input checked="" type="checkbox"/> সকালে	<input checked="" type="checkbox"/> সন্ধ্যায়
<input checked="" type="checkbox"/> বিকালে	<input checked="" type="checkbox"/> দুপুরে

উত্তর : সন্ধ্যায়।

15. 'বীরপুরুষ' কবিতার সারমর্ম লিখি।

উত্তর : শিশুৰা কল্পনাপ্রবণ। বিশুকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ তাঁৰ এ কবিতাটিতে কল্পনাপ্রবণ এক শিশুৰ কল্পনা ফুটিয়ে তুলেছেন। শিশুটি মাকে নিয়ে দূর দেশে চলেছে। মা পালকিতে বসে আছেন, আৱ সে লাল একটা ঘোড়ায় চড়ে পালকিটাৰ পাশাপাশি চলেছে। তাৰ কল্পনায় সে দেখতে পায়, তাদেৱ পালকি নির্জন জেডানিঘিৰ মাঠে এলে ডাকাতদল তাদেৱ আক্ৰমণ কৰে। শিশুটি বীরপুৰুষেৰ মতো ডাকাতদেৱ মোকাবিলা কৰে। ডাকাতদেৱ তয়ে পালিয়ে যাওয়া বেহাৱারাৰ আৱাৰ ফিরে আসে। খোকা বীরপুৰুষেৰ মতো মায়েৰ কাছে এলে মা তাকে বাহুবাৰ্জন্য এবং কোলে তলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলেন, ভাগ্য ভালো যে খোকা তাৱ সঙ্গে ছিল। শিশুটিৰ এ কল্পনাপ্রবণতাই এ কবিতার মূলভাব।

www.answer.com

পাহাড়পুর



প্রাক-অনুশীলন

বন্ধুরা, এসে আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

✓ এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের বিবরণ
- বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিচয়
- পাহাড়পুরের বর্তমান অবস্থা।
- সম্ব্যাবতীর ঘাট সম্পর্কে
- পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার নির্মাতাদের পরিচয়

✓ পাঠসংক্ষেপ

বৌদ্ধ ধর্মচার কেন্দ্র পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার। এর ধ্বংসাবশেষ বাংলার বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দর্শন। একসময় মাটির নিচে ঢাকা পড়ে হারিয়ে যায় বিহারটি। দীর্ঘকাল পর ১৮৭৯ সালে বিহারটি আবিষ্কার করা হয়। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল এ বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আরও রয়েছে সম্ব্যাবতীর ঘাট।

✓ বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : সুপ্রাচীন, বৌদ্ধবিহার, ভিক্ষুগণ, স্তূপ, আলেকজান্ডার, কানিংহাম, পুরাকীর্তি, আবিষ্কার, বিস্তৃত, মৃত্তি, প্রাণকেন্দ্র, সম্ব্যাবতী, দুর্লভ।

■ প্রিয় বন্ধুরা, এবার আমরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



1. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বিহার, সুপ্রাচীন, ভিক্ষু, স্তূপ, বিশাল, প্রাণকেন্দ্র, দুর্লভ, আবিষ্কার, মানঘাট, ধর্মচর্চ।

উত্তর :

বিহার — বৌদ্ধ মঠ।

সুপ্রাচীন — পুরাতন (পুরানো), বহুকাল আগের।

ভিক্ষু — বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী (যাঁরা সংসার করেন না); তাঁদের পরনে থাকে কাষাই (গেরুয়া) রঙের লম্বা কাপড়, মাথা থাকে মোড়ানো এবং চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া সব কিছুতেই থাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য।

স্তূপ — চিবি, চিবির মতো বৌদ্ধদের সমাধি।

বিশাল — অনেক বড়, প্রকাঙ্গ, বিস্তীর্ণ।

প্রাণকেন্দ্র — প্রধান জায়গা।

দুর্লভ — যা সহজে লাভ করা যায় না বা পাওয়া যায় না।

আবিষ্কার — উৎসাবন, নতুন কিছু তৈরি।

মানঘাট — গোসল করার জায়গা।

ধর্মচর্চ — ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও অনুশীলন করা।

2. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বিসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রাণকেন্দ্র	স্তূপ	দুর্লভ	বিশাল	বিহার	সুপ্রাচীন
--------------	-------	--------	-------	-------	-----------

ক. পাহাড়পুর ছাড়াও আমাদের দেশে আরও রয়েছে।

খ. আমাদের দেশে মঠ রয়েছে।

গ. টেবিলের উপর ধূলোবালি পড়ে ময়লার হয়ে আছে।

ঘ. আকাশ অনেক।

ঙ. ঢাকা বাংলাদেশের।

চ. জানুয়ারে অনেক জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তর :

ক. পাহাড়পুর ছাড়াও আমাদের দেশে আরও বিহার রয়েছে।

খ. আমাদের দেশে সুপ্রাচীন মঠ রয়েছে।

ঠ. টেবিলের উপর ধূলোবালি পড়ে ময়লার স্তূপ হয়ে আছে।

১. আকাশ অনেক বিশাল।

২. ঢাকা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র।

৩. জানুয়ারে অনেক দুর্লভ জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

৪. ঠিক উভারটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

৫. বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ভিক্ষুগণ থাকতেন-

- | | |
|-------------------|---------------|
| ✓ ১. বৌদ্ধ বিহারে | ২. পাহাড়পুরে |
| ৩. বদলগাছিতে | ৪. জামালপুরে |

৬. আলেকজান্ডার কানিংহাম এই পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন-

- | | |
|--------------|----------------|
| ১. ১৭৭৯ সালে | ✓ ২. ১৮৭৯ সালে |
| ৩. ১৯৭৯ সালে | ৪. ১৬৭৯ সালে |

৭. বিহার এলাকাটি বিস্তৃত-

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ১. ৫০ একর জুড়ে | ✓ ২. ৪০ একর জুড়ে |
| ৩. ৬০ একর জুড়ে | ৪. ৩০ একর জুড়ে |

৮. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন ॥ ক ॥ পাহাড়পুর নামটা কীভাবে হলো?

উত্তর : পাহাড়পুর একটা বড় বিহার। অনেকে মনে করেন যুগ যুগ ধরে উড়ে আসা ধূলোবালি ও মাটি এটির চারদিকে জমতে থাকে। একসময় মাটির স্তুপে এটি ঢাকা পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। সেই থেকে নাম হয়ে যায় পাহাড়পুর।

■ প্রশ্ন ॥ খ ॥ এখানে কতবছর আগে কারা থাকত?

উত্তর : এখানে চৌল্দশ বছর আগে বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষুরা থাকত।

■ প্রশ্ন ॥ গ ॥ বিহারটির মাঝখানে কী কী আছে?

উত্তর : বিহারটির মাঝখানে বিশাল উঠান এবং একটি সুন্দর মন্দির আছে।

■ প্রশ্ন ॥ ঘ ॥ বৌদ্ধ বিহারটির মাটি ও দেয়াল কোন রঙের এবং কী দিয়ে তৈরি?

উত্তর : বৌদ্ধ বিহারটির মাটি ও দেয়াল লালচে রঙের।

ঘ দিয়ে তৈরি : বিহারটির দেয়াল তৈরি করা হয়েছে পোড়ামাটি দিয়ে এবং বাইরের দেয়ালের গায়ে নানা রকম ফুল-ফল, পাখি, পুতুল, মৃত্তি ইত্যাদি বানানো আছে।

৯. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে বাক্য পঢ়ি ও লিখি।

পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন

১৭৭৩ ছোট ঘর।

ভিক্ষুগণ সেখানে

সোমপুর মহাবিহার।

মাটির স্তুপে ঢাকা পড়ে

বৌদ্ধবিহার।

পাহাড়পুরের আরেক নাম

সম্ম্যাবতীর ঘাট।

ভিতরে সুন্দর সারি বাঁধা

পাহাড় হয়ে যায়।

বিহারের দক্ষিণ কোণে রয়েছে

ধর্মচর্চা করতেন।

উত্তর :

ক. পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার।

খ. ভিক্ষুগণ সেখানে ধর্মচর্চা করতেন।

গ. মাটির স্তুপে ঢাকা পড়ে পাহাড় হয়ে যায়।

ঘ. পাহাড়পুরের আরেক নাম সোমপুর মহাবিহার।

ঙ. ভিতরে সুন্দর সারি বাঁধা ১৭৭৩ ছোট ঘর।

চ. বিহারের দক্ষিণ কোণে রয়েছে সম্ম্যাবতীর ঘাট।

৬. বাক্য রচনা করি।

ভিক্ষু, ধর্মচর্চা, আবিষ্কার, প্রাণকেন্দ্র, মানঘাট।

উত্তর :

ভিক্ষু — বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

ধর্মচর্চা — বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুগণ ধর্মচর্চা করতেন।

আবিষ্কার — আলেকজান্ডার কানিংহাম পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার করেন।

প্রাণকেন্দ্র — পাহাড়পুর ছিল উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।

মানঘাট — বিহারটিতে আছে মানঘাট, কৃষ্ণ, থাবার ঘর ইত্যাদি।

৭. কথাগুলো বুঝে নিই।

উড়ে আসা — বাতাসের সঙ্গে যা কিছু উড়ে আসতে পারে তাকে বলে উড়ে আসা, যেমন— উড়ে আসা গাছের পাতা, উড়ে আসা পাখি ইত্যাদি।

পাঢ়ি দেওয়া — এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌছানো বা পার হওয়াকে বলা হয় পাঢ়ি দেওয়া। যেমন— সাত সমন্বয় পাঢ়ি দেওয়া সবার কাজ নয়।

দুর্লভ জিনিসপত্র — যেসকল জিনিস সহজে লজ্জ বা পাওয়া যায় না তাকেই দুর্লভ জিনিসপত্র বলে।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ক. পাহাড়পুর পাঠে যেসব স্থান ও বাস্তুর নাম আছে সেসব নামের একটি তালিকা তৈরি করি। আমার তালিকাটি পাশের বশ্যুর সাথে মিলিয়ে নিই।

উত্তর : পাহাড়পুর পাঠে যেসব স্থান ও ব্যক্তির নাম আছে সেসব নামের তালিকা নিচে তৈরি করা হলো—

স্থানের নাম : ১. পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, ২. কুমিল্লার ময়নামতির 'শালবন বিহার', ৩. নওগাঁ জেলা, ৪. বদলগাছ উপজেলা, ৫. সম্ম্যাবতীর ঘাট।

ব্যক্তির নাম : ১. আলেকজান্ডার কানিংহাম, ২. রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল।

খ. ময়নামতির 'শালবন বিহার' দিয়ে ৫টি বাক্য লিখি।

উত্তর : নিচে ময়নামতির 'শালবন বিহার' সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখা হলো—

১. কুমিল্লার ময়নামতিতে খননকৃত সব প্রত্ননির্দশনের মধ্যে শালবন বিহার অন্যতম।
২. লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় এ বিহারটির অবস্থান।
৩. বিহারটির আশপাশে একসময় শাল-গজারির ঘন বন ছিল বলে এ বিহারটির নামকরণ হয়েছিল শালবন বিহার।
৪. বিহারে পোড়ামাটির নানা ধরনের ফলক আছে।

৫. বাক্যগুলো গোৱাচা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মচর্চা করতেন।



১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

- ক. পাহাড়গুর কোল জেলার অবস্থিত?
 ১) রংপুর ২) নওগাঁ
 ৩) ঢাকা ৪) খুলনা
 উত্তর : ১) নওগাঁ।

২. কে পাহাড়গুর আবিষ্কার করেন?

- ১) শোগাল
 ২) আলেকজান্দার কানিংহাম
 ৩) প্রতাপগাল ৪) ধর্মগাল
 উত্তর : ২) আলেকজান্দার কানিংহাম।

৩. পাহাড়গুরের আরেক নাম কী?

- ১) সমুদ্রসৈকত ২) পার্বতা অঞ্চল
 ৩) ময়ুড়মি ৪) সোমপুর বিহার
 উত্তর : ৩) সোমপুর বিহার।

৪. রাজা বিজীর ধর্মশাল কোল ধর্মশালটি ছিলেন?

- ১) বৌদ্ধ
 ২) খ্রিস্টান ৩) জৈন
 উত্তর : ১) বৌদ্ধ।

৫. যে ছৃঞ্জিতে সোমপুর বিহার বিস্তৃত তার রং কী?

- ১) লালচে ২) কালচে ৩) ধূসর ৪) মেটে
 উত্তর : ৩) লালচে।

লিপির গল্প



প্রাক-অনুশীলন

বস্তুরা, এসো আবরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

প্রাপ্তি থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- লিপি বা বর্ণমালা পরিচা
- লিপি আবিষ্কার ইতিহাস

পাঠসংক্ষেপ

গঙ্গাভূমি যাওয়ার কারণ থেকে মানুষের মাধ্যমে লিপি তৈরির চিন্তা এলো। লিখন পদ্ধতি ও লিপির ব্যবহারের মধ্য দিয়েই শুরু হলো সভ্যতার পথে মানুষের নতুন যাত্রা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কে প্রথম লিপি আবিষ্কার করেছিল তা জানা না গেলেও আধুনিককালের লিপি আবিষ্কারক কেরিয়ার রাজা সে জং এবং ইউরোপের ধর্মবাজক সন্ত সিরিল। বাংলা লিপিও এসেছে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। পূর্বে এ লিপির নাম ছিল বজ্জলিপি। মূলত এখানে লিপিমালা আবিষ্কারের তথ্য জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : খোকস, বেজামা, আবিষ্কার, সাক্ষর, শূল্য, পৃথিবী, আবৃত্তি, বক্তৃতা, আলফাবেট, প্রাগৈতিহাসিক, ত্রাশী, মহেজোদারো, প্রত্তুতাত্ত্বিক, উন্ধার, গবেষণা।

প্রিয় বস্তুরা, এবার আবরা মূলপাঠের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর এবং পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলন করব।

অনুশীলন

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



১. জেনে নিই।

লিপির গঠনটি একটি কর্মোপকরণব্যৱস্থা রচনা। ভাষার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে কীভাবে ধীরে ধীরে বর্ণমালা বৃপ্ত হয়েছে?

তার ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের 'আলোচনার মাধ্যমে লিপিমালা আবিষ্কারের তথ্য জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

অভ্যাস, সাক্ষর, বন্ধন, বঙ্গালিপি, বৃপ্তান্তর।

উত্তর :

- স্বত্বাব।
- অক্ষরজ্ঞান, বর্ণ চেনে এমন।
- বাংধন।
- বাংলা ভাষার বর্ণ বা হরফ।
- পরিবর্তন।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অভ্যাস	বন্ধন	সাক্ষর	বৃপ্তান্তর	বঙ্গালিপি
--------	-------	--------	------------	-----------

- ক. লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।
- খ. চা খাওয়ার সময় বাবার পত্রিকা পড়ার।
- গ. বাক্যটি সাধু থেকে চলিত ভাষায় করো।
- ঘ. বাংলা লিপির পুরানো নাম।
- ঙ. মানুষের সাথে মানুষের দৃঢ় হোক।

উত্তর :

- ক. সাক্ষর লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।
- খ. চা খাওয়ার সময় বাবার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস।
- গ. বাক্যটি সাধু থেকে চলিত ভাষায় বৃপ্তান্তর কর।
- ঘ. বাংলা লিপির পুরানো নাম বঙ্গালিপি।
- ঙ. মানুষের সাথে মানুষের বন্ধন দৃঢ় হোক।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করি।

- তৃষ্ণি খুব প্রশ্ন করেছ।
- আবার নতুন করে নতুন বানাতে হতো।
- লিপিকে কেউ বলেন।
- বঙ্গালিপি থেকেই এসেছে।

উত্তর :

- তৃষ্ণি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ।
- আবার নতুন করে নতুন গুরু বানাতে হতো।
- লিপিকে কেউ বলেন লিখন পদ্ধতি।
- বঙ্গালিপি থেকেই বাংলালিপি এসেছে।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বিপরীত শব্দ লিখি ও বাক্য রচনা করি।

- বিলুপ্ত —
- শিক্ষক —
- আনন্দ —
- চিন্তা —
- আবিষ্কার —
- সাক্ষর —
- প্রাচীন —

শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য রচনা
বিলুপ্ত	প্রচলিত	গন্তব্য বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী।
শিক্ষক	ছাত্র	শিক্ষক ছাত্রদের পাঠদান করেন।
আনন্দ	নিরানন্দ	সবাই আনন্দ করতে ভালোবাসে।
চিন্তা	ভাবনাহীন	চিন্তা করে মনের কথাগুলো লেখ।
আবিষ্কার	অপ্রকাশিত	কম্পিউটার আবিষ্কারে সব কাজ সহজ হয়েছে।
সাক্ষর	নিরস্কর	দুনিয়াতে একসময় সাক্ষর লোক ছিল না।
প্রাচীন	অর্বাচীন	ঢাকা প্রাচীন শহর।

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || ক ১> লিপি বলতে কী বুঝি?

উত্তর : লিপি মানে লেখা। কোনো শব্দ শুনে লেখা, জিনিস দেখে লেখা। চিন্তা করে মনের কথা লেখা। লিপির সাহায্যে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি এবং সংরক্ষণ করি। সুতরাং শুন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করার ফন্দিই হলো লিপি।

■ প্রশ্ন || খ ১> লিপি তৈরির চিন্তা এলো কীভাবে?

উত্তর : যখন মানুষ লিখতে পড়তে জানত না, শুধু কথা বলতে পারত, তখন তারা বাচ্চাদের বিভিন্ন গুরু বলত। একসময় আবার গঙ্গাগুলো ভুলে যেত। তাই ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য লিপি তৈরির চিন্তা মাথায় এলো। কথাকে রেখার মাধ্যমে বন্দি করে রাখার জন্য তৈরি হলো লিপি।

■ প্রশ্ন || গ ১> লিপি আবিষ্কারকদের নাম লিখি।

উত্তর : প্রাগৈতিহাসিক কালে কে, কখন, কীভাবে লিপি আবিষ্কার করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। আধুনিককালে যারা লিপি আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেরিয়ার রাজা সে জং এবং ইউরোপের একজন ধর্মবাজক সন্ত সিরিল-এর নাম জানা যায়।

■ প্রশ্ন || ঘ ১> বাংলা লিপি কীভাবে এল?

উত্তর : বাংলা লিপি প্রথমে কে প্রচলন করেছিলেন তা জানা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে অশোক লিপি, অশোক লিপি থেকে কুটিল লিপি এবং কুটিল লিপি থেকে বঙ্গালিপি এসেছে বলে ধারণা করা হয়। এ বঙ্গালিপি থেকেই আজকের বাংলা বর্ণমালা আমরা পেয়েছি।

■ প্রশ্ন || ঙ ১> কখন থেকে মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো?

উত্তর : একসময় মানুষ কথাকে ধরে রাখতে পারত না। কিন্তু কোলের প্রকাপটে একসময় মানুষ কথাকে রেখার মাধ্যমে বিভিন্ন নামে (যেমন- বর্ণমালা, অক্ষর, হরফ, অ্যালফা-বেটা) বন্দি করে রাখা শিখল। এর ফলে মানুষ কথাবার্তা, গান্বাজনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা ধরে রাখা শুরু করল। আর এ সময়ই মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো।

৭. বুঝিয়ে লিপি।

শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বশ্বনে বন্দি করার ফন্দি হলো লিপি।

উত্তর : প্রায় ছয়-সাত হাজার বছর আগে পৃথিবীতে লোকজন লিখতে ও পড়তে জানত না। কেননা সে সময় কোনো বর্ণ বা অক্ষর ছিল না। তাই সে সময় কোনো চিঠিপত্র, বইপত্র, কালি কলম কিছুই ছিল না। গল্প বানিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়াতেন আর

ছেটের কুমত কিছু তা পরে ভুলে যেতেন। এই ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য মানুষ কথাকে রেখার মাধ্যমে বিভিন্ন নামে বন্দি করে। আর রেখাকে এই বন্দি করার ফন্দিই হলো লিপি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

নাটিকাটি শিক্ষকের সহায়তায় অভিনয় করি।

উত্তর : নাটিকাটিতে শিক্ষকসহ ১১টি চরিত্র রয়েছে। নিজেরা মিলে চেষ্টা কর।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর



১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. কোন লিপিকে প্রাচীন লিপি বলা হয়?

- Ⓐ অশোক
- Ⓑ বাংলা
- Ⓒ মিশরীয়
- Ⓓ ব্রাহ্মী

উত্তর : Ⓑ ব্রাহ্মী।

খ. বাংলা লিপি কোন লিপির পরবর্তী রূপ?

- Ⓐ ব্রাহ্মী
- Ⓑ বঙালিপি
- Ⓒ অশোক
- Ⓓ কুটিললিপি

উত্তর : Ⓑ বঙালিপি।

গ. পতিতদের ধারণা মতে, ব্রাহ্মী লিপির শেষ লিপি কোনটি?

- | | |
|--------------|--------------|
| Ⓐ অশোক লিপি | Ⓓ কুটিল লিপি |
| Ⓑ বাংলা লিপি | Ⓒ বঙালিপি |

উত্তর : Ⓑ বাংলা লিপি।

ঘ. 'প্রাচীন' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

- | | | | |
|---------|------------|-------------------|----------|
| Ⓐ প্রাচ | Ⓑ ঐতিহাসিক | Ⓒ প্রত্নতাত্ত্বিক | Ⓓ পুরাতন |
|---------|------------|-------------------|----------|

উত্তর : Ⓑ পুরাতন।

ঙ. কীভাবে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা লিপি আসে?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| Ⓐ নানা ধাপ পেরিয়ে | Ⓓ পরীক্ষার মাধ্যমে |
| Ⓑ ঘোষণার মাধ্যমে | Ⓔ পছন্দ অনুসারে |

উত্তর : Ⓑ নানা ধাপ পেরিয়ে।



খলিফা হযরত উমর (রা)



প্রাক-অনুশীলন

বশ্বুরা, এসো আমরা প্রথমেই এ পাঠের অনুশীলনে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিতে মনোযোগ দিই, যা প্রস্তুতিকে আরও সহজ করবে।

এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে

- হযরত উমর (রা)-এর পরিচয়
- হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম-পূর্ব অবস্থা
- খলিফা হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব
- হযরত উমর (রা)-এর বিচারব্যবস্থা।

- তৎকালীন সামাজিক অবস্থা

- ইসলাম গ্রহণের পর উমর (রা)-এর অবস্থা

- দ্বিনের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ

পাঠসংক্ষেপ

হযরত উমর ফারুক (রা) পবিত্র মক্কা নগরীতে ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাতাব ও মাতার নাম হানতামাহ। তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি শিক্ষিত, মার্জিত ও সচেতন অধিকারী ছিলেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি ছিলেন ইসলামের ঘোর বিরোধী। মুসলমান হয়ে তিনি দৃঢ় কঠে ঘোষণা দিলেন— আর গোপনে নয়, এবার প্রকাশ্যে কাবা শরীফের ভেতর নামাজ আদায় করব। মহানবি (স) খুশি হয়ে তাঁকে ফারুক উপাধি দেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তিনি মহানবি (স) এর সঙ্গী হয়ে বীরত্বের সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই বীরপুরুষ ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বানান সতর্কতা

শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই : দীক্ষা, যোদ্ধা, কুমিলি, জহানিয়া, নিবেদিতপ্রাণ, মৃত্যুবরণ, কিছুক্ষণ, অভিজ্ঞ, অনুপ্রাণিত।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি
এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কুস্তিগির, কোষমুক্ত, যোদ্ধা, সুবজ্ঞা, বিস্মিত, সালাত, ব্যাকুল, ফারুক,
শীয়, সংমিশ্রণ, পৃষ্ঠ, দিরহাম, বায়তুলমাল, জবাবদিহি, পত্র।

উত্তর :

কুস্তিগির — কুস্তি খেলোয়াড়। হ্যারত উমর (রা) নামকরা
কুস্তিগির ছিলেন।

কোষমুক্ত — খাপ থেকে বের করে আনা। বীরের হাতে
কোষমুক্ত তরবারি।

যোদ্ধা — যুদ্ধ করেন যিনি। তারিক বিন যিয়াদ ছিলেন
নামকরা যোদ্ধা।

সুবজ্ঞা — ভালো বক্তা, যিনি গুছিয়ে বলতে পারেন।
বজ্ঞাৰম্ভ সুবজ্ঞা ছিলেন।

বিস্মিত — অবাক হওয়া, আশ্চর্য, হতবাক। তার কথা
শুনে বিস্মিত হয়ে গেলাম।

সালাত — নামাজ। সালাত মহান আল্লাহর পক্ষ হতে
ফরজ বিধান।

ব্যাকুল — আগ্রহী, ব্যস্ত, অস্থির। বিপদে ব্যাকুল না
হয়ে দৈর্ঘ্য ধারণ করা উচিত।

ফারুক — সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী। উমর (রা) এর
উপাধি ছিল ফারুক।

শীয় — নিজ, আপন। শীয় কর্ম সবাইকে ভালো
হওয়া উচিত।

সংমিশ্রণ — একটীকরণ, মেশানো। মতিন সাহেবের আংটি
বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি।

পৃষ্ঠ — ফুল। গোলাপ পুষ্পের সৌরভ মনোরম।

দিরহাম — আরবে প্রচলিত মুদ্রার নাম। উমর (রা) বায়তুলমাল
হতে মাত্র দুই দিরহাম গ্রহণ করতেন।

বায়তুলমাল — সরকারি কোষাগার। ইসলামি রাষ্ট্রে বায়তুলমাল
হতে জনগণের জন্য খরচ করা হতো।

জবাবদিহি — কৈফিয়ত দেওয়া। উমর (রা)-এর শাসনামলে
জবাবদিহিতার চৰ্চা ছিল।

পত্র — চিঠি, লিপি। উমর (রা)-এর ন্যায়ের শাসনের কথা
শুনে ঝোমের বাদশাহ পত্র দিয়ে দৃত পাঠান।

খ. একদিন তিনি এক.....সঙ্গী নিয়ে যাচ্ছিলেন।

গ. হ্যারত উমর (রা) পৰিব্ৰত নগৱীতে
..... বংশে জন্মগ্ৰহণ কৰেন।

ঘ. তাৰ মাতাৰ নাম ও পিতাৰ নাম
.....।

ঙ. তিনি মানুষের দৃঢ়খকষ্টে ছিলেন।

হানতামাহ, খাতোব

ইসলামেৰ
দ্বিতীয় খলিফা

কুরাইশ,
জেরুজালেম

সমব্যৰ্থী

উত্তর :

ক. হ্যারত উমর (রা) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।

খ. একদিন তিনি এক কুরাইশ সঙ্গী নিয়ে জেরুজালেম যাচ্ছিলেন।

গ. হ্যারত উমর (রা) পৰিব্ৰত মুক্তা নগৱীতে কুরাইশ বংশে
জন্মগ্ৰহণ কৰেন।

ঘ. তাৰ মাতাৰ নাম হানতামাহ ও পিতাৰ নাম খাতোব।

ঙ. তিনি মানুষের দৃঢ়খকষ্টে ছিলেন সমব্যৰ্থী।

৩. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের
সঙ্গে মিল কৰি।

উত্তর :

শিক্ষা	নির্জনে
শত্রু	বাণিজ্য
সুনাম	মিত্র
ব্যবসা	বদনাম
প্রকাশ্য	মহৎ কাজ

বাম	ডান
শিক্ষা	মহৎ কাজ
শত্রু	মিত্র
সুনাম	বদনাম
ব্যবসা	বাণিজ্য
প্রকাশ্য	নির্জনে

৪. বাক্য গঠন কৰি।

খলিফা, চৱিতি, তৰবারি, নিৰ্খৃত, শান্তি, কোমল, কঠোৱ, দৱদি,
আদৰ্শ, কোষাগার।

উত্তর :

খলিফা — হ্যারত আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা।

চৱিতি — উমর (রা)-এর চৱিতি ছিল ফুলের মতো পৰিব্ৰত।

তৰবারি — আগেকাৱ দিনে তৰবারি দিয়ে যুদ্ধ কৰা হতো।

নিৰ্খৃত — খলিফা উমর (রা)-এর বিচারব্যবস্থা ছিল
নিৰপেক্ষ ও নিৰ্খৃত।

শান্তি — খোলাফায়ে রাশেদোৱ শাসনকাল ছিল শান্তিপূৰ্ণ।

কোমল — উমর (রা)-এর চৱিতি ছিল কোমল।

কঠোৱ — খলিফা উমর (রা) ন্যায়বিচারেৰ ব্যাপারে কঠোৱ ছিলেন।

দৱদি — উমর (রা) দৱদি শাসক ছিলেন।

আদৰ্শ — সাহাবিগণ ছিলেন আদৰ্শেৰ মূৰ্ত প্ৰতীক।

কোষাগার — রাশেদোৱ সম্পদ কোষাগারে জমা রাখা হতো।

২. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি
জায়গায় লিখি।

ক. হ্যারত উমর (রা) ছিলেন | মুক্তা, কুরাইশ



৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

■ প্রশ্ন || ক। হযরত উমর (রা) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : হযরত উমর (রা) ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

■ প্রশ্ন || খ। তাঁর মাতাপিতার নাম কী?

উত্তর : হযরত উমর (রা)-এর মাতার নাম হানতামাহ ও পিতার নাম খাতোব।

■ প্রশ্ন || গ। তিনি কীভাবে মুসলমান হলেন?

উত্তর : মহানবি (স) কে হত্যা করার জন্য উমর (রা) কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথমধ্যে জানতে পারেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাইদ মুসলমান হয়ে গেছেন। এতে তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে বোনের বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি ইসলামের প্রতি বোন ও ভগ্নিপতির দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হন। এতে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তাই তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে পড়েন এবং নবি করিম (স)-এর দরবারে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হন।

■ প্রশ্ন || ঘ। হযরত মুহাম্মদ (স), উমর (রা)-কে কী উপাধি দিয়েছিলেন?

উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (স) উমর (রা)-কে খুশি হয়ে ফারুক অর্থাৎ সত্য মিথ্যার প্রতেকরী উপাধি দিয়েছিলেন।

■ প্রশ্ন || ঙ। হযরত উমর (রা)-এর বিচার ব্যবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর : খলিফা উমর (রা)-এর বিচারব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ ও নিষ্ঠুত। আইনের চাঁচে উচু-নিচু, ধনী-গরিব, আপন-গর কোনো ভেদাভেদ ছিল না। গুরুতর অপরাধে নিজের ছেলে আবু শাহমাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্পূর্ণ কাজ তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে সম্পাদন করতেন।

■ প্রশ্ন || চ। প্রজাদের প্রতি হযরত উমর (রা) এর ভালোবাসার একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর : হযরত উমর (রা) একদিন জেরুয়ালেম যাচ্ছিলেন; সঙ্গী ছিলেন এক ক্রীতদাস। ক্রীতদাসের কষ্ট হবে ভেবে তিনি বললেন, ‘দুজনে মিলেছিলে দূরের পথ পাঢ়ি দেব। একবার তুমি উটে চড়বে আর একবার আমি।’ এভাবে যখন তাঁরা জেরুয়ালেম শহরের নিকট পৌছলেন তখন ক্রীতদাসের উটে চড়ার পালা। উটের পিঠে ক্রীতদাসকে দেখে শহরের লোকজন মনে করল ইনিই খলিফা। তাঁরা উটের পিঠে বসা ক্রীতদাসকে খলিফা ভেবে সালাম দিতে লাগল। ক্রীতদাস তখন লজ্জিত হয়ে বললেন, ‘আমি নই, উটের চালকই খলিফা।’ তখন মানুষ হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মহানুভবতা ও ভালোবাসা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল।

■ প্রশ্ন || ছ। হযরত উমর (রা) এর উপদেশগুলো কী কী?

উত্তর : খলিফা উমর (রা) নিজের জীবনে অনেক ভালো কাজ করেছেন এবং আমাদের জন্যও অনেক উপদেশ রেখে দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া উপদেশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—‘আগে আগে সালাম দেওয়া। কোনো কাজ করার আগে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নেওয়া। যেকোনো কাজ মনোযোগ দিয়ে করা। সবার প্রতি সুবিচার করা।’

■ প্রশ্ন || ম। হযরত উমর (রা) সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি ও পাঢ়।

উত্তর : হযরত উমর (রা) সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হচ্ছে—

১. হযরত উমর ফারুক (রা) পবিত্র মক্কা নগরীতে ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
২. তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।
৩. বাল্যকালে উমর (রা) শিক্ষাদীক্ষায় সুনাম অর্জন করেন।
৪. তিনি ছিলেন নামকরা কুস্তিগির, সাহসী মোচ্ছা, কবি ও সুরক্ষা।
৫. খলিফা উমর (রা) এর বিচারব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ ও নিষ্ঠুত।

পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে সহায়ক অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর



১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখি।

ক. মহানবি (স)-কে হত্যা করার জন্য কে কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন?

কি আবু বকর (রা) কি উমর (রা)

কি উসমান (রা) কি আলি (রা)

উত্তর : উমর (রা)।

খ. উমর (রা) কী দেখে বিস্মিত হয়ে যান?

কি ইসলামের প্রতি বোন ও ভগ্নিপতির দৃঢ়তা দেখে

কি মহানবি (স)-এর চরিত্র দেখে

কি মহানবি (স)-এর সাহসিকতা দেখে

কি মহানবি (স)-এর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে

উত্তর : ইসলামের প্রতি বোন ও ভগ্নিপতির দৃঢ়তা দেখে।

গ. উমর (রা) কোথায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন?

কি ভগ্নিপতির বাসায়

কি কাবা ঘরে,

কি নবি করিম (স)-এর দরবারে

কি আরাফার ময়দানে

উত্তর : নবি করিম (স)-এর দরবারে।

ঘ. মহানবি (স) খুশি হয়ে উমর (রা) কে কী উপাধি দেন?

কি সিদ্ধিক

কি আসাদুল্লাহ

কি ফারুক

উত্তর : মাতৃক।



অর্দবার্ষিক পরীক্ষা - ০১

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি
বাংলা প্রথম পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণাল : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ভাস্তুগুলি উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

১। সঠিক উত্তরটি বাছাই করে খাতায় লেখ (যে-কোনো দশটি) : $1 \times 10 = 10$

(ক) কোন কোন মাস নিয়ে বর্ষাকৌল?

(১) ফাল্গুন-চৈত্র (২) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

(৩) পৌষ-মাঘ (৪) আষাঢ়-শ্রাবণ

(খ) মৃষ্ণলধারে বৃক্ষ বলতে বোঝায়—

(১) বন্দর করে বৃক্ষ হওয়া (২) ছেঁট ছেঁট ফোটায় বৃক্ষ হওয়া

(৩) বড় বড় ফোটায় বৃক্ষ হওয়া (৪) ছড়মুড় করে বৃক্ষ হওয়া

(গ) ময়রা মুদি কোথায় বসে চুলছে?

(১) পালকিতে (২) পথে

(৩) পাটায় (৪) নৌকায়

(ঘ) কে আদর করে শিশুর নাম রাখলেন খোকা?

(১) শেখ মুজিবুর রহমান (২) ময়তাজউদ্দিন আহমেদ

(৩) বড় চাচা (৪) শেখ লুৎফুর রহমান

(ঙ) কাদের সাথে খোকার যোগাযোগ নিবিড় হয়েছিল?

(১) শহরের বশ্রদের সাথে (২) গাঁয়ের অনেক ছেলের সাথে

(৩) সহপাঠীদের সাথে (৪) নানাবাড়ির সাথে

(চ) মুজিব মানে কী?

(১) মুক্তি (২) সম্বিধান

(৩) পরাধীনতা (৪) যুদ্ধ

(ছ) বাঙালি চিরকাল ভক্তি করবে কাকে?

(১) মুজিবকে (২) নির্মলেন্দু গুণকে

(৩) হানাদারদের (৪) অত্যাচারীদের

(জ) শহীদ কয়টি চিঠি লিখেছিল?

(১) একটি (২) দুটি

(৩) তিনটি (৪) চারটি

(ঝ) বাংলাদেশের কোন নেতা মুক্তিযুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন?

(১) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

(২) বজ্জবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(৩) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

(৪) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

(ঝঝ) মতিউর রহমানের বিমানটি কোথায় বিক্ষস্ত হয়েছিল?

(১) ভারতের শ্রীনগরে (২) পাকিস্তানের থাট্টায়

(৩) বাংলাদেশের মেহেরপুরে (৪) ভারতের ত্রিপুরায়

(ট) লোকটি কীসের জন্য চাঁড়িপোতা যাচ্ছে?

(১) ভজন শুনতে (২) বিয়ের অনুষ্ঠানে

(৩) জন্মদিনে (৪) অনুপ্রাশনে

(ঠ) কে টেলিফোন আবিষ্কার করেন?

(১) মার্টিন কুপার (২) আলেকজান্ডার প্রাহাম বেল

(৩) রিচার্ড এইচ. ফ্রাংকিয়েল (৪) জোয়েল এস. আজেল

(ড) এক সময় মোবাইল ফোনের ওজন ছিল-

(১) প্রায় আধা কেজি (২) প্রায় এক কেজি

(৩) প্রায় দেড় কেজি (৪) প্রায় দুই কেজি

(ঢ) কী ছুটলে থামানো যায় না?

(১) হাতি (২) কথা

(৩) মানুষ (৪) ট্রেন

(ণ) ধাই ধপাধপ আওয়াজে কী বাজে?

(১) তুলা (২) হারমোনিয়াম

(৩) তানপুরা (৪) সেতার

২। যে-কোনো দশটি শব্দের অর্থ লেখ : $1 \times 10 = 10$

পাড়, বিচির, আদুল, স্তর্য, মন্ত্রণা, সন্ধি, মুগ্ধ, বাঞ্ছার, বিস্ফোরণ, রেহ, প্রতিষ্ঠা, ভোজন, উচ্চাবন, সমবয়, রাম-খটাখট।

৩। কবির নামসহ 'মুজিব মানে মুক্তি' অথবা, 'নেমন্তন্ত্র' কবিতার প্রথম আট লাইন মুহস্থ লেখ : $1 \times 10 = 10$ ৪। যে-কোনো একটি কবিতার সারমর্ম লেখ : $1 \times 10 = 10$

(ক) পালকির গান; (খ) আবোল-তাবোল।

৫। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $2 \times 10 = 20$

(ক) কোম ঝুঁতু আমার বেশি পছন্দ? পছন্দের কারণ কী? লিখে জানাই।

(খ) বৃক্ষ মহিলা কোথায় শীতে কাঁপিলিল? খোকা তাকে কীভাবে সাহায্য করে?

(গ) বীরপ্রেষ্ঠেরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন?

(ঘ) সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল?

৬। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $2 \times 10 = 20$

(ক) দুপুরের রোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে?

(খ) "উন্নত শির বীর বাঙালি"- এখানে 'উন্নত শির' কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

(গ) ভজন আর ভোজনের মধ্যে পার্থক্য কী?

(ঘ) কী ছুটছে যাকে থামানো যাচ্ছে না?

৭। যে-কোনো পাঁচটি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা কর : $2 \times 5 = 10$
রথ, মুঠো, দরদ, সোনালি, আনন্দ, অদম্য, সাধ, বিয়ে।৮। শূন্যস্থান পূরণ কর : $2 \times 5 = 10$

(ক) বর্ষায় ফোটে নানা ফুল।

(খ) হাটের শেষে.....বাড়ি ফিরাচ্ছেন।

(গ) রাজা করে এসেছেন।

(ঘ) ছেলের শুনে মা হতবাক হয়ে গেলেন।

(ঙ) নদীর ঢাকে দেখা যায়, কিন্তু বেতার তরঙ্গ দেখা যায় না।

ইতিহাস চতুর্থ প্রশ্ন

বাংলা প্রথম পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডানপাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

১। সঠিক উত্তরটি বাছাই করে খাতার লেখ (যে-কোনো সংশ্ঠি) : $1 \times 10 = 10$

(ক) বাংলাদেশে কয় মাসে একটি ঝুঁতু হয়?

- (১) দুই মাস (২) তিন মাস

- (৩) চার মাস (৪) পাঁচ মাস

(খ) 'পালকির গান' কবিতাটির কবির নাম কী?

- (১) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (২) সুকুমার রায়

- (৩) নির্মলেন্দু গুপ্ত (৪) সুকিয়া কামাল

(গ) মহরা মুদি কোথায় বসে চুলছে?

- (১) পালকিতে (২) পথে

- (৩) পাটায় (৪) নৌকায়

(ঘ) ছোট রাজা কী নিয়ে সুন্ধে আছেন?

- (১) বড় রাজ্য (২) ছোট রাজ্য

- (৩) প্রজা (৪) মন্ত্রী

(ঙ) কে আদর করে শিশুর নাম রাখলেন খোকা?

- (১) শেখ মুজিবুর রহমান (২) মহতাজউদ্দীন আহমদ

- (৩) বড় চাচা (৪) শেখ লুক্ফর রহমান

(চ) বাঙালি চিরকাল ভক্তি করবে কাকে?

- (১) মুজিবকে (২) নির্মলেন্দু গুপ্তকে

- (৩) হানাদারদের (৪) অভ্যাচরীদের

(ছ) মুজিব আগাম কী জোগায়?

- (১) খাদ্যান্নায় (২) ভয়

- (২) শক্তি-সাহস (৪) শক্তা

(জ) শাহীন কয়টি চিঠি লিখেছিল?

- (১) একটি (২) দুটি

- (৩) তিনটি (৪) চারটি.

(ঘ) বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে যুদ্ধ করেছিলেন?

- (১) যোশিনগাল থেকে গুলি ছুড়েছিলেন

- (২) ট্যাঙ্ক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন

- (৩) পাকিস্তানি সেনাদের বাজারে আক্রমণ চালিয়েছিলেন

- (৪) বিমান থেকে আক্রমণ করেছিলেন

(ঝ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ কতজন?

- (১) ৩ জন (২) ৫ জন

- (৩) ৭ জন (৪) ৯ জন

(ট) মতিউর রহমানের বিমানটি কোথায় বিক্রিয় হয়েছিল?

- (১) ভারতের শ্রীনগরে (২) পাকিস্তানের ধাটায়

- (৩) বাংলাদেশের মেহেরপুরে (৪) ভারতের প্রিপুরায়

(ঠ) ঝোকেয়া কীভাবে পড়া শিখেছেন?

- (১) সুকিয়ে সুকিয়ে (২) কষ্ট করে

- (৩) ভয়ে ভয়ে (৪) নীরবে

(ড) লোকটি কীসের জন্য চাঁড়িপোতা যাচ্ছে?

- (১) ভজন শুনতে

- (২) বিরের অনুষ্ঠানে

- (৩) জনসাধারে

- (৪) অনুপ্রাপ্তনে

(ঢ) কে টেলিফোন আবিষ্কার করেন?

- (১) মার্টিন কুপার

- (২) আলেকজান্দার গ্রাহাম বেল

- (৩) রিচার্ড এইচ. ফ্রায়েকেরে

- (৪) জোয়েল এস. আঞ্জেল

(ণ) 'আবোল-তাবোল' কবিতাটি কোন কবির লেখা?

- (১) অব্রাদাশঙ্কর রায়

- (২) সামাটিল হক

- (৩) সুকুমার রায়

- (৪) বনকুল

২। যে-কোনো সংশ্ঠি শব্দের অর্থ লেখ : $1 \times 10 = 10$

মুষলধারে, পাটা, পাই, অগোচর, মন্ত্রণা, করুণ, বীরগাথা, রংকেত্ত, বাসি, চিরস্মরণীয়, ভজন, সাধ, উত্তীবন, ঘূর্ম, সাজা।

৩। কবির নামসহ 'পালকির গান' অথবা, 'নেমতন্ত্র' কবিতার প্রথম আট লাইন মুখ্যস্থ লেখ।

৪। যে-কোনো একটি কবিতার সারমর্ম লেখ : ১০

- (ক) মুজিব মানে মুক্তি; (খ) আবোল-তাবোল।

৫। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২০

- (ক) বাংলাদেশে বছরে কয়টি ঝুঁতু আসে-যায়?

- (খ) বড়ো রাজা কীভাবে রাজ্য জয় করতে বের হলেন?

- (গ) বন্দুদের বাসার এনে খোকা মারের কাছে কী আবাদার করত?

- (ঘ) শাহীন কেন চিঠি লিখেছিল?

৬। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২০

- (ক) দুপুরের রোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে?

- (খ) "মুজিব মানে মুক্তি" দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

- (গ) লোকটি কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে?

- (ঘ) ধীই ধীপাধ আওয়াজে কোথায় তবলা বাজাই?

৭। যে-কোনো পাঁচটি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা কর : $2 \times 5 = 10$

রাজ্য, চর, আদর, সোনালি, পরিব, অধিকার, প্রতিষ্ঠা, অবরোধ।

৮। বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল কর। $2 \times 5 = 10$

- (ক) বড়ো রাজা আর ছোটো রাজা (ক) নারী জাগরণের অন্তর্দৃত।

- (খ) ছোটো শহর এতটোই ছোটো মে (খ) ঝোকেয়ার জন্ম।

- (গ) রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে (গ) মোনে ঘাঁড় ছেলে না, মোঁড়া ছেলে না।

- (ঘ) ঝোকেয়ার বিয়ে হলো (ঘ) দিগ্বিজয় করতে চলেন।

- (ঙ) মহীয়সী ঝোকেয়া (ঙ) ঘোলো বছর বয়সে।

ইতিহাস চতুর্থ শ্রেণি

বাংলা প্রথম পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডানপাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

১। সঠিক উত্তর বাছাই করে খাতায় লেখ (যে-কোনো দশটি) : $1 \times 10 = 10$

(ক) 'পরিষ্কার দেখালেই হাত আসলে কী হয় না?

- (১) পরিষ্কার
(২) অপরিষ্কার

- (৩) সুন্দর
(৪) নোহরা

(খ) কামার, কুমার, জেলে, চাষাব সহজ ভাষা কী?

- (১) বিদেশি ভাষা
(২) উপজাতীয় ভাষা

- (৩) বাংলা ভাষা
(৪) ইংরেজি ভাষা

(গ) সুন্দরবন থেকে সংগ্রহ করা যায়-

- (১) হরিণ
(২) বানর

- (৩) বাঘ
(৪) গোলপাতা

(ঘ) বাঘ কী ধরনের প্রাণী?

- (১) মাংসাশী
(২) তৃণভোজী

- (৩) মৎস্যভোজী
(৪) সর্বভুক

(ঙ) পানকৌড়ি থেতে ভালোবাসে-

- (১) মাছ
(২) মাংস

- (৩) কীটপতঙ্গ
(৪) গাছের পাতা

(চ) খোকায় খোকায় জোনাই জলে কোথায়?

- (১) ডলিম গাছে
(২) নেবুর তলে

- (৩) ঝোপঝাড়ে
(৪) বাঁশবাগানে

(ছ) 'পাঠানের অভ্যর্থনা সম্মূর্ণ নির্জলা আন্তরিক' - কাদের জন্য?

- (১) পাঠানদের
(২) বিদেশিদের

- (৩) দেশের লোকদের
(৪) অতিথিদের

(জ) জন্মের পর সন্তান কেমন থাকে?

- (১) অসহায়
(২) শক্তিশালী

- (৩) দুষ্ট
(৪) বোকা

(ঘ) মসলিন কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান-

- (১) নারায়ণগঞ্জ
(২) সোনারগাঁও

- (৩) গুলিস্তান
(৪) নওগাঁ

(ঙ) ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব-

- (১) ২৭ কিমি
(২) ২২ কিমি

- (৩) ২৫ কিমি
(৪) ২৮ কিমি

(ট) রাঙা ধুলোয় কী উড়ে আসে?

- (১) মাটি
(২) মেঘ

- (৩) বৃক্ষ
(৪) পরি

(ঠ) বিহার এলাকাটি বিস্তৃত-

- (১) ৫০ একর জুড়ে
(২) ৪০ একর জুড়ে

- (৩) ৬০ একর জুড়ে
(৪) ৩০ একর জুড়ে

(ড) কীভাবে প্রাচীন লিপি থেকে বাংলা লিপি আসে?

- (১) নানা ধাপ পেরিয়ে
(২) পরীক্ষার মাধ্যমে

- (৩) ঘোষণার মাধ্যমে
(৪) পছন্দ অনুসারে

(ঢ) উমর (রা) কোথায় গিয়ে ইসলাম প্রচল করেন?

- (১) ভগ্নপতির বাসায়
(২) কাবা ঘরে

- (৩) নবি করিম (স)-এর দরবারে
(৪) আরাফার ময়দানে

(ণ) মহানবি (স)-কে হত্যা করার জন্য কে কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন?

- (১) আবু বকর (রা)
(২) উমর (রা)

- (৩) উসমান (রা)
(৪) আলি (রা)

২। যে-কোনো দশটি শব্দের অর্থ লেখ : $1 \times 10 = 10$

চতুর্মুখ, মনীষী, বিজাতীয়, জন্মভূমি, সর্কর, দৃত, শোলক, নির্জলা, অবজ্ঞা, সুধা, ক্রিশ, গম্ভুজ, প্রসিদ্ধ, সৌতা, সৃষ্টি।

৩। কবির নামসহ 'মোদের বাংলা ভাষা' অথবা 'বীরপুরুষ' কবিতার প্রথম আট লাইন মুখ্যস্থ লেখ। $10 \times 1 = 10$ ৪। যে-কোনো একটি কবিতার সারমর্ম লেখ : $10 \times 1 = 10$

- (ক) কাজলা দিদি; (খ) মা।

৫। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $20 \times 1 = 20$

- (ক) কেন অন্তর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত?

- (খ) সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে কেন?

- (গ) জাদুঘর বলতে কী বুঝি?

- (ঘ) হ্যারত উমর (রা)-এর বিচার ব্যবস্থা কেমন ছিল?

৬। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $20 \times 1 = 20$

- (ক) বাংলা ভাষাকে সহজ সরল ভাষা বলা হয়েছে কেন?

- (খ) আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে- এ কথা বলে কী বোঝানো হয়েছে?

- (গ) মা ও খোকা কীভাবে যাচ্ছে?

- (ঘ) 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল' - মা একথা বললেন কেন?

৭। যে-কোনো পাঁচটি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা কর : $2 \times 5 = 10$
ক্লাস, শস্যদানা, ধর্মচর্চা, আবিষ্কার, ঝানঘাট, তরবারি, শান্তি, দরদি।৮। শূন্যস্থান পূরণ কর : $2 \times 5 = 10$

- (ক) ক্ষুধার্ত লোকটি খাবার পেয়ে থাকল।

- (খ) মাটি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন

- (গ) পাখিরা মানুষের বন্ধু, এরা অনেক

- (ঘ) পাহাড়পুর ছাড়াও আমাদের দেশে আরও

- (ঙ) বাংলা লিপির পুরানো নাম

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডানপাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

১। সঠিক উত্তর বাছাই করে খাতায় লেখ (যে-কোনো ক্ষেত্র) : $1 \times 10 = 10$	(ক) কামার, কুমার, জেল, চাষাব সহজ ভাষা কী?	(ক) বৌদ্ধ ভাষা	(ক) বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী তিক্ষ্ণগণ থাকতেন-
	(১) বিদেশি ভাষা	(২) উপজাতীয় ভাষা	(১) বৌদ্ধ বিহারে
	(৩) বাংলা ভাষা	(৪) ইংরেজি ভাষা	(২) পাহাড়পুরে
	(৫) গুুৰী, ঝানী, মনীয়াৰা কোথায় আছেন?		(৩) বদলগাছিতে
	(১) আমাদের পাশে	(২) আমাদের সাথে	(৪) জামালপুরে
	(৩) আমাদের পিছনে	(৪) আমাদের সামনে	(৫) বিহার এলাকাটি বিস্তৃত-
	(৬) কাদের কাজ খুবই কঠের?		(১) ৫০ একর জুড়ে
	(১) কৃষক	(২) মারি	(২) ৪০ একর জুড়ে
	(৩) বাওয়ালি	(৪) মৌরাল	(৩) ৬০ একর জুড়ে
	(৪) চড়ই পাখির শ্রিয় জাহাঙ্গা-		(৪) ৩০ একর জুড়ে
	(১) বন	(২) লোকালয়	(৫) যাহানবি (স) খুলি হয়ে উমর (রা) কে কী উপাধি দেন?
	(৩) স্কুলগুর	(৪) আস্তাবল	(১) সিদ্ধিক
	(৬) পাখিরা পরিবেশকে-		(২) যুনুরাইন
	(১) নষ্ট করে	(২) দূষণ করে	(৩) আসাদুর্যাহ
	(৩) সবুজ রাখে	(৪) সুস্বর রাখে	(৪) ফারুক
	(৮) খোকায় খোকায় জোনাই জলে কোথায়?		২। যে-কোনো দশটি শব্দের অর্থ লেখ : $1 \times 10 = 10$
	(১) ডালিম গাছে	(২) নেবুর তলে	জনী, জন্মভূমি, স্বাধ, শোলক, জোনাই, অভ্যর্থনা, সুধা, ক্রেশ, স্বাপত্তি, টগবগিয়ে, সরপ, স্তুপ, বৃপ্তান্তর, ব্যাকুল, ফারুক।
	(৩) ঝোপকাড়ে	(৪) বাঁশবাগানে	৩। কবির নামসহ 'মোদের বাংলা ভাষা' অথবা 'মা' কবিতার প্রথম আট শাইল মুখ্যস্থ লেখ।
	(৫) কে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে?		৪। যে-কোনো একটি কবিতার সারাংশ লেখ : $1 \times 10 = 10$
	(১) কাজলা মিদি	(২) বুরু	(ক) কাজলা মিদি; (খ) বীরপুরুষ।
	(৩) মা	(৪) আপু	৫। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
	(৫) 'মা' কবিতাটির রচয়িতা কে?		(ক) বাওয়ালিদের কাজ এত বিপদজনক কেন?
	(১) রবীনুন্নাথ ঠাকুর	(২) কাজী নজরুল ইসলাম	(খ) কেন পাখি আমাদের ঘরেরই কেউ? কেন?
	(৩) জীবনানন্দ দাশ	(৪) কাজী কাদের নওয়াজ	(গ) পাঠানদের অভ্যর্থনা কেমন হয়ে থাকে এবং কেন?
	(৬) জনের পর সন্তান কেমন থাকে?		(ঘ) প্রজাদের প্রতি হ্যারত উমর (রা) এর ভালোবাসার একটি উদাহরণ দাও।
	(১) অসহায়	(২) শক্তিশালী	৬। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $2 \times 5 = 10$
	(৩) দৃষ্টি	(৪) বোকা	(ক) বাংলাদেশে 'কামার কুমার জেলে চাষা' কোন ভাষাতে কথা রচনে?
	(৫) 'চুরু আসি সোনারগাঁও' গানে শিক্ষা সফরে সবাই কোথায় যাচ্ছিল-		(খ) পুতুলের বিয়ের সময় মিদির কথা মনে পড়ে কেন?
	(১) যাত্রাবাড়ি	(২) সোনারগাঁও	(গ) খোকা মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?
	(৩) পাহাড়পুর	(৪) চট্টগ্রাম	(ঘ) বীরপুরুষ কে? সে কাদের হারিয়ে বীরপুরুষ হলো?
	(৮) ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব-		৭। যে-কোনো পাঁচটি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা কর : $2 \times 5 = 10$
	(১) ২৭ কিমি	(২) ২২ কিমি	জগৎ, বঙ্গব, আনন্দ, খলিকা, চৰিত্র, কোমল, কঠোর, আদর্শ।
	(৩) ২৫ কিমি	(৪) ২৮ কিমি	৮। বাম পাশের বাকের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল কর। $2 \times 5 = 10$
	(৫) খোকার মা কীসে চড়ে যাচ্ছিল?		(ক) মসলিন কাপড়
	(১) গুুৰু গাড়িতে	(২) ঘোড়ার গাড়িতে	(খ) বৌদ্ধবিহার
	(৩) পালকিতে	(৪) লোকায়	(গ) সোমপুর মহাবিহার

উত্তরসংকেত : উত্তরের জন্য আল ফাতাহ একের ভিত্তি অনেক পৃষ্ঠা ১৬৩-১৯২ দ্রষ্টব্য।